অসূয়া

জাবেদ রাসিন

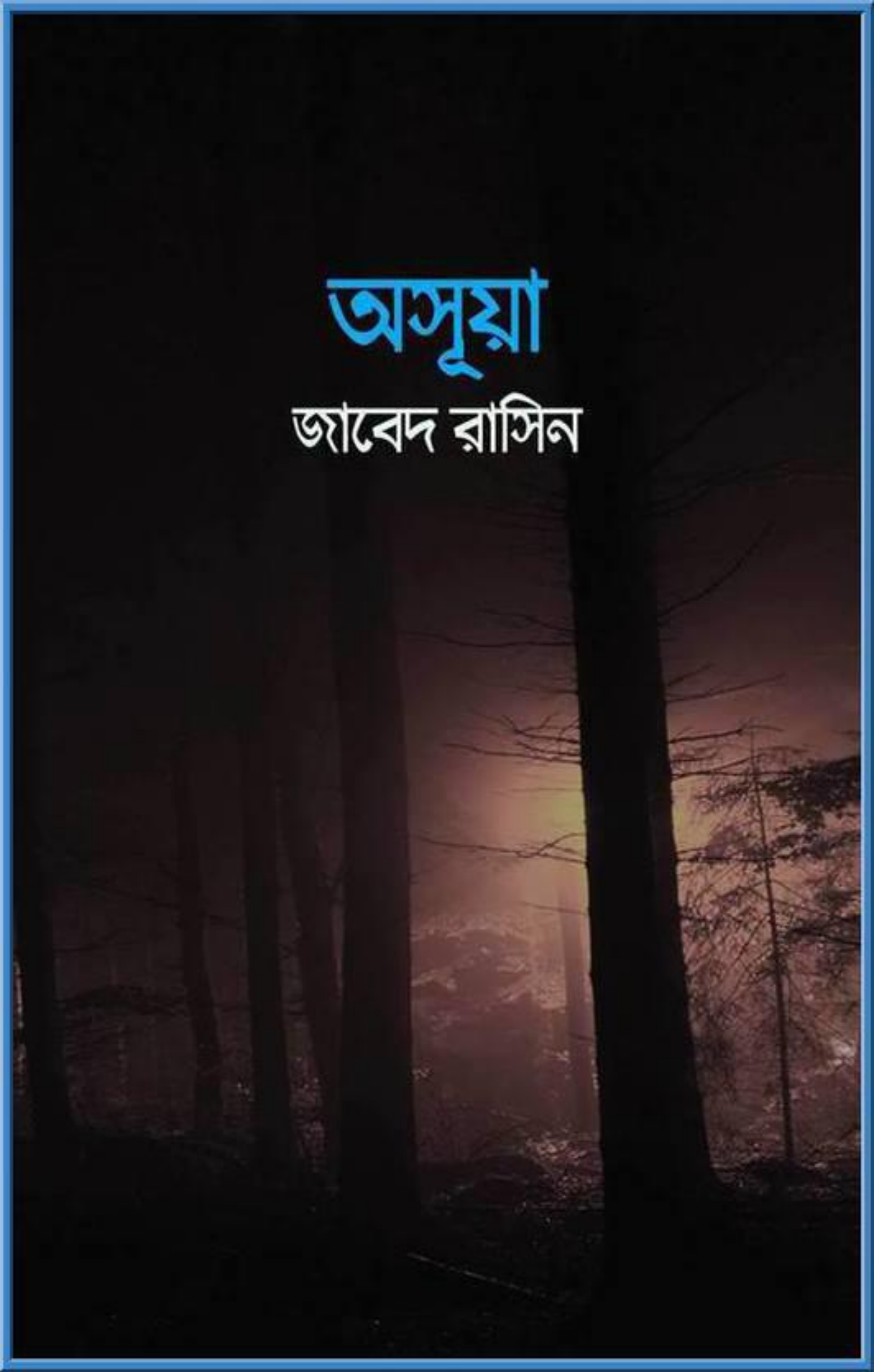

পুরো ঘর খালি। তবে খালি ঘর বলে সহজেই ইরফানের চোখ চলে গেল সেই জিনিসটার দিকে। ওটার দিকে একবার তাকিয়ে তৌহিদসাহেবের দিকে তাকাল আবার। তৌহিদ মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল এটাই সেই জিনিস।

শোকেসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ইরফান।

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

ISBN 9848729922-5

9 789848 729922

অসূয়া

জাবেদ রাসিন

বাতিঘর প্রকাশনী

অসূয়া
জাবেদ রাসিন
Osua
Copyright©2017 by Javed Rasin
স্বত্ব © জাবেদ রাসিন

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭

প্রচ্ছদ : জাবেদ রাসিন

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

উৎসর্গ :

মোঃ জাবির রায়হান সাইম
এবং
রুমাইসা সাবিন'কে

আমার অন্ধকারময় আকাশে যাদের উপস্থিতি
জ্বলজ্বলে নক্ষত্রের মতো।

...তারা ভালো রূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই...

—আল কোরআন, ২ঃ১০২

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১

গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটে চলছে মেয়েটা।

চারদিক অন্ধকার। গভীর রাত, পুরো জঙ্গল ঘন কুয়াশায় আবৃত। এক হাত দূরের কোন কিছুও দেখা যাচ্ছে না ঠিকমতো।

খুব শীত লাগছে তার, পরনে শুধু নীল রঙের পাতলা সুতি কাপড়ের ফ্রক। খালি পা। জঙ্গলে গাছের সারির মাঝ দিয়ে জোরে ছুটে চলছে সে।

মেয়েটার হাতে একটা ছোট পুতুল। খুব শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে সেটা, যেন খুব মূল্যবান কোন বস্তু। দৌড়াতে গিয়ে পায়ের কয়েক জায়গায় ছিলে গেছে, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে। কিন্তু মেয়েটার সেদিকে খেয়াল নেই, সে দৌড়াচ্ছে প্রাণপণে।

শীতে তার দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে, আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে পা, চলতে চাচ্ছে না আর কিছুতেই। কিন্তু তাকে যে দৌড়াতেই হবে। মুক্তি পেতে হবে বাঁচতে হবে তাকে।

একবার পেছনের দিকে তাকালো সে। কুয়াশায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পুরো জঙ্গল নিশ্চুপ হয়ে আছে, কোন সাড়াশব্দ নেই। তাহলে কী আর সেটা তার পেছনে আসছে না?

অনেক হাঁপিয়ে গেছে সে। একটা বিশাল আকৃতির গাছের গুঁড়ি দেখে তার উপরে বসলো।

গাছের গুঁড়িতে শেওলার গায়ে শিশির জমে আছে। বসতেই ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠলো পুরো শরীর। সে হাঁপাচ্ছে খুব দ্রুত, বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি থামতেই চাইছে না।

হাতের পুতুলটা কোলে রেখে সেটার দিকে তাকালো একবার। কালো রঙের মেয়ে আকৃতির পুতুলটার গায়ে লাল রঙের জামা, মুখে এক নির্মল হাসি লেগে আছে সেটার। সাধারণত মানুষের আকৃতির পুতুলের গায়ের রঙ সাদা অথবা গোলাপি হয়, সেদিক দিয়ে এই পুতুলটার গায়ের রঙ একবারেই আলাদা।

পুতুলটার হাসি দেখলে মনেই হয় না, সেটা কোন পুতুলের হাসি। মনে হয় কোন জীবন্ত মেয়ের হাসি সেটা, কান পাতলে এখনই হাসির খিলখিল শব্দ শোনা যাবে।

মেয়েটা পুতুলটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আশেপাশে তাকাচ্ছে। তার ফর্সা মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট।

আতংকে চোখ ছোট হয়ে গেছে তার। দম স্বাভাবিক হয়ে আসছে, কিন্তু শীত লাগছে এখন অনেক। দৌড়ের কারনে একটু আগে শীত একটু কম লেগেছিল, কিন্তু এখন হিম শীতল বাতাস পাতলা জামার ভেতর দিয়ে চামড়ায় আঘাত করছে। পায়ে ছিলে যাওয়া জায়গায় ব্যথা লাগছে খুব। পায়ের তলায়ও খুব ব্যথা করছে। কোমল পায়ের তালু ফেঁটে রক্ত বের হচ্ছে।

কিন্তু মেয়েটার এসব নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই। তাকে এই জঙ্গল থেকে বের হতে হবে। বের হতে না পারলে সেই প্রাণীটি তাকে ধরে ফেলবে। প্রাণীটির মুখোমুখি হবার কোন ইচ্ছেই তার নেই।

পুরো জঙ্গল নিরব, নিথর। কাছেই কোথাও যেন ডাল মাড়ানোর শব্দ শুনতে পেলো মেয়েটা। শব্দের দিকে লক্ষ্য করে সেদিকে তাকালো সে। পুতুলটা শক্ত করে ধরে রেখেছে বুকের সাথে।

এবার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সেই শব্দ। বুকের ভেতর কমে যাওয়া ধুকপুকানি আবার বাড়ছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কিছুটা। আতংক আরও বাড়ছে তার। মুখে সেই অভিব্যক্তি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না একটুও।

যেন থেমে গেছে সময়, চারপাশের সবকিছু। আর পুরো পৃথিবীতে সে একা, ভয়াবহ রকমের একা। মুখ থেকে অজান্তেই বেড়িয়ে এলো, "আম্মু!"

কিন্তু তার মা এলো না, বরং এগিয়ে আসছে সেই শব্দটি। আরও কাছে এগিয়ে এসেছে সেটা। কুয়াশার ভেতর দিয়ে অন্ধকারেও অনুভব করতে পারছে তাকে। কটু গন্ধ এসে লাগছে নাকে। গন্ধটি যে সেই প্রাণীর শরীর থেকেই আসছে সেটা বুঝতে না পারার কোন কারণ নেই।

কী করবে সে, তাই চিন্তা করতে লাগলো। উঠে দৌড় দেবে, নাকি চোখ বন্ধ করে বসে থাকবে? মায়ের অভাব বড়ই অনুভব করছে সে। মা অথবা বাবা, কেউ একজন কী তার পাশে থাকতে পারলো না। এভাবে জঙ্গলে একা একা সে এলোই বা কিভাবে। এতক্ষণে এই প্রশ্ন তার মাথায় ঢুকল।

BanglaBook.org

সে তো রাতে ঘুমাতে গেলো তার নিজের বিছানায়। তার মা গল্প শুনিয়ে ঘুম পারিয়ে দিল তাকে। তারপর কী হল? কী করে সে এই জঙ্গলে এসে ঢুকল?

কিন্তু এখন এটা মোটেই চিন্তা করার সময় নয়। বরং সেই প্রাণীটি এলে কী করবে সেটাই ভাবছে সে। কিন্তু আর বোধহয় ভাবার সময় পাবে না, কারণ আরও এগিয়ে এসেছে শব্দটি।

কুয়াশার ভেতর দিয়ে সেই প্রাণীটির ছায়া এখন আরও স্পষ্ট। প্রাণীটির নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পেলো সে।

উঠে দৌড় দেয়ার সময় নেই এখন। সে বরং চোখ বন্ধ করে বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিল, যা হবার হবে এরকম একটা ভাব চলে এসেছে তার মধ্যে।

চোখ বন্ধ করে পুতুলটা আরও শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল সে। এখন আর শীত লাগছে না। হৃৎপিণ্ড যেন চলা থামিয়ে দিয়েছে, সেটার ধুকপুকানি শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না। এখন প্রাণীটির নিঃশ্বাসের শব্দই শোনা যাচ্ছে কেবল। পায়ে ব্যথার অনুভূতিও আর নেই। পুরো শরীর অনুভূতিশূন্য হয়ে আছে তার।

আরও এগিয়ে এসেছে প্রাণীটি। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা, কিন্তু কিছুই করছে না এখনও। যেন তার চোখ খোলার অপেক্ষা করছে। কিন্তু মেয়েটা চোখ খুলছে না। শক্ত করে চোখের পাতা দুটো বন্ধ করে রেখেছে।

এভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে জানে না সে।

প্রাণীটির নিঃশ্বাসের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। সেই গন্ধটিও নাকে লাগছে না। তাহলে কী সেটা চলে গেছে? আরও কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইল সে।

শীত লাগা শুরু করেছে আবার। পায়ের যন্ত্রণাও ফিরে এসেছে। সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। ভয়ে ভয়েই চোখ খুলল সে।

না, প্রাণীটি সামনে নেই।

মনে বল ফিরে পেয়েছে সে। আরও কিছুক্ষণ বসে রইল গাছের গুঁড়ির উপর। জঙ্গল থেকে বের হবার রাস্তা খুঁজতে হবে। তার মন বলছে রাস্তাটি আশেপাশেই কোথাও আছে। আর জঙ্গল থেকে বের হতে পারলে বাড়ি যাওয়া কোন সমস্যাই হবে না। সে ছোট হতে পারে, কিন্তু বাড়ির ঠিকানা আর বাবা-মায়ের নাম, এমনকি মায়ের ফোন নাম্বার পর্যন্ত তার মুখস্ত।

BanglaBook.org

মনে সাহস ফিরে আসতে শুরু করেছে তার। উঠে দাঁড়ালো এবার, পায়ের ব্যথায় কুঁকড়ে গেলো সে, কিন্তু কোনরকমে উঠে দাঁড়াতে পারলো।

বুক থেকে নামিয়ে বাম হাতে ধরলো পুতুলটা। এই ঘন জঙ্গলে এই পুতুলটাই তার একমাত্র সাথি আর এই সাথিকে সে হারাতে চায় না মোটেই।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো মেয়েটা। তার ফর্সা পা রক্তে লাল হয়ে আছে। মুখ অবশ্য রক্তের অভাবে সাদা হয়ে আছে। পুতুলটা হাতে ঝুলিয়ে হাঁটছে সে।

জঙ্গলটি এখনও স্বাভাবিক লাগছে না, এখনও কোন সাড়াশব্দ নেই কোথাও। তবে এটা নিয়ে চিন্তা না করলেও চলবে তার।

অনেকখানি পথ সামনে এগিয়েছে সে, কুয়াশা এখানে বেশ পাতলা। বাতাস বইছে, হিমেল হাওয়া। সামনে গাছগুলো বেশ ঘন হয়ে আসছে, পথ চলতে অনেক কষ্ট হচ্ছে তার।

কয়েকটা গাছের ফাঁক গলে আরও সামনে এগিয়ে গেলো, কিন্তু এবার সে সমস্যায় পড়ে গেছে। সামনে আর কোন চলার পথ নেই। গাছের ঝোপ ঘন হয়ে লম্বা ভাবে সারি তৈরি করেছে, যেন গাছের তৈরি দেয়াল। ভাবতে লাগলো, এবার কী করবে সে?

ঝোপের দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আশেপাশে তাকালো। ওপাশ থেকে গাড়ির হর্নের আওয়াজ শুনতে পেলো হঠাৎ। তার মানে কী সে জঙ্গল থেকে বের হবার কাছাকাছি চলে এসেছে? হয়তো এই ঝোপের দেয়াল পার হতে পারলেই সে রাস্তায় বের হতে পারবে, আর সেখানে বের হতে পারলেই বাসায় চলে যেতে পারবে।

মনের ভেতরে আশা দানা বাঁধতে শুরু করেছে। দ্বিগুণ উৎসাহে বের হবার রাস্তা খুঁজছে সে। ঝোপের দেয়াল ধরে ডান দিক ধরে হাঁটতে শুরু করলো। অনন্ত কাল ধরে যেন হাঁটছে সে, কিন্তু বের হবার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না।

BanglaBook.org

মরিয়া হয়ে এবার সে ছুটতে শুরু করেছে, এই জঘন্য জায়গা থেকে বের হবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে মনের ভেতরটা। দৌড়াচ্ছে সে প্রাণপনে, মুক্তির আশায়, বাঁচার তাগিদে।

বেশ দূরে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে, আরও উৎসাহী হয়ে উঠেছে সে। পুতুলটা বাম হাতে ধরে রেখেছে এখনও। ছুটছে আলোর দিক লক্ষ্য করে, নিশ্চয় সেখানে বের হবার কোন রাস্তা আছে।

হ্যা, দেখতে পেয়েছে সে বের হবার পথ। ঝোপ শেষ হয়ে আসছে। সামনে ফাঁকা দেখা যাচ্ছে, একটা গাড়ি ছুটে চলে যেতে দেখল সে।

মনের ভেতরে ভয় কেটে গেছে অনেকটা, সেখানে এখন আশার পরিমাণ বেড়েছে অনেকখানি। এই বীভৎস জায়গা থেকে সে মুক্তি পেতে যাচ্ছে। কুয়াশা এখানে নেই বললেই চলে, হিমেল বাতাসও নেই।

পায়ের যন্ত্রণা বেড়েছে কয়েকগুণ। কিন্তু সেদিকে মন দেয়ার উপায় নেই, তাকে বের হতে হবে এই ভয়াবহ জায়গা থেকে।

আর কয়েক হাত মাত্র, তারপরেই সে বের হয়ে যেতে পারবে। বাইরের রাস্তা এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে।

আলোর পরিমাণ বেড়েছে অনেকখানি। মুক্তি পেতে চলেছে সে। ঠিক তখনই ঘাড়ের পেছনে কী যেন অনুভব করলো। কেউ কী এসে দাঁড়িয়েছে তার পেছনে? কটু গন্ধটা আবার নাকে এসে লাগছে।

তার মস্তিষ্ক বলছে পেছনে তাকানোর কোন প্রয়োজন নেই, আর তিন চার কদম পার হলেই রাস্তায় চলে আসবে সে। কিন্তু মন চাইছে কৌতুহলি হতে, পেছনে কি আছে সেটা দেখতে চাইছে।

অবশেষে মনের কৌতূহল জয়ী হল। পেছনে ফিরল সে।

স্পষ্ট দেখতে পেলো তাকে। কোন প্রাণী নয়, একজন মানুষ। কিন্তু ঠিক মানুষ কিনা সেটাও বুঝা যাচ্ছে না।

গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, পরনে লাল রঙের কাপড়। মুখ দেখে মনে হচ্ছে তার মন খারাপ। ঠোঁটের কোণা দিয়ে কী যেন গড়িয়ে পড়ল। মুখটি খুব চেনা চেনা লাগছে মেয়েটার। কোথায় যেন দেখেছে তাকে। কোথায়?

মেয়েটা ভয়ে জমে গেছে। পা নড়াতে পারছে না। এবার তার সামনে দাঁড়ানো সেই অবয়বটি তার দিকে আগাচ্ছে, খুব কাছাকাছি চলে এসেছে সে, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে। কালো কুচকুচে হাতে বিশাল আকৃতির নখ বের হয়ে আছে।

ধরতে আসছে হাত দুটো, কিন্তু সে নড়তে পারছে না। চলার শক্তি নেই তার একটুও। সেই অবয়বটা মুখ খুব কাছে নিয়ে এসেছে। মুখ হা করে হাসলো সেটা।

এবার চিনতে পেরেছে তাকে। এই হাসি সে কী আর ভুলতে পারে। কোন হাসি যে এতো ভয়ঙ্কর হতে পারে তা আগে জানা ছিল না তার।

কুৎসিত সেই হাসিমাখা মুখটি তার দিকে আরও সামনে এগিয়ে

BanglaBook.org

আসছে। এবার আর পারলো না, নিজের শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে চিৎকার করে উঠলো সে।

"কী হয়েছে? কী হয়েছে মামনি?" এক মহিলা কণ্ঠ বলে উঠল।

মেয়েটা বিছানায় বসে কাঁপছে, তার চোখে মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে আছে। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে সে।

তবে কণ্ঠটি তার খুব পরিচিত, খুব চেনা। কণ্ঠটি শুনেই ভয় চলে গেছে অনেকখানি। সে কোথায় আছে সেটাও বুঝতে পেরেছে। এবার ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে সে।

"কী হয়েছে আম্মু? কী হয়েছে আফসারা? কথা বল মামনি," আবার বলল সেই মহিলা কণ্ঠ।

ঘরের বাতি জ্বলে উঠেছে। এক পুরুষ লোক এসে বসলো মেয়েটার পাশে। বাতি দেখে কিছুটা ভয় কমেছে তার।

"কী হয়েছে আম্মু? স্বপ্ন দেখেছো আবার?" সেই পুরুষ লোকটি বলল।

"আফসারা, আম্মু, কথা বল। কী হয়েছে? স্বপ্ন দেখেছো আবার?" মহিলা কণ্ঠ বলে।

মেয়েটা কিছুই বলে না। শুধু মাথা নেড়ে পাশে বসে থাকা মহিলাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলো সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২

বিশাল আকৃতির ড্রয়িং রুমে বসে আছে ইরফান আহমাদ। বাইরে রোদ ঝলমল করছে। বন্ধ জানালা দিয়েও বাইরে রোদের তাপ বোঝা যাচ্ছে বেশ ভালোমতো। খুব ভালো করে রুমটি দেখল সে। আর দশটা ধনি পরিবারের ড্রয়িং রুমের মতোই। দামি সোফা, মেঝেতে কারুকার্য খচিত কার্পেট, মাথার উপরে ঝাড়বাতি, দেয়ালে ঝুলছে দামি পেইন্টিং।

ইরফান উঠে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। পাঁচ মিনিট হল এখানে এসেছে সে। মাত্র কয়েকদিন আগে ময়মনসিংহের শুভপুর গ্রাম থেকে ফিরেছে। সেখানকার দুঃসহ স্মৃতি এখনও ভালোমতো ভুলতে পারেনি। ঢাকায় ফিরে একরকম সবকিছু থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসনে ছিল। কিন্তু এক বন্ধুর মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করে তৌহিদ এলাহি। তার মেয়ের নাকি কী সমস্যা হয়েছে, ইরফান যদি এসে দেখে যেতো তাহলে খুব উপকার হতো। তাই এখানে আসা।

শুধুমাত্র বন্ধুর কথায় রাজি হয়ে এখানে এসেছে সে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো, বেশ রোদ বাইরে। বিকেল হয়ে এসেছে, তারপরেও রোদের তীব্রতা কমছে না। শুভপুরে বৃষ্টিস্নাত কয়েকটা দিন কাটালেও ঢাকায় আসার পর তেমন বৃষ্টি হচ্ছে না। শুভপুরের কথা মনে হওয়ায় আবার কেমন যেন করে উঠলো মাথার ভেতরটা।

সোফায় এসে বসলো সে। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে?

সোফার টেবিলের উপর বেশ কয়েকটা ম্যাগাজিন রাখা। বেশিরভাগ লাইফস্টাইল সংক্রান্ত, হয়তো এই বাড়ির কর্ত্রীর জন্য। কয়েকটা ব্যবসা সংক্রান্ত ম্যাগাজিনও আছে। ইরফান সেগুলো উল্টে পাল্টে দেখে আবার রেখে দিলো টেবিলেই।

তার অপেক্ষার পালা বোধহয় শেষ হয়েছে। রুমে এক লোক প্রবেশ করলো। লোকটির বয়স পয়ত্রিশের কাছাকাছি হবে বলেই অনুমান করলো ইরফান। লোকটি এসে তার ঠিক বিপরীত দিকের সোফায় বসলো।

BanglaBook.org

লোকটির দিকে ভালো করে তাকালো সে। মাথায় এর মধ্যেই টাক পড়েছে, যদিও চুলগুলো আঁচড়িয়ে সেই টাক ঢেকে রাখার প্রয়াস চালানো হয়েছে। লোকটির শরীরের চামড়া বেশ ফ্যাকাসে, হয়তো রোদ গায়েই লাগে না তার। সারাদিন এসির ভেতরে কাটাতে হয় বোধহয়। ফ্যাকাসে চামড়ার মধ্যে এক জোড়া উজ্জ্বল চোখ, বুদ্ধিদীপ্ত বোঝাই যায়। অবশ্য বুদ্ধি না থাকলে তো আর এতো ভালো জায়গায় আসতে পারতেন না তিনি।

ইরফান তার বন্ধুর কাছ থেকে যতটুকু জানতে পেরেছে তার মধ্যে একটা হল, এই লোকের অল্প দিনেই বেশ ভালো পরিমাণ টাকা পয়সা হয়েছে। তবে লোকটি অসৎ না, বেশ পরিশ্রম করেই ধনী হয়েছে, যদিও এর পেছনে ভাগ্য অবশ্যই সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

"আপনি ইরফান সাহেব?" ইরফানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো লোকটি। তার কথাতেই এক প্রকার কর্তৃত্বপূর্ণ স্বর আছে, সব সময় বোধহয় কর্মচারীদের সাথে এই মেজাজে কথা বলেন।

"জি," আর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন মনে করলো না ইরফান। যেহেতু ভদ্রলোক নিজেই তাকে ডেকেছে তাই যা বলার তিনিই বলবেন। চুপ করে রইলো সে।

"আমি তৌহিদ এলাহি। আপনার সাথে ফোনে কথা হয়েছিল আমার।"

মাথা নাড়লো ইরফান। ইরফানের বন্ধু কামরান অনুরোধ করায় লোকটির সাথে ফোনে কথা হয়েছিল তার। যদিও ফোনে তৌহিদ সাহেব বিস্তারিত কিছুই বলেননি।

"আপনাকে চা দেয়া হয়েছে?" বলল তৌহিদ।

"না, চা লাগবে না। আপনি বরং আপনার মেয়ের কী সমস্যা হয়েছে সেটাই বলুন।"

"সমস্যাটা আমার মেয়েকে নিয়ে," কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল তৌহিদ। "আমার একমাত্র মেয়ে আফসারা। ওর বয়স সাত বছর। স্কুলে ভর্তি করেছি গতবছর," বলে একটু থামল সে।

ইরফান অবশ্য এই কথাগুলো ফোনেই শুনেছে। তারপরেও লোকটি বলায় বিরক্ত বোধ করলো না সে। নিজের মতো করেই বলুক, ইরফান এসব ব্যাপারে কথা শোনার ক্ষেত্রে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করে। কথা বলতে চাইলে বলতে দেয়াই ভালো, যদিও অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা চলে আসে, কিন্তু এতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকে না।

BanglaBook.org

লোকটি আবার বলা শুরু করলো, "আমার মেয়েটা এমনিতে বেশ শান্ত শিষ্ট, স্কুলে কারও সাথে কখনও মারামারি করেনি বা ঝগড়াঝাঁটি লাগেনি। কথা বার্তাও কম বলে। শারীরিক কোন সমস্যাও নেই। আর মেয়ের বুদ্ধি আছে মাশাল্লাহ।"

ইরফান এবারো কিছু বলল না।

তৌহিদ বলতে লাগলো, "তবে কয়েকদিন ধরে এক ধরণের সমস্যা হচ্ছে তার। কিছুদিন ধরেই ভয়াবহ ধরণের দুঃস্বপ্ন দেখছে ও। প্রতি রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠছে।"

"দুঃস্বপ্ন!" বলল ইরফান।

"হ্যা, দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে জেগে উঠে। তারপর কান্না শুরু করে দেয়।"

"ঠিক কতদিন ধরে দেখছে?" জিজ্ঞেস করলো ইরফান।

"সঠিকভাবে বলতে পারবো না। তবে প্রায় দুই মাস হবে।"

"দুই মাস ধরে কী প্রতিরাতেই দুঃস্বপ্ন দেখছে?"

"না, প্রথমে তিন চারদিন পর পর দেখত। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে রোজ রাতেই দেখছে।"

"কী ধরণের স্বপ্ন দেখে তা কী বলতে পারে ও?"

"মাঝে মধ্যে বলতে পারে। তবে বেশীরভাগ সময় পারে না। শুধু প্রচণ্ড ভয় পেয়ে জেগে উঠে।"

"যেগুলো বলতে পারে সেগুলো কিরকম?"

"এই যেমন গতকাল রাতের কথাই বলি, সে একা জঙ্গলে দৌড়াচ্ছে, কী যেন তাকে তাড়া করেছে, ভয়ঙ্কর কোন এক প্রাণী হবে হয়তো। বেশীরভাগ এরকমই। সে কোথাও একা হয়ে যায়, সেখানে তাকে খুব ভয়ঙ্কর কিছু একটা তাড়া করে।"

"মেয়ে কী রাতে একা ঘুমায়?"

"হ্যা, প্রথমদিকে আমাদের সাথে নিয়ে ঘুমাতাম। কিন্তু আমাদের সাথে থাকলে মেয়ে অন্যরকম আচরণ করা শুরু করে।"

"কিরকম?" ইরফান অবাক হয়।

"সারা রাত ঘুমায় না, শুয়ে এপাশ ওপাশ করে, আর তার রুমে নিয়ে যেতে বলে। মেয়ের মা তার রুমে সাথে থাকতে চায়, কিন্তু মেয়ে কেন যেন রাজি হয় না।"

BanglaBook.org

ইরফান কী যেন চিন্তা করলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "ডাক্তার দেখিয়েছেন?"

"হ্যা, দেখানো হয়েছে। সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়েছি। ডাক্তার কিছুই বের করতে পারেনি, কিছু ঘুমের ওষুধ দিয়েছে শুধু। কিন্তু ফল হয়নি কিছুই।"

"ডাক্তার কিছু বলেছে? মানে কেন এমন হচ্ছে?"

"বলেছে, হয়তো স্কুলে পড়ার চাপ থেকে এমন হয়েছে। পড়া লেখার ব্যাপারে চাপ না দিতে বলেছে। আমরাও পড়া লেখা নিয়ে একদম চাপ দেইনা তাকে।"

"আমি কী আপনার মেয়েকে দেখতে পারি?"

"অবশ্যই, মেয়েকে দেখার জন্যই তো এসেছেন আপনি। তার আগে চায়ের কথা বলি, চা খেয়ে নিন, তারপর। আসলে মেয়ে মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে তো, একটু ফ্রেশ হোক।"

ইরফান মাথা নাড়ে।

তৌহিদ রুম থেকে উঠে যায়। চায়ের কথা বলতে গেছে বোধহয়। ইরফান আবার একা হয়ে যায়।

একাকীত্ব।

তার জীবনের একমাত্র সঙ্গি। কিন্তু এখন কেন যেন একাকীত্বকে সে অনুভব করতে ভালোবাসে। নিয়তিকে তো মেনে নিতেই হবে। তার মা, বাবা আর ভাইয়ের মৃত্যুর পেছনে হয়তো তার কর্মকান্ডই দায়ী। প্রত্যক্ষ না হলেও, তার কারণেই তো তাদের জীবন দিতে হয়েছে। কেউ না জানলেও সে ঠিকই বুঝতে পারে। কুমিল্লার সেই ঘটনাই যে এর পেছনে দায়ী সেটাও ধরতে পারে সে। কিন্তু তার কিছু করার নেই। নিজের মনে অশান্ত হয়ে যায় সে। আসলে শুভপুর থেকে আসার পর কেমন যেন বদলে গেছে সব, আরও বেশি একা মনে হয় নিজেকে। বড্ড একা।

তবে সবকিছুর সূত্রপাত তো সেই সুদূরে, আরবের সেই মরুর বুকে।

ইরফান আবার উঠে দাঁড়িয়ে জানালার সামনে দাঁড়ায়। এই মুহূর্তে তার মন শান্ত রাখাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। মেয়েটার ব্যাপারে তাই সে আগ্রহ বোধ করেছে, কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চায় সবসময়।

তৌহিদের ডাকে পেছন ফিরে সে। এক মহিলা ট্রেতে করে চা নিয়ে এসেছে। শুধু চা না, সাথে বিস্কুট, চানাচুর আর নুডুলসও আছে। মহিলা বড় এক ঘোমটা টেনে রেখেছে। ট্রে রেখেই চলে গেলো সে।

BanglaBook.org

ইরফানকে নাস্তা নেয়ার অনুরোধ করলো তৌহিদ।

ইরফানের অবশ্য ক্ষুধা নেই তেমন। কিন্তু তারপরেও একটা বিস্কুট তুলে নিয়ে কামড় দিল তাতে।

তৌহিদ শুধু চা নিয়েছে। চুপচাপ চায়ে চুমুক দিচ্ছে সে, আর ইরফানকে দেখছে। ইরফানের চেহারা দেখে মনে হয়ে এক ধরণের আলো ঝলমল করছে। ফর্সা চেহারা ও ঘন কালো দাড়িতে সৌম্যতা বিরাজ করছে সেখানে। লম্বা চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে গেছে। যে কোন মেয়েকে আকর্ষণ করার মতো সবকিছুই আছে তার চেহারায়।

লোকটির নড়াচড়াতেও এক ধরণের স্থিরতা আছে। কিন্তু এসব কাজ যারা করে তাদের তুলনায় সে একেবারেই আলাদা। কোন বিশেষ ধরণের বেশভূষা নেই। সাধারণ শার্ট আর প্যান্ট পরা, আর দশটা সাধারণ যুবকের মতোই। কিন্তু কামরানের কাছে সে শুনেছে, লোকটার নাকি কিছু ক্ষমতা আছে।

কামরান তার একজন কর্মচারী, তবে শুধু কর্মচারী বললে ভুল হবে, তার গার্মেন্টস ব্যবসার পুরোটা সেই দেখে। সে নিজে দেখে ইলেক্ট্রনিক্স আর আমদানি রপ্তানির ব্যাপারটা। কামরানের কাছ থেকেই ইরফানের কথা শুনতে পায় সে, প্রথমে অনাগ্রহী হলেও শেষ পর্যন্ত কী মনে করে রাজি হয়। ফোন নাম্বার নিয়ে ফোন করে ইরফানকে।

বিস্কুট চায়ে ডুবিয়ে দিয়েছে ইরফান। ভেজা বিস্কুটে কামড় দিচ্ছে। তৌহিদের বেশ ভালো লাগছে দেখতে। এক ধরণের ছেলেমানুষি ভাব আছে তার মধ্যে, দেখতে ভালোই লাগে।

বেশ ধীরে সুস্থে চা শেষ করে ইরফান। তৌহিদ এর মধ্যেই চা শেষ করে বসে আছে ইরফানের অপেক্ষায়। চা শেষ হতেই সে "আফসারা" বলে ডাক দিলো। কিছুক্ষণ পর এক মহিলা এবং এক বাচ্চা মেয়ে এসে ঢুকল রুমে।

ইরফান ভালো করে তাকালো বাচ্চার দিকে। এই তাহলে আফসারা, ভাবল সে। সিনেমায় যেরকম তুলতুলে আদুরে বাচ্চা দেখায়, যাদের দেখলেই গালটি টিপে আদর করে দিতে ইচ্ছে করে, মেয়েটা সেরকম। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা, চুলগুলো অনেক বড়, বেণী করা। কিন্তু মেয়েটার মুখ দেখে মায়া লাগলো ইরফানের। চোখের নিচে কালো দাগ পড়েছে, চেহারায় আতংকের ছাপ এই দিনের বেলায়ও দেখতে পেলো সে।

BanglaBook.org

মেয়েটার পাশে বসা মহিলা মাথায় ওড়না টেনে দিলো। ইরফান ধারণা করলো মহিলা বোধহয় মেয়েটার মা হবে।

তৌহিদ মেয়েটাকে দেখিয়ে বলল, "এ হচ্ছে আফসারা, আমার একমাত্র আদুরে মেয়ে।" পাশে বসে থাকা মহিলাকে দেখিয়ে বলল, "আর এ হচ্ছে আফসানা, মেয়ের মা।"

ইরফান তাদের দুজনকেই সালাম দিলো। সালামের জবাব দিলো আফসানা। তবে আফসারা কিছু বলল না, শুধু উৎসুক দৃষ্টিতে ইরফানকে দেখছে।

ইরফান আফসারার দিকে তাকিয়ে বেশ নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলো "তুমি ভালো আছ, আফসারা?"

আফসারা কিছুই বলল না, সে ফ্যালফ্যাল করে ইরফানের দিকে তাকিয়ে রইল।

ইরফান আবার জিজ্ঞেস করলো, "তুমি ভালো আছো, মামনি?"

এবারো কিছু বলল না আফসারা। মায়ের পাশে চুপ করে বসে আছে, মাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে সে। আর ডাগর চোখ দুটো দিয়ে ইরফানের দিকে তাকিয়ে আছে।

"কথা বল মা, উনি ডাক্তার। তোমার ভয়ের কথা উনাকে বল। উনি তোমাকে সুস্থ করে তুলবেন," মেয়ের ভয় ভাঙাতে বলল তৌহিদ এলাহি।

আফসারার মাও বলল, "কথা বল আম্মু, ভয়ের কিছু নেই। উনাকে সব বল।"

কিন্তু লাভ হল না, আফসারা কিছুই বলল না। সে শুধু চুপ করে বসে রইলো।

ইরফান বুঝতে পারলো এর সাথে কথা বলে লাভ হবে না, তার চাইতে মেয়ের রুমখানা একবার দেখে আসা যায়।

"আমি কী আফসারার রুমটি দেখতে পারি?" জানতে চাইল ইরফান।

"অবশ্যই," বলল তৌহিদ।

তৌহিদ উঠে দাঁড়িয়ে ইরফানকে অনুসরণ করতে ইশারা করলো।

তৌহিদ এলাহিকে অনুসরণ করলো সে। ড্রয়িং রুম থেকে বের হয়ে একটা ছোট করিডোর পার হয়ে শেষ মাথার রুমে প্রবেশ করলো তারা।

মা আর মেয়ে দুজনেই তাদের পেছন পেছন এলো। আফসারা তখনও মায়ের ওড়নার কোনা ধরে রেখেছে।

BanglaBook.org

একজন ধনি ব্যক্তির একমাত্র কন্যার ঘর যেমন হবার কথা তৌহিদ এলাহির মেয়ের ঘরটিও ঠিক সেরকম। পুরো ঘরের দেয়াল গোলাপি রঙে রাঙানো। দেয়ালে বেশ কিছু কার্টুনের পোস্টার সাঁটা। একপাশের দেয়ালে হাতে আঁকা ছবি, ছবিগুলো যে আফসারা এঁকেছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঘরের মাঝখানে মাঝারি আকৃতির বিছানা। পাশেই ছোট টেবিল, আর একটা শোকেস। শোকেস ভর্তি খেলনা আর পুতুল।

ইরফান রুমে ঢুকেই ভালো করে সব দেখে নিল একবার।

ইরফান পেছন ফিরতেই আফসারাকে দেখতে পেলো মায়ের পেছনে। সে তাকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি যাকে স্বপ্নে দেখ, সে কীরকম বলতে পারবে?"

মেয়েটা কিছুক্ষণ কিছুই বলল না। তবে কথা না বললেও সে এবার না সূচক মাথা নাড়লো।

ইরফান সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার মনে হয় ভয়ের কিছু নেই। তবে কয়েকটা কাজ করেন, ঘর থেকে সব পোস্টার আর ছবি সরিয়ে ফেলুন। আর যত মানুষ আর প্রাণীর আকৃতির খেলনা আছে বিশেষ করে সব পুতুল সরিয়ে ফেলুন। দেয়ালে আকিঝুকি মুছে ফেলুন। আশা করি আর কোন সমস্যা হবে না।"

"এটুকুই?" বলল তৌহিদ।

"হ্যা, এই বয়সে বাচ্চারা দুঃস্বপ্ন দেখে তার কারণ হচ্ছে বিভিন্ন ছবি আর খেলনাগুলো। এই প্রাণী আর মানুষ আকৃতির খেলনা বিশেষ করে পুতুলগুলোতে শয়তান জিন থাকতে পারে, তারাই রাতে ভয় দেখিয়ে থাকে বাচ্চাদের। এগুলো সরিয়ে দিলে ঘরে ফেরেশতা আসবে, তাহলে আর ভয় পাবে বলে মনে হয় না। আর রাতে তাকে একা ঘুমাতে দিবেন না।"

"কিন্তু মেয়ে তো কাউকে সাথে ঘুমাতে দেয় না।"

"এই অভ্যাস কী তার অনেক দিনের?"

"একা ঘুমায় অনেক দিন ধরেই। কিন্তু আগে আমি সাথে থাকলে না করত না, বরং খুশি হতো।" এই প্রথম ইরফানের সাথে কথা বলল আফসানা, মেয়ের মা। "অসুস্থ থাকলে আমি সাথেই ঘুমাতাম। কিন্তু এখন একদমই আমাকে সাথে থাকতে দেয় না।"

এই কথা শুনে ইরফানকে একটু চিন্তিত মনে হল। কিন্তু সেই চিন্তার

BanglaBook.org

ভাব কাউকে বুঝতে দিল না সে। তারা নিশ্চয় এমনিতেই অনেক চিন্তায় আছেন মেয়েকে নিয়ে, তাদের বাড়তি চিন্তার মধ্যে ফেলে দেবার মানে হয় না। তাছাড়া সে যা চিন্তা করছে সেটা তো নাও হতে পারে।

তবে মেয়েটা কথা বললে বেশ ভালো হতো। অনেক কিছু বুঝতে পারা যেতো।

আরেকবার আফসারার দিকে তাকালো ইরফান। মেয়েটাকে দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। কেমন কৌতুহলি চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

মেয়ে কাউকে রাতে সাথে ঘুমাতে দেয় না, এটাই একমাত্র চিন্তার কারণ, এছাড়া আপাতত আর কোন চিন্তার কারণ নেই। এখনকার বাচ্চা ছেলে মেয়েদের মাথাতেও অদ্ভূত সব চিন্তা ঘুরপাক খায়। কে জানে এটাও হয়তো এমন কোন চিন্তা। হয়তো স্কুলের কোন বন্ধু বলেছে রাতে মা-বাবার সাথে না ঘুমাতে। তাদের ভাবনা চিন্তা ধরা বেশ মুশকিল। আবার এমনও হতে পারে যে, সে আসলেই সমস্যায় পড়েছে। হয়তো দুঃস্বপ্ন দেখার পেছনে কোন কারণ আছে। তবে যাই থাকুক, আপাতত পর্যবেক্ষণ ছাড়া কিছুই করার নেই ইরফানের।

"আপাতত যা বলেছি করুন, যদি আজ রাতেও দুঃস্বপ্ন দেখে তাহলে কাল দেখা যাবে, আমি আবার আসবো কাল," বলল ইরফান।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

"হ্যালো, ইরফান সাহেব?" ফোনের ওপাশ থেকে ভয়ার্ত কণ্ঠ শুনতে পেল ইরফান। "আমি তৌহিদ, তৌহিদ এলাহি। চিনতে পেরেছেন?"

চিনতে পেরেছে ইরফান। গতকাল তার মেয়ের ব্যাপারে তার বাসায় গিয়েছিল সে। সে জবাবে বলল, "হ্যা চিনতে পেরেছি। কী ব্যাপার তৌহিদ সাহেব, কী হয়েছে?"

"আপনি কি একটু আমার বাসায় আসতে পারবেন? এখনি," তৌহিদ এলাহির কণ্ঠে আতংক টের পেল ইরফান।

"কী হয়েছে? ফোনে বলতে পারবেন আমাকে?"

"আপনি আসলেই ভালো হয়, আপনাকে একটা জিনিস দেখাতাম।"

ইরফান রাজি হয়ে ফোন রেখে দিল। ভদ্রলোক নিশ্চয় বেশ বিপদে পড়েছেন, তা না হলে এতো সকালে এভাবে যেতে বলতেন না। ইরফান দেয়ালে টানানো ঘড়ি দেখে নিল একবার, সাড়ে আটটা বাজে।

গতকাল বাড়িতে এসে আফসারার ব্যাপারে সে অনেক চিন্তা করেছে। তার মন বলছে পেছনে গুরুতর কিছু থাকতে পারে। তবে আবার নাও হতে পারে। হয়তো মেয়েটার আসলেই কোন মানসিক সমস্যা হচ্ছে যা সাইকিয়াট্রিস্ট ধরতে পারেনি। কিংবা হয়তো শুধুই কোন দুষ্ট জিনের শয়তানি। কিংবা হয়তো আরও গুরুতর কোন কিছু। কিন্তু কী সেটা?

চিন্তা করে তেমন কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি সে। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ে ছাদে একটু হাঁটাহাঁটি করেছে। অনেকটা সময় ছাদে ছিল সে।

BanglaBook.org

দোতলা এই বাড়িটি এখন এক প্রকার জনশূন্য।

সে ছাড়া আর কেউ থাকে না এখানে। তার মা, বাবা, ভাই, কেউ নেই, তাকে একা করে চলে গেছে সবাই। প্রায়ই তার ভাবনায় আসে, সারা জীবন কী তাকে এভাবে একাই কাটাতে হবে?

মাঝে মধ্যে ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। স্বপ্নে প্রায় হানা দেয়

আরব, কুমিল্লা আর শুভপুরের বিভিন্ন দৃশ্য। জিন ইফ্রিতের কথা মনে পড়ে মাঝে মধ্যে। হতাশা নেমে আসতে চায় চারদিক থেকে, গলা চেপে ধরতে চায়।

বিয়ের কথাও মাথায় এসেছিল তার, অনেক বন্ধু আর আত্মীয় স্বজনেরা তাকে বিয়ের ব্যাপারে বেশ চাপাচাপি শুরু করেছে। আর ইদানীং যে অবস্থা দেখা দিয়েছে তাতে নিজেরও বিয়ে করার ইচ্ছে জেগেছে।

কিন্তু তার আরও সময় দরকার। সময়!

ছাদে হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবে, তার জীবনের সব অদ্ভুত ঘটনাগুলোর কী মিল আছে কোথাও? সবকিছু কাকতাল হতে পারে না। নিশ্চয় এসবের কোন না কোন যোগসূত্র আছে।

তার শিক্ষক আল হাসনাইনের কথা খুব মনে পড়ছে। তার কাছ থেকেই শিক্ষা পেয়েছে সে, হাতে কলমে শিক্ষা। একজন রুকিয়া কী করে কাজ করে তা সবকিছু সে শিক্ষা লাভ করেছে তার কাছ থেকে। কয়েকটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজও করেছিল তারা দুজনে মিলে। হাসনাইন তাকে বলেছিলেন, হতাশা আসবে জীবনে, কিন্তু হতাশ হওয়া চলবে না। সেই সাথে তার মনে পড়ল কোরআনের সেই কথা, *তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হতে নিরাশ হয়ো না।*

ছাদ থেকে নিচে নেমে এসে চুপচাপ শুয়ে ছিল কিছুক্ষণ সে। অবসাদ এসে ভর করেছে তাকে। ঘুম ঘুম ভাব লেগে থাকে চোখে, কিন্তু ঘুম আসে না। এরকম মানসিক অবস্থায় আর কতদিন চলবে ভেবে পায় না সে। এরপরেই আসে তৌহিদ সাহেবের ফোন।

জামা পাল্টে নিল ইরফান। কী কারণে ফোন করেছে তৌহিদ, সেটা নিয়ে কিছু ভাবনা ঘুরে গেলো মাথার ভেতরে। জাদু বা অতিপ্রাকৃত কোন কিছু আছে কিনা সেটা নিয়েও ভাবছে সে। তবে বাসায় না যাওয়া পর্যন্ত কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

জামা পাল্টে আয়নার সামনে দাঁড়ালো। বড় চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে, চোখ দুটো লাল। একটু পানি ছিটিয়ে চুলগুলো আঙুল দিয়ে ঠিক করে নিল। চুলগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে, সেলুনে যাওয়া হয় না অনেকদিন। এবার যেতে হবে সময় করে।

তার পারফিউমের কালেকশন থেকে গুচি গিলটি ব্ল্যাকের বোতল হাতে নেয়। স্প্রে করে দেয় তার শার্টের উপর। মনোরম সুবাসে মৌ মৌ করে উঠে পুরো রুম।

BanglaBook.org

গতকালের মতোই আজও সেই ড্রয়িং রুমে বসে অপেক্ষা করছে ইরফান। এক কাজের মেয়ে তাকে চা আর নাস্তা দিয়ে গেছে। ইরফান নাস্তা না খেয়ে শুধু চা খেয়েছে।

যখন আফসারার মা বলেছিল মেয়ে রাতে তার সাথে ঘুমাতে দেয় না, সে তখনই খারাপ কিছু একটা সন্দেহ করেছিল। ইরফান অনেক কিছুই ভাবছে বসে বসে, এমনকি বাসা থেকে বের হয়ে এখানে আসা পর্যন্ত অনেক কিছুই ভেবেছে সে। তার ভাবনায় ছেদ পড়ল তৌহিদ এলাহির আগমনে।

ইরফান তাকে দেখেই সালাম দিল। সালামের জবাব দিয়ে তৌহিদ বলল, "দুঃখিত আপনাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল।"

ইরফান মুখে মুচকি হাসি ফুটিয়ে বলল, "না, সমস্যা নেই। আপনি একটু আরাম করে বসে সব কিছু আমাকে বলুন। আপনাকে দেখে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে।"

তৌহিদ এলাহি সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বসলো। "আর বলবেন না ভাই, বাসায় কী যে হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আস্তে ধীরে বলুন। আমি শুনছি।"

"গতকাল আপনি চলে যাবার পর যেমনটা বলেছিলেন সেই মতো ঘর থেকে সব পোস্টার, খেলনা আর পুতুল সরিয়ে ফেলে দেই," বলল তৌহিদ।

ইরফান বেশ বুঝতে পারছে তৌহিদ সাহেব খুব ভয় পেয়েছে। কিন্তু কী কারণে ভয় পেয়েছে? নিজে কিছু না বলে তৌহিদের কথা শুনতে লাগলো সে।

"পুতুলগুলো সব একটা ট্রাংকে তালা মেরে আমাদের ঘরের বিছানার নিচে রেখে দিয়েছিলাম। আর খেলনাগুলো কিছু এই ড্রয়িংরুমে আর কিছু বস্তায় ভরে রেখে দিয়েছিলাম," এটুকু বলে থামল তৌহিদ।

ইরফান কিছুই বলল না, মনোযোগ দিয়ে শুনছে সব।

তৌহিদ আবার শুরু করলো, "রাতে আফসারার সাথে ওর মা ঘুমাতে চাইলে সে একেবারেই রাজি হয়নি। আমি আর আমার স্ত্রি আবার মেয়ের কথার বাইরে যেতে পারি না, অনেক মানত করে পাওয়া মেয়ে তো, তাই আর কী।"

"মানত করে পাওয়া মানে?" ইরফান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

BanglaBook.org

"সে অনেক কথা, পরে এক সময় বলবো। আমরা দুজনে কেউ মেয়ের কথার বাইরে যাই না কখনও।"

"আচ্ছা, তারপর বলুন।"

"যাই হোক, রাতে আবার মেয়ের চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায়। আমরা দুজনে ছুটে গিয়ে দেখি মেয়ে ভয়ে কাঁপছে। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আফসানা। আমি বাতি জ্বালিয়ে মেয়ের পাশে বসে আছি, ঠিক তখনি জিনিসটা আমার চোখে পড়ে," বলল তৌহিদ সাহেব।

"কী জিনিস?" জিজ্ঞেস করলো ইরফান, এবং একটু অবাকও হল সে।

"জিনিসটা বরং আপনি নিজের চোখে দেখলেই ভালো হয়," বলল তৌহিদ।

"আচ্ছা, চলুন।"

দুজনেই উঠে দাঁড়ালো। তৌহিদ এলাহির চোখে মুখে এক ধরণের আতঙ্ক বিরাজ করছে, যদিও খালি চোখে সেটা বোঝা যাবে না, কিন্তু ইরফানের অভিজ্ঞ চোখ ঠিকই বুঝতে পেরেছে, আসলেই গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে এই বাড়িতে।

আফসারার রুমে প্রবেশ করলো ইরফান। পুরো ঘর একরকম খালি, এর মধ্যে তৌহিদ জানালো, আফসারা স্কুলে গেছে।

পুরো ঘর খালি। তবে খালি ঘর বিধায় সহজেই ইরফানের চোখ চলে গেলো সেই জিনিসটার দিকে। জিনিসটার দিকে একবার তাকিয়ে তৌহিদ সাহেবের দিকে আরেকবার তাকালো সে। তৌহিদ মাথা নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিল, এই সেই জিনিসটা।

ইরফান শোকেসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। পুরো খালি শোকেসে একটা পুতুল বসে আছে শুধু। বেশ কুৎসিত আকৃতির সেই পুতুল দাঁত বের করে হাসছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

পুতুলটা আর দশটা পুতুলের চাইতে আলাদা। এটার গায়ের রঙ কালো, পরনে লাল রঙের জামা। পুতুলটা হাসছে, আর এই হাসিটিই ভালো করে দেখতে লাগলো ইরফান। হাসিতে একটা রহস্য আছে কিন্তু সেটা সে ধরতে পারছে না। হাসিটা কৃত্রিম না, মনে হচ্ছে একেবারে বাস্তব। তবে এই হাসিটা এই জগতের না, পরাবাস্তব কোন জগতের, যে জগতের সাথে এই পৃথিবীর একেবারেই কোন যোগ নেই।

ইরফান তৌহিদ এলাহির দিকে তাকিয়ে বলল, "তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন অন্য পুতুলের সাথে এটাকেও ট্রাংকে ভরে তালা মেরে আপনাদের খাটের নিচে রেখে দিয়েছিলেন?"

তৌহিদ মাথা নেড়ে বলল, "হ্যা।"

"কাল রাতে বাতি জ্বালানোর পর দেখতে পেলেন পুতুলটা এখানে?"

"হ্যা।"

ইরফান চিন্তিত হয়ে উঠলো। পুতুলটা ভালো করে পরীক্ষা করতে হবে। আরবে থাকাকালীন এমন অনেক সমস্যার সমাধান নিজের চোখে দেখেছে, আল হাসনাইনের সাথে নিজেও এমন অনেক পুতুল জাতীয় জাদুর ব্যাপারে কাজ করেছিল সে।

"এক জোড়া গ্লাভসের ব্যবস্থা করুন," বলল ইরফান।

"কিরকম গ্লাভস?"

"যে কোন ধরণের হলেই হবে। তবে ভালো হয় কাউকে কাছের কোন ফার্মেসিতে পাঠান, সেখান সার্জিক্যাল গ্লাভস পাওয়া যাবে।"

"আচ্ছা, আমি দেখছি," বলে মোবাইল বের করলো তৌহিদ।

ওপাশে কেউ ফোনটি রিসিভ করতেই সে বলল, "হ্যালো, রশিদ! এক কাজ করো, ফার্মেসি থেকে এক জোড়া সার্জিক্যাল গ্লাভস নিয়ে এসো। জলদি করো।"

ফোনে কথা শেষ করেই ইরফানের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার ড্রাইভারকে বললাম। সে নিয়ে আসছে।"

BanglaBook.org

ইরফান আফসারার বিছানায় বসলো। তৌহিদ এসে বসলো তার পাশে। ইরফান গভীর মনোযোগে তাকিয়ে আছে পুতুলটার দিকে।

তৌহিদ তাকে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, গ্লাভস লাগবে কেন?"

গ্লাভস, আহ! অল্পের জন্য এই গ্লাভস না পড়ার কারণে কতো বড় ঝামেলা বাঁধিয়ে ফেলেছিল সে।

এক সন্ধ্যায় আল হাসনাইন তাকে ফোন করে বলেন জরুরি কাজ আছে, তার বাসায় চলে আসতে বলেন তিনি। ইরফান এই হঠাৎ ফোন কল পেয়ে মোটেই অবাক হয় না। হাসনাইনের কাছ থেকে এরকম ফোন কল প্রায়ই পেয়ে থাকে সে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটা রোগির চিকিৎসায় সে অংশ নিয়েছিলো, সেই সাথে পড়াশোনা করতে হতো প্রচুর।

কোন রকমে প্রস্তুত হয়ে সে হাসনাইনের বাসায় চলে যায়। হাসনাইন প্রস্তুত হয়েই বসে ছিলেন। ইরফান আসতেই ইরফানের গাড়িতে উঠে পড়েন তিনি। তারপর শুরু হয় গাড়ি চলা।

আরবের মরুর মাঝ দিয়ে চলে যায় গাড়ি। গাড়ির ভেতরে তেমন কোন কথা হয় না তাদের দুজনের মধ্যে। হাসনাইন এমনিতেই কম কথা বলেন, আর বদমেজাজি হওয়ায় ইরফানও তাকে তেমন কোন কিছু জিজ্ঞেস করে না। দরকার হলে তিনি নিজেই কথা বলবেন।

কিছুক্ষণ পর আল হাসনাইন নিজেই শুরু করেন। "আমরা আজ যে জায়গায় যাচ্ছি সেখানে দুজন রোগি আছে। স্বামি ও স্ত্রি। দুজনেই বেশ অসুস্থ," এটুকু বলে থামেন হাসনাইন।

কিছু বলে না ইরফান। সে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। দৃষ্টি সামনের রাস্তায়। রাস্তা পাহাড়ি এলাকায় উঠে এসেছে। তাই খুব শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে সতর্কতার সাথে গাড়ি চালাতে হচ্ছে।

আল হাসনাইন বলা শুরু করেছেন, "অনেক দিন ধরেই অসুস্থ তারা। ডাক্তারি চিকিৎসা করিয়েছেন, কিন্তু সুস্থতার কোন লক্ষণ নেই। এরপর এক রাকি তাদের চিকিৎসা করেন।"

ইরফান এবারও কিছু বলে না। রাকি সম্পর্কে সে ভালোমতোই জানে। বাংলাদেশে মানুষ যাদের ওঝা বলেই চেনে তাদের আরবে রাকি বলা হয়। তবে রাকি হতে হলে বেশ শিক্ষা লাভ করতে হয়। হাতে কলমে শিক্ষা, পড়াশোনা সেই সাথে নিয়মিত ধর্মীয় বিধি বিধান মেনে চলতে হয়।

সেই ক্ষেত্রে ইরফান কিংবা আল হাসনাইন, তারাও রাকি, তাদের এই সার্ভিসকে আরবিতে রুকিয়া বলা হয়।

BanglaBook.org

আল হাসনাইন বলে চলেছেন, "সেই রাকি বেশ পরিশ্রম করে কয়েকটা জাদুর আলামত বের করে। কঠিন জাদু করা হয়েছে তাদের। সেই জাদুর জিনিসপত্র তোলা হবে। তাই আমাকে বলা হয়েছে সেগুলো দেখতে। রাকি আবার আমার খুব পরিচিত।"

ইরফান কিছুই বলে না। সে যেন আরেক হাসনাইন। প্রয়োজন ছাড়া একটা কথাও মুখ থেকে বের হয় না।

পাহাড়ের একেবারে অপর প্রান্তে রোগির বাড়ি। রোগি দুজনের নাম রশিদ ও আলমিরা। আর রাকির নাম আব্দুল সামি। আল হাসনাইনের মুখ থেকেই তাদের নাম জেনে নিয়েছে ইরফান।

বাড়িটি বিশালাকৃতির। সামনে সবুজ বাগান। সবুজ বাগান এখন আরবের বেশ সাধারণ চিত্র। কয়েক বছর আগে এটা ধারণাও করা যেতো না। বাড়িটি একতলা হলেও বিশাল জায়গা নিয়ে তৈরি। যদিও আকাশে নক্ষত্রের আলো আছে, কিন্তু বৈদ্যুতিক বাতিতে ঝলমল করছে পুরো আঙিনা।

গাড়ি থেকে নামতেই কয়েকজন লোক ছুটে এলো। একজন হাসনাইনের সাথে গাল মেলাল। ইরফানকে দেখিয়ে দিলেন হাসনাইন, লোকটি ইরফানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। বেশ মোটাসোটা লোক, ইরফানের হাতে বেশ জোরে চাপ দিলো, ব্যথা পেলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখল সে।

ভেতরে প্রবেশ করলো তারা। হাসনাইন এবং আব্দুল সামির মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে। ইরফান পেছন থেকে সেই কথোপকথন শুনতে পাচ্ছে।

"প্রতিশোধের জন্য জাদু করা হয়েছে," আব্দুল সামি বলল। "তাবিজ, দুম্বার মাথা, রোগির নিফাসের কাপড় আর কনডম দিয়ে জাদু করা হয়েছে।"

হাসনাইনকে মোটেও অবাক দেখা গেলো না। এর চাইতে অনেক ভয়ঙ্কর জাদুর সমাধান তিনি করেছেন। তবে ইরফান বেশ অবাক হল। এই সকল জিনিস তখনও তার কাছে মোটামুটি নতুন।

"কারা করেছে কিছু জানতে পেরেছো?" জিজ্ঞেস করলেন হাসনাইন।

"রোগির সাথে কথা বলেছি, তারা কয়েকজনের নাম বলেছে। তাদের মধ্যে একজনকে সন্দেহ করছি আমি।"

"আচ্ছা, জাদুর জিনিসগুলো দেখাও।"

BanglaBook.org

আবুদল সামি তাদেরকে নিয়ে গেলো একটা রুমের ভেতরে। রুমটি বিশাল। পুরো রুমের মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকা। কার্পেটের উপরে একটা সাদা কাপড়ের উপর জিনিসগুলো দেখতে পেলো ইরফান। একটা দুম্বার কাটা মাথা, পঁচা গন্ধ বের হচ্ছে সেখান থেকে। পাশে একটা তাবিজ, রক্ত মাখা কাপড় আর একটা পরিত্যক্ত কনডম।

বমি আসার জোগাড় হল সেগুলো দেখে। আঙুল দিয়ে নাক চেপে ধরলো সে।

আল হাসনাইন জিজ্ঞেস করলেন, "রোগিরা কোথায়?"

বাড়ির এক লোক জবাবে বলল, "তারা ভেতরে আছেন।"

আব্দুল সামি জিনিসগুলোর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, আল হাসনাইন একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন, ইরফানও দাঁড়িয়ে রইলো।

প্রথমে তাবিজ থেকে খুব সাবধানে দুটো কাগজ বের করে আনল রাকি। তারপর কাগজের ভাঁজ খুলে সেগুলো বাড়িয়ে দিলো হাসনাইনের দিকে। হাসনাইন এর মধ্যেই গ্লাভস পরে নিয়েছেন। কাগজ দুটো খুব সাবধানে ধরে পড়তে শুরু করলেন তিনি।

প্রতিশোধের জাদু করা হয়েছে। তাবিজে শিরক আর কুফরি কথাবার্তা লেখা, সেই সাথে শয়তানের সাথে চুক্তির কথা লেখা আছে। আয়াতুল কুরসিকে বিকৃত করা হয়েছে সেই তাবিজে। আর সেই সাথে হযরত আলির কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে। ইরফানকে সব দেখালেন হাসনাইন। এই জাদু যে একজন শিয়া মতাবলম্বি কেউ করেছে সেটাও বুঝালেন তিনি।

ইরফান দেখতে পেলো কী সব আকিঝুকি দিয়ে নকশা করা হয়েছে। "এগুলো কি?" জিজ্ঞেস করলো সে।

হাসনাইন সেগুলো ভালো করে দেখে বললেন, "জিনকে আহ্বান করা হয়েছে আর এসব নকশার মাধ্যমে।"

অপর কাগজটি খুললেন তিনি। সেখানে বিশাল এক বৃত্ত আঁকা, বৃত্তের মধ্যে আরবিতে বিভিন্ন অক্ষর লেখা। বৃত্তের চারপাশে আরও ছোট ছোট অনেকগুলো বৃত্ত, সবগুলোর ভেতরে আবার ছোট ছোট আরবি অক্ষর।

আল হাসনাইন কাগজটা দেখালেন ইরফানকে। "এই কাগজটি হচ্ছে জিনের সাথে চুক্তিনামা। জিনকে কী করতে হবে সেটাই এখানে বলা হয়েছে। রোগিদের নাম লেখা আছে, এই যে একেবারে মাঝখানে," আঙুল দিয়ে দেখালেন তিনি।

BanglaBook.org

ইরফান ভালো করে দেখল সব। কাগজে যা লেখা আছে সেটা তো বুঝা গেলো। কিন্তু তার সাথে কনডম, রক্তাক্ত কাপড় আর দুম্বার মাথার সম্পর্ক কী? হাসনাইনকে জিজ্ঞেস করলো সে।

হাসনাইন বললেন, "দুম্বাটি শয়তানকে উৎসর্গ করে কুরবানি করা হয়েছে। আর রক্তাক্ত কাপড় হচ্ছে মহিলা রোগির নেফাসের কাপড়, মানে মাসিকের রক্ত লেগে আছে সেখানে। আর কনডমে আছে পুরুষ রোগির বীর্য। এই দুটো দিয়ে মানুষ দুজনের উপর সরাসরি জাদু করা হয়েছে। এই জাদুগুলো সরাসরি কাজ করে। আর জিনেরা এসব নাপাকি খুব পছন্দ করে।"

"এই খারাপ কাজ কেন করা হয়েছে?"

"বুঝতেই পারছ, রোগির বিশাল সম্পত্তি। তার মানে নিশ্চয় তার কোন শত্রু আছে। আর শত্রুতা থেকেই এমন করা হয়েছে। কে করেছে তার নামটাও কিন্তু চুক্তিনামাতে আছে," আঙুল দিয়ে কাগজে একটা নাম দেখালেন হাসনাইন।

ইরফান পড়ে নিলো নামটা। "এখন তাহলে কী করা হবে?"

"এই নাম আর জাদুর কাগজপত্র পুলিশের কাছে জমা দিবে রাকি। পুলিশ এই লোককে খুঁজে বের করবে, আদালতে মামলা হবে, এবং কাজি রায় দিলে তার শাস্তি হবে। যে ব্যক্তি জাদু করেছে তার নামটাও খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হবে।"

"এই জাদুর জন্য মামলা হবে?" ইরফান অবাক হল। অথচ বাংলাদেশে মামলা দূরে থাক এইসব ব্যাপার কেউ বিশ্বাসই করবে না।

"কেন হবে না? এটা অনেক বড় ধরণের অপরাধ। যারা জাদুকর তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে," বললেন হাসনাইন।

রাকি এসে পুরো ব্যাপারটি জানতে চাইল। কী হয়েছে, কীসের জাদু করা হয়েছে সব বুঝিয়ে দিলেন আল হাসনাইন। জাদু পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়ার আগে পুলিশকে ডাকতে বললেন। তবে তার প্রয়োজন ছিল না। পুলিশকে এর মধ্যেই খবর দেয়া হয়ে গেছে। তারা চলে আসবে যে কোন মুহূর্তে। পুলিশ আলামতগুলোর ছবি তুলে নেবে। তারপর ধ্বংস করে ফেলা হবে জাদুর জিনিসগুলো।

রোগিদের দেখতে ভেতরে গেলেন আল হাসনাইন। ইরফানের কেন যেন ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছে না। রোগিদের করুণ চেহারা দেখতে তার মোটেও ভালো লাগে না। সে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালো।

BanglaBook.org

আকাশের দিকে তাকালো সে। আকাশে নক্ষত্রের আলো জ্বলজ্বল করছে। পুরো আকাশ পরিষ্কার, মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই সেখানে। তার শীত শীত লাগছে। কেন যেন মনে হচ্ছে খুব খারাপ কিছু আছে এই বাড়িতে। জাদুর সবকিছু বের করে নষ্ট করে ফেলা হলেও কিছু একটা হয়তো এখনও রয়ে গেছে। কিংবা কে জানে জাদু হয়তো এখনও কাজ করছে। তার মন বলছে, খুব খারাপ কিছুর দৃষ্টি আছে এই বাড়ির উপর, খুব খারাপ কিছুর।

সে আঙিনায় কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি শুরু করলো। তার মনে হচ্ছে, তার উপরেও সেই দৃষ্টি ঘোরাফেরা করছে। কিছুটা ভয় লাগছে তার, বাড়ির ভেতরে যাবে নাকি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে?

হাঁটার সিদ্ধান্ত নিলো সে, ভেতরে ঐসব জিনিস দেখার ইচ্ছে করছে না মোটেও। হাঁটতে হাঁটতে একটা কাঁটা জাতীয় গাছের কাছে এসে দাঁড়ালো। সেই গাছ ঝোপের মতো হয়ে আছে। মূল বাড়ির একেবারে শেষ মাথায়, একটা পরিত্যক্ত টয়লেটের কাছে সেটা।

এখানে শীত অনেক বেশি লাগছে তার। আর ভয় চেপে আসছে চারদিক থেকে। এর আগে কখনও তার তো এমন ভয় লাগেনি, কিন্তু এখন এমন লাগছে কেন? হাসনাইন বা অন্য কাউকে ডাকবে নাকি ভাবতে লাগলো সে। এমন সময় তার দৃষ্টি চলে গেলো সেই জিনিসটির উপর।

কাঁটা গাছটির একেবারে গোড়ায় সাদা কী যেন পুঁতে রাখা হয়েছে। কিছুটা কৌতূহলের বসে হাত দিয়েই মাটি খুঁড়তে শুরু করলো সে। বালি মাটি হওয়ায় মাটি খুঁড়তে তেমন বেগ পেতে হল না তার। মাটি খুঁড়ে বের করে আনল সেই জিনিসটি। সাদা কাপড়ের একটা পুতুল।

হাতে নিয়ে খুব ভালো করে দেখতে লাগলো সেটা।

সাদা পুতুল, মাথায় এক গোছা চুল, ছেলে আর মেয়ে উভয়ের চুল আছে সেখানে। পুতুলের মুখে প্রতিশোধের হাসি। খুব বিকৃত সেই হাসি দেখে পিলে চমকে উঠে।

পুতুলটা দুই পাশে দুই রকম। একপাশ ছেলের আকৃতির, আর অন্যপাশ মেয়ের।

পুরো পুতুলের গায়ে অনেক পিন ঢুকানো। আরবিতে বড় করে লেখা আছে *প্রতিশোধ*। আরও বেশ কিছু গালি গালাজ করা হয়েছে পুরো পুতুলের গায়ে।

BanglaBook.org

এই প্রথম অসুস্থতা অনুভব করতে লাগলো ইরফান। হাই উঠতে শুরু করেছে তার। সেই সাথে খুব ভয় লাগছে, মনে হচ্ছে চারপাশ থেকে কালো অন্ধকার চেপে আসছে।

পেছনে কী যেন শব্দ হল, স্পষ্ট শুনেছে সে। কিন্তু পেছনে কাউকে দেখতে পেলো না। কেমন যেন ডানা ঝাপটানোর শব্দ হতে লাগলো। পুতুলটা হাতে নিয়ে আছে সে। হঠাৎ নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসতে শুরু করেছে, সেই সাথে চোখ দুটো জ্বালা করে উঠছে তার।

আশেপাশে তাকালো। বাড়ি ঘর একেবারে উধাও হয়ে গেছে। সে যেন নতুন কোন জগতে চলে এসেছে।

সময় পরিভ্রমণ? নাকি কোন পোর্টালের মাধ্যমে অন্য কোন জগতে ঢুকে গেছে? তবে যেখানেই আসুক, এখানে বেশ ঠাণ্ডা। যতদূর চোখ যায় শুধু অন্ধকার। কোন ধরণের বাড়ি বা মানুষ বা অন্য কোন প্রাণী চোখে পড়ছে না তার। এমন সময় জিনিসটিকে দেখতে পেলো সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

বিশাল আকৃতির এক সাপ ধেয়ে আসছে ইরফানের দিকে। সাপের চোখে মুখে প্রতিশোধের স্পৃহা। আগুন জ্বলজ্বল করছে চোখে, নাক দিয়ে বের হচ্ছে গরম নিঃশ্বাস। অনেক দূর থেকে ধেয়ে আসছে সাপটা। এতো দূর থেকেও নিঃশ্বাসের উত্তাপ টের পেলো সে।

দৌড়াতে শুরু করেছে ইরফান। সাপের হাত থেকে বাঁচতে হবে। এমন সময় কালো কি একটা যেন উড়ে গেলো তার একেবারে মাথার কাছ দিয়ে। বাদুর হবে নাকি? হলেও ভালো, দুনিয়ার একটা প্রাণীর দেখা তো পাওয়া যাবে।

সাপটাও তো দুনিয়ার, তার মন কথা বলছে। কিন্তু তার মস্তিষ্ক বলছে, এই সাপ দুনিয়ার কোন সাপ না। এই সাপ অন্য ভুবনের কোন সৃষ্টি। আচ্ছা বাদুরটাও তো অন্য ভুবনের কিছু হতে পারে।

ভালো করে দেখতে গেলো সে কালো উড়ন্ত জিনিসটাকে। কিন্তু দেখতে গিয়ে হোঁচট খেল এক পাথরের সাথে। গড়িয়ে পড়তে শুরু করলো সে। যেন উঁচু কোন পাহাড় থেকে গড়াচ্ছে, নীচে পড়ছে তো পড়ছেই।

শরীরের অনেক জায়গা ছিলে গেছে তার। ব্যথা হচ্ছে প্রচণ্ড, যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো, কিন্তু তার চিৎকার কেউ শুনেছে বলে মনে হয় না। *হাসনাইন*, বলে চিৎকার করে উঠলো সে। কিন্তু তার চিৎকার প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো তার কাছে।

একটা বড় আকারের পাথরে আটকাল সে। পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে। কুঁকড়ে গেলো ব্যথায়। ভয় চলে গিয়ে শরীরের যন্ত্রণাই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

কিছু সময় পর সে উঠে বসলো। যন্ত্রণা কমে গেছে, কিন্তু সেই সাপের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলো। এগিয়ে আসছে তার দিকে সেটা। কী করবে এখন সে? এখান থেকে বের হবে কিভাবে? তার চেয়ে বড় কথা, সে এখানে এলোই বা কী করে।

পুতুলটার কথা মনে পড়ল তার।

BanglaBook.org

খেয়াল করে তাকালো হাতের দিকে, কিন্তু পুতুলটা হাতে নেই। হয়তো গড়িয়ে পড়ার সময় হাত থেকে পড়ে গেছে।

পাথরের আড়ালে লুকানো যেতে পারে। এটাই একমাত্র লুকানোর জায়গা মনে হচ্ছে। পাথরটির পেছনে কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে গেলো সে।

উড়ন্ত বস্তুটি কাছেই কোথাও আছে, সেটার পাখা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পেলো। আবার ভয় চেপে আসছে মনের গভীরে। ভালো করে চোখ বড় করে তাকানোর চেষ্টা করলো কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না, সাধারণ অন্ধকারেও কিছু কিছু অবয়ব দেখা যায়। কিন্তু এখানে এমনই অন্ধকার যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কবরের ভেতরের অন্ধকার নেমে এসেছে।

আচ্ছা, সে কী কবরে চলে এসেছে নাকি। সে কী মারা গেছে? হতেও তো পারে। কবরে এমন সাপের কথা শুনেছে হাদিসে। সে হয়তো অনেক বড় কোন পাপি, আর সেই কারণেই এমন সাপ আসছে তাকে তাড়া করে।

এই চিন্তাটা বেশ যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে। সে হয়তো মারাই গেছে। কিন্তু মারা গেলে তো আগে দুই ফেরেশতা আসার কথা, তাদের তিনটা প্রশ্ন করার কথা। প্রশ্ন করার আগেই সাপ চলে আসার কথা না। সুতরাং সে মারা গেছে এই চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিয়ে দিলো।

তাহলে সে কোথায় এসেছে? ভালো করে চিন্তা করতে শুরু করলো। কিন্তু মাথা কাজ করছে না, চিন্তাশক্তি কেমন ঘোলাটে হয়ে আসছে। সাপের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট। সেই সাথে উত্তাপও টের পাচ্ছে। কেমন বিষাক্ত হবে এই সাপের কামড়? নিজের মনেই ভাবলো।

চুপ করে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আছে সে। মাথায় আর শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু যন্ত্রণায় একটু উহ আহ শব্দ পর্যন্ত করতে পারছে না সে। যদি সাপটা শুনে ফেলে সেই শব্দ।

নিজের নিঃশ্বাসও বেশ ধীরে ফেলছে সে। পাথরের আড়ালে চুপ করে বসে আছে। প্রচণ্ড শীত লাগছে। বরফ শীতল বাতাস বয়ে যাচ্ছে। দুই হাত দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে ধরে ঠাণ্ডা কমানোর চেষ্টা করলো।

এবার দেখতে পেলো সেই কালো উড়ন্ত প্রাণীটিকে। তাকে দেখে ফেলেছে সেটা। তেড়ে আসছে তার দিকে। কী এটা? নিজেকেই প্রশ্ন করলো ইরফান।

কোন পাখি না, কোন প্রাণীও না। তাহলে কি সেটা? অন্য ভুবনের কেউ?

BanglaBook.org

ধেয়ে আসছে তার দিকে। একেবারে কাছে এসে পড়েছে সেটা। কেমন এক আওয়াজ ভেসে আসছে সেটার ভেতর থেকে। কান লেগে আসছে আওয়াজে। তীক্ষ্ণ আওয়াজ ঢুকে যাচ্ছে মাঠের ভেতর পর্যন্ত। দুই হাত দিয়ে কান চেপে ধরলো ইরফান।

এগিয়ে আসছে তার দিকে সেটা। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে, তার চাইতেও বেশি মাত্রায় ভয় চেপে আসছে চারদিক থেকে। সাপটা দেখে ফেলেছে তাকে। এগিয়ে আসছে দ্রুত। পেটে ভর করে এগিয়ে আসছে, সেটার চোখে মুখে আনন্দ টের পেলো সে।

বরফ শীতল বাতাসের মধ্যে সাপের নিঃশ্বাসের গরম উত্তাপ টের পাচ্ছে ইরফান। এখানে আর থাকা ঠিক হবে না। দৌড় দিতে হবে। যেই ভাবা সেই কাজ, দৌড় দিলো সে, সামনের দিকে।

দৌড়ে যাচ্ছে ইরফান, আর তার পেছনে ধেয়ে আসছে বিশালাকৃতির সাপ এবং উড়ন্ত সেই প্রাণীটি।

ভয়ে চিৎকার করে সামনে এগুচ্ছে সে। কিন্তু সামনে কোন আশ্রয় নেই। চারিদিকে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়া যাবে। তার মানে কী মৃত্যু তার নিশ্চিত?

পেছনে তাকালো একবার। সাপটি তার খুব কাছে চলে এসেছে। সেই সাথে উড়ন্ত প্রাণীটিও চলে এসেছে তার মাথার কাছে। কালো অবয়বের হাত বেড়িয়ে এসেছে, চিকন সেই হাত প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে ইরফানকে। মাথা নিচু করে ফেললো সে। প্রাণীটি সামনে চলে গেলো।

ইরফান দৌড়াচ্ছে প্রাণপণে। পেছনে তাকালো, সাপটি তাকে প্রায় ধরে ফেলেছে। নিঃশ্বাসের বিষ টের পাচ্ছে সে, তার সারা শরীরে জ্বালা করে উঠলো যেন। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর যেন ঝলসে যাচ্ছে।

কালো প্রাণীটি এবার সামনে থেকে আসছে। একেবারে কাছে চলে এসেছে তার। তার মুখ বরাবর এগিয়ে আসছে সেটা। দিক বদল করে ফেললো ইরফান।

ডান দিকে দৌড়াচ্ছে সে, সাপ আর প্রাণীটিও দিক বদল করে আসছে তার দিকে। সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা, সেই সাথে মৃত্যুভয় তাড়া করছে তাকে। হঠাৎ সামনে সাদা এক সুড়ঙ্গ দেখতে পেলো সে। আসলে সাদা না, আলো আসছে সেটার ভেতর থেকে। মনের গভীরে আশার আলো জ্বলে উঠলো।

সেই সুড়ঙ্গের দিকে প্রাণপণে ছুটছে সে। পেছনে তাকে প্রায় ধরে ফেলেছে সাপটি, তার নিঃশ্বাসের উত্তাপে জ্বলে যাচ্ছে পুরো শরীর।

BanglaBook.org

প্রচণ্ড যন্ত্রণা সত্ত্বেও এগিয়ে যাচ্ছে সে। তার মন বলছে ঐ সুড়ঙ্গে তার জন্য মুক্তি অপেক্ষা করছে। হয়তো পৃথিবীতে ফেরতের জায়গা সেটা।

হঠাৎ পেছন থেকে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলো সে। মাটিতে গড়িয়ে পড়ল আঘাত পেয়ে। প্রাণীটি তাকে পেছন থেকে ঠোকর দিয়েছে। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো সে।

সাপটি এগিয়ে আসছে তার দিকে। বিরাট হা করে লাল লকলকে জিহবা বের করে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ভয়ে, ব্যথায়, যন্ত্রণায় আর থাকতে পারলো না সে। চিৎকার করে উঠলো।

জীবনের আশা শেষ হয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু বোধহয় গ্রাস করতে চলেছে তাকে। চোখ বন্ধ করে ফেলল সে।

সাপ একেবারে কাছে চলে এসেছে, তার কাছে এসে থামল সাপটি। আর সেই কালো প্রাণীটি তাকে চক্কর দিয়ে উড়ে চলছে। কী মনে করে চোখ খুলল সে, খুলেই দেখতে পেলো, বিশাল হা করে সাপটি ছোবল মারার জন্য তার দিকে মুখটি এগিয়ে আনছে। বিশালাকৃতির দাঁত দুটো দেখতে পেলো ইরফান। প্রচণ্ড গরম আর বিষের যন্ত্রণায় সে মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছে খুব কাছ থেকে।

কিন্তু অবাক হয়ে দেখতে পেলো সাদা সুড়ঙ্গটি তার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। সাদা আলোকরশ্মি এগিয়ে আসছে তার দিকে। একটা সাদা হাত বেড়িয়ে আসছে সেই সুড়ঙ্গ থেকে।

সাপটি এবার ভয় পেয়েছে। ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলো সেটা। আর উড়ন্ত প্রাণীটাও সরে গেলো দূরে।

সাদা আলোকরশ্মি গ্রাস করে নিলো সাপ আর উড়ন্ত প্রাণীটাকে। ইরফানের সামনে সবকিছু সাদা হয়ে উঠলো। সাদা আলোয় চোখ ঝলসে উঠছে যেন। আলোর বন্যায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

কেশে উঠলো সে। চোখ কিছুটা সয়ে আসছে। সাদা আলো সরে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে, সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে উঠছে মনে হচ্ছে।

চোখ মেলে দেখতে পেলো নরম কার্পেটের উপর শুয়ে আছে সে, আর তার পাশে বসে আছেন আল হাসনাইন, রাকি আব্দুল সামি আর বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে। পৃথিবীতে ফেরত আসতে পেরেছে তাহলে। কী হয়েছে জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলো সে। আর ঘরের

BanglaBook.org

মধ্যেইবা এলো কী করে সেটাও ভাবছে। সে তো ছিল বাগানের মধ্যে, তার হাতের পুতুলের কথা মনে পড়ে গেলো।

আব্দুল সামি তার দিকে এক গ্লাস পানীয় বাড়িয়ে দিলেন। পানিটুকু পান করে কিছুটা ভালো বোধ করতে শুরু করেছে। কী হয়েছে জানার জন্য হাসনাইনের দিকে তাকালো সে।

হাসনাইন সংক্ষেপে জানালেন, ইরফানের চিৎকার শুনতে পেয়ে তারা বাইরে বের হয়ে আসে। দেখতে পায় ইরফান মাটিতে পড়ে আছে এবং ক্রমাগত যন্ত্রণাকর চিৎকার করে যাচ্ছে। তার হাতের পুতুল দেখতে পান তিনি। এরপর তাকে নিয়ে আসা হয় বাড়ির ভেতরে।

ইরফান যে পুতুলটা খুঁজে পেয়েছিল সেটাও একটা জাদুর অংশ ছিল, আসলে সত্যি বলতে জাদুর আসল অংশটুকু ছিল সেটাই। আর এই সকল পুতুল জাদুর ক্ষেত্রে খালি হাতে কখনও স্পর্শ করতে হয় না। কারণ এই সকল পুতুলের গায়ে জাদু করা থাকে, খালি হাতে কেউ স্পর্শ করলে তার ভেতরেও সেই জাদু কাজ করা শুরু করে। এ কারণেই ইরফানের ভেতরেও জাদু কাজ করা শুরু করে দিয়েছিলো। কিন্তু একেবারে প্রাথমিক অবস্থা হওয়ায় হাসনাইন এবং আব্দুল সামি দুজনে মিলে তাকে সুস্থ করে তুলেন।

হাসনাইন ইরফানের দিকে সবুজ এক গ্লাস পানি বাড়িয়ে দিলেন। তিতকুটে লাগলেও পানিটুকু পান করার পর তার বেশ ভালো লাগতে শুরু করলো।

ইরফান পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। তবে হাসনাইন অবাক হলেন, সে কী করে সেই জাদুর পুতুল খুঁজে বের করে ফেললো, যেখানে রাকি বা হাসনাইন নিজেও এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারলেন না।

তখন ইরফান জানালো তার অনুভূতির কথা, মনে হচ্ছিল যে কেউ এই বাড়ির দিকে নজর রাখছে। কোন এক অস্বাভাবিক চোখ তাকিয়ে আছে পুরো বাড়িটির দিকে।

সে শুধু তার অনুভূতির ডাকে সাড়া দিয়েছে, তার মন বলছিল কিছু একটা আছে সামনে, আর সেদিকে হাঁটতে গিয়েই খুঁজে পায় পুতুলটা।

হাসনাইন বুঝতে পারেন, ইরফানের ভেতরে এক ধরণের শক্তি আছে, খুবই মূল্যবান সেই শক্তি। অতিপ্রাকৃত ঘটনার আন্দাজ পাওয়াটা এক বিশাল বড় ক্ষমতা, আর ইরফান এই ক্ষমতার অধিকারি।

একজন জাদুতে আক্রান্ত ব্যক্তি কিরকম মানসিক যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে পারে, কেমন পরাবাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে, সেটা ইরফান

BanglaBook.org

সেদিন হাতে নাতে বুঝতে পারে। শুধু তাই না, সে এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করে। কোন জাদুর পুতুল বা জাদুর যে কোন জিনিস খালি হাতে স্পর্শ করা উচিত না।

সেই কথাই আজ তার মনে পড়েছে। শোকেসে থাকা পুতুলটার দিকে তাকিয়ে তার সেই পুরনো দিনের ঘটনার কথা মনে পড়ে গেলো।

এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠলো। তৌহিদ এলাহি উঠে গেলো দরজা খুলতে।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো সে। তার হাতে এক জোড়া গ্লাভসের প্যাকেট। ইরফানের দিকে বাড়িয়ে দিলো সে গ্লাভস জোড়া।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

হাতে গ্লাভস পরে নিয়েছে ইরফান। এবার পরীক্ষা করা হবে পুতুলটাকে। কী রহস্য লুকিয়ে আছে এর মধ্যে, খুঁজে বের করতে হবে সেটা।

শোকেসের কাঁচ সরিয়ে পুতুলটা বের করে আনল সে। একেবারেই সাধারন পুতুল, অন্তত বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হয়। কিন্তু হাতে নিয়ে সে বুঝতে পারলো, কিছু একটা সমস্যা আছে এটার।

উল্টে পাল্টে ভালো করে দেখল সে পুতুলটা। সাধারণ কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কালো রঙের মোটা কাপড় দিয়ে তৈরি হয়েছে মূল অবয়ব। চুলগুলি ভালো করে দেখল ইরফান, নকল চুল না, আসল মানুষের চুল। মনে হচ্ছে কোন বাচ্চা মেয়ের চুল। কালো কাপড়ে খুব কুৎসিত করে আঁকা হয়েছে হাসিটা। তবে সবচেয়ে সুন্দর করে আঁকা হয়েছে চোখ দুটো। এতো সুন্দর করে আঁকা হয়েছে মনে হচ্ছে একেবারে জীবন্ত। এখনই হয়তো পলক ফেলবে কিংবা মণি দুটো নড়ে উঠবে।

"পুতুলটা কোথা থেকে কিনেছেন?" জিজ্ঞেস করলো ইরফান।

"কেনা হয়নি। আফসারার জ্যাঠা এই পুতুলটা তাকে উপহার দিয়েছিল," বলল তৌহিদ এলাহি।

"একটু বুঝিয়ে বলুন।"

"দুই মাস আগে আমার বড় ভাই রাঙামাটি গিয়েছিলেন, সেখান থেকে আসার সময় তিনি আফসারার জন্য এই পুতুল নিয়ে আসেন।"

"দুই মাস আগে? আর আপনার মেয়ে রাতে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে তো দুই মাস হল, তাই না?" প্রশ্ন করলো ইরফান।

ইরফানের প্রশ্ন বুঝতে পারলো তৌহিদ। সে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যা, বলতে পারেন, এই পুতুল পাবার পরেই সে এরকম স্বপ্ন দেখে ভয় পাওয়া শুরু করেছে।"

ইরফান পুতুলটা উল্টে পাল্টে দেখল। পুতুল কী করে বন্ধ ট্রাংক থেকে একা একা বের হয়ে চলে আসতে পারে, অবাক ব্যাপার। তবে অবাক ব্যাপার হবে না, যদি এটাতে জাদু করা হয়ে থাকে।

BanglaBook.org

"আপনি গতকাল আমাকে বলছিলেন, অনেক মানত করে মেয়েকে পেয়েছেন। পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবেন কী?" জিজ্ঞেস করলো ইরফান।

"এটা কেন জানতে চাইছেন?"

"আপনার যদি সমস্যা না থাকে তাহলে বলুন। মনে রাখবেন, আমি একজন ডাক্তার, আর ডাক্তারের কাছে কোন কিছু লুকাতে হয় না।"

"আসলে আমাদের বিয়ে হবার পর অনেক দিন কোন সন্তানাদি হয়নি। ডাক্তার দেখিয়েছিলাম, ডাক্তার বলল আমাদের দুজনের কারো কোন সমস্যা নেই। কিন্তু তারপরও বাচ্চা হচ্ছিল না, অনেকেই অনেক কথা বলাবলি শুরু করে। তখন একজন আমাকে বলে আজমির শরীফে গিয়ে সুতা নিয়ে আসলে নাকি বাচ্চা হয়। আর সেখানে মানত করে নাকি পশু কুরবানি দিতে হয়।"

"কুরবানি দিয়েছিলেন?"

"আমি চাইনি, কিন্তু আফসানা অনেক করে ধরেছিল। আসলে মেয়ে তো, বাজে কথা যা শোনার বেশীরভাগ তাকেই শুনতে হতো। আমিও আর না করতে পারিনি।"

"অনেক বড় ভুল করেছেন। আল্লাহ্ পাক আপনাকে সন্তান দান করেছেন, কারণ এই ক্ষমতা তার ছাড়া আর কারো নেই। কিন্তু আপনি হাত পাতলেন এক মৃত ব্যক্তির কাছে, আল্লাহ্‌র ক্ষমতার চাইতে একটা সুতার ক্ষমতা আপনার কাছে বেশি মনে হল?" অনেকটা রাগত স্বরে বলল ইরফান।

"আচ্ছা, বুঝতে পারছি ভুল হয়েছে, কিন্তু আপনি এসব ব্যাপারে কেন এতো সিরিয়াস হচ্ছেন?"

"কারণ, এই সকল বাচ্চাদের উপর শয়তানের আলাদা একটা নজর থাকে, যেহেতু বাচ্চার বাবা মা আল্লাহ্‌র চাইতে অন্যকে বেশি ক্ষমতাবান মনে করছে, যেটা শিরকের পর্যায়ে পড়ে, তাই শয়তানের বিশেষ নজর থাকে এই ধরণের বাচ্চাদের উপর। তাই যে কোন জাদু বা বদনজরে এই সকল বাচ্চারা বেশি কাবু হয়ে যায়। যে কোন অসুখেও পড়ে খুব তাড়াতাড়ি।"

ইরফান এই সকল ধর্মীয় ব্যাপারে কখনও কাউকে জ্ঞান দেয় না, কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই ধরণের কাজ যার কারণে শয়তান বেশি সুযোগ পেয়ে যায়, এমন কাজের কথা শুনলে তার রাগ উঠে যায়।

BanglaBook.org

"আচ্ছা, আপনি যে বললেন শয়তানের কথা বা জাদুর কথা, আপনার কী মনে হচ্ছে? আফসারার ক্ষেত্রে আসলে কী হয়েছে?"

"কী হয়েছে তা একেবারে নিশ্চিত বলতে পারছি না, তবে কিছু একটা সন্দেহ করছি। কিন্তু তার আগে জানতে হবে পুতুলটা কোথা থেকে কেনা হয়েছে।"

"আপনার যদি মনে হয় পুতুলে সমস্যা আছে তাহলে পুতুল ছিঁড়ে ফেললে বা নষ্ট করে ফেললেই তো হয়। যেমন পুড়িয়ে ফেললাম।"

"না, সম্ভব না। কিছু সমস্যা আছে। আপনাকে এ ব্যাপারে পরে বলবো। মেয়ের মা কোথায়?"

"কেন?"

"না, এমনি।"

"মেয়ের সাথে স্কুলে গেছে। মেয়েকে একা রাখি না সাধারণত। মা তাই স্কুলে দিয়েও বসে থাকে।"

"ও, আচ্ছা," এটুকুই শুধু বলল ইরফান।

ইরফান আবার পুতুলটা দেখতে শুরু করলো। ভালো করে টিপে টিপে দেখল সে, ভেতরে কিছু আছে কিনা সে জন্য। পকেট থেকে একটা স্কোপ বের করে আনল সে, তারপর চোখে লাগিয়ে খুব ভালো করে দেখতে লাগলো।

"কী দেখছেন?" জিজ্ঞেস করলো তৌহিদ।

"কোন ধরণের লেখা আছে কিনা দেখার চেষ্টা করছি।"

"কী লেখা থাকবে?"

চোখ থেকে স্কোপ সরিয়ে তৌহিদের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "যখন জাদু করা হয় তখন জাদুকর জিনের সাথে কিছু চুক্তি করে। জিনকে কিছু কাজ করার নির্দেশ দেয় জাদুকর, আর জিন যদি তা সম্পন্ন করে তাহলে সে তার বিনিময়ে কিছু কাজ করে দেবার প্রস্তাব দেয়। আর এই চুক্তি বিভিন্ন নকশায় লেখা হয়। তাবিজ বা অন্য কোন জাদুর জিনিসে এই সকল চুক্তি বিভিন্ন অক্ষরে নকশায় লেখা হয়। এই রকম লেখাই খুঁজছি," বলে আবার স্কোপ চোখে লাগিয়ে পুতুলটা ভালো করে দেখা শুরু করলো ইরফান।

কিছুক্ষণ পর সে আবার চোখ থেকে স্কোপ খুলে তৌহিদকে বলল, "আচ্ছা ভালো কথা, আমি কোন রোগির সম্পর্কে প্রথমেই যে কথা জিজ্ঞেস করি, আপনার মেয়ের ক্ষেত্রে সেটা জিজ্ঞেস করতে আমার মনেই নেই। আপনার মেয়ের শরীরে কোন তাবিজ নেই তো?"

BanglaBook.org

প্রশ্ন শুনে একটু অবাক হল তৌহিদ। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "আছে বোধহয়। আমার শাশুড়ি আবার কিছু হলেই তাবিজ আর পানি পড়া নিয়ে আসেন। তিনি আবার এক পিরের মুরিদ তো, কিছু হলেই তার কাছে ছুটে যান।"

"আফসারা স্কুল থেকে ফিরলে তার শরীর থেকে তাবিজ খুলে ফেলবেন," আবার পুতুল পর্যবেক্ষণে মন দেয়া অবস্থায় বলল ইরফান।

"কেন বলুন তো? এই ধরণের কাজ যারা করে তারা তো সবাই তাবিজ দেয়, শরীর বন্ধনি না কি যেন হাবিজাবি।"

"যারা এ কাজ করে তারা শিরক করে, তাই বলে কি আমিও শিরক করবো? আর আপনি আপনার সন্তানের শরীরে তাবিজ লটকিয়ে একই অপরাধ করলেন।"

"ও আচ্ছা," তৌহিদের কেমন যেন মনে হতে লাগলো। এই লোক কী আসলেই কোন কাজ জানে? তার কী আসলেই কোন ধরণের ক্ষমতা আছে? কামরান আবার তার সাথে দুই নাম্বারি করলো না তো? লোকের কথা বার্তা, পোশাক-আশাক কোন কিছু দেখেই তো তাকে তান্ত্রিক বা ক্ষমতাবান কিছু মনে হচ্ছে না। কেমন স্কোপ চোখে লাগিয়ে পুতুল দেখছে। আবার পুতুল ধরার জন্য গ্লাভস পরে নিয়েছে। মনে হচ্ছে কোথাও যেন খটকা আছে কিছু একটা। চিকিৎসা করতে এসে ঘরের সব পুতুল, পোস্টার, খেলনা সরিয়ে ফেলতে বলেছে। লোকটা ভন্ড না তো? সন্দেহ মনে নিয়েই ইরফানের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

ইরফান স্কোপ পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। এটা দেখে তৌহিদ বলল, "কোন লেখা বা নকশা কী পেলেন?"

"না, কোন লেখা টেখা বা নকশা কোন কিছুই নেই। তবে এটা সাধারণ কোন পুতুল না।"

"কী করে বুঝলেন?"

ইরফান এবার পুতুলের পা দুটো ভালো করে দু দিকে মেলে ধরে তৌহিদকে দেখাল। তৌহিদ প্রথমে বুঝতে পারেনি কী দেখাচ্ছে ইরফান। মাথা নেড়ে সেটাই বুঝাল সে।

ইরফান এবার আঙুল দিয়ে দেখাল জিনিসটা। এবার বুঝতে পারলো তৌহিদ। পুতুলের দু পায়ের মধ্যে খুব চিকন করে মেয়ে লিঙ্গ আঁকা। চমকে উঠলো তৌহিদ। ইরফান পুতুলের পা দুটো আবার আগের মতো করে দিলো।

BanglaBook.org

"কে একেছে এটা?"

"যে বানিয়েছে পুতুলটা।"

"বুঝলাম, কিন্তু এটা আঁকলো কেন?" তৌহিদ এবার কিছুটা ভয় পেয়েছে।

"কেন এঁকেছে তা বুঝতে পারছি না, তবে এটা কোন সাধারণ পুতুল না এটা বুঝতে পারছি," বলল ইরফান।

ইরফান পুতুলটা আবার শোকেসে ঠিক যে জায়গায় ছিল ওটা সেখানে রেখে দিলো।

তৌহিদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সে কিছুই বুঝতে পারছে না। পুরোই উদ্ভ্রান্তের মতো লাগছে তাকে দেখতে।

হঠাৎ ইরফান জিজ্ঞেস করলো, "আপনার সম্পত্তির পরিমাণ কেমন?"

"মানে?"

"মানে আপনার সম্পত্তি বা টাকা পয়সার পরিমাণ কেমন?"

"ভালোই আছে। এ কথা কেন জিজ্ঞেস করলেন জানতে পারি?"

"বলছি, আপনার টাকা পয়সার মূল উপার্জন কি ব্যবসাই?"

"হ্যা," তৌহিদ বুঝতে পারছে না এই লোক এসব কথা কেন জিজ্ঞেস করছে।

"আর একটা কথা, আপনার কি কারও সাথে কোন ধরণের শত্রুতা আছে? বা এমন কেউ কি আছে যে আপনাকে তার শত্রু মনে করে?"

তৌহিদ এবার ভাবতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তে বলল, "না, আমার তো তেমন কোন শত্রু নেই। আপনি যা বুঝাতে চাচ্ছেন তা বুঝতে পেরেছি আমি। ব্যবসা বা টাকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও কারো সাথে আমার শত্রুতা নেই।"

ইরফান কিছু বলল না, শুধু মাথা নাড়লো।

"আপনারা কয় ভাই বোন? আর আপনার স্ত্রির ভাই বোন?"

তৌহিদ ইরফানের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা দুই ভাই, আমি ছোট। আর আমার স্ত্রির আরও দুই বোন এবং এক ভাই আছে।"

আপনার আত্মীয় স্বজনদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন?"

"ভালো, বেশ ভালো। আত্মীয় স্বজনদের সাথে আমার বা আমাদের কোন শত্রুতা নেই।"

"আর আপনার ভাই? তিনি কেমন মানুষ?"

BanglaBook.org

এই কোথায় তৌহিদের মুখ কিছুটা থমথমে হয়ে গেলো। সে ইরফানের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার ভাই ফেরেশতার মতো মানুষ। তাকে নিয়ে কোন কিছু চিন্তা করবেন না দয়া করে।"

ইরফান তৌহিদের চেহারার এই পরিবর্তন বুঝতে পারলো। সে শুধু বলল, "আমি কাউকে নিয়েই সন্দেহ করছি না, আমি শুধু তথ্য সংগ্রহ করছি। আর এই তথ্যগুলো খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ এই সকল চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেহেতু ডাক্তারি ডায়গনসিসের কোন সুযোগ নেই তাই এ সকল তথ্য থেকেই রোগির রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করতে হয়।"

"আচ্ছা," এটুকুই বলল তৌহিদ।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। ইরফান উঠে দাঁড়ালো। এই রুম থেকে বের হতে চাচ্ছে সে। তৌহিদকে সে বলল, "চলুন বসার ঘরে গিয়ে বসি।"

তৌহিদ রাজি হল। উঠে দাঁড়ালো সেও।

বসার ঘরে এসে জানালার সামনে দাঁড়ালো ইরফান। গভীর ভাবনায় চিন্তা করছে সে। সে মোটামুটি নিশ্চিত এই পুতুলে জাদু করা হয়েছে, তা না-হলে মানুষের সত্যিকারের চুল আর নারী লিঙ্গ আঁকা থাকতো না পুতুলের গায়ে।

কিন্তু কী ধরণের জাদু এটা? সাধারণ জাদু বলে মনে হচ্ছে না। আর এই ধরনের কঠিন জাদুর পেছনে কঠিন কোন কারণই থাকে সাধারণত। কিন্তু কী সেই কারণ। তৌহিদ সাহেব ঠিকমতো সহজ হচ্ছেন না, তার বড় ভাই এই পুতুল নিয়ে এসেছেন, তাই সন্দেহের প্রায় পুরোটাই তার উপর পড়ার কথা। কিন্তু তৌহিদ তার বড় ভাইয়ের ব্যাপারে খুবই উঁচু ধারণা পোষণ করে।

আফসারার সাথে কথা বলতে হবে। গতকাল মেয়েটা কোন কথা বলেনি। কিন্তু মেয়েটির কাছ থেকে কথা শুনতে হবে। স্বপ্নের প্রাণীটা কেমন, কেমন জগতে সে একা হয়ে যায় এগুলো জানতে হবে। তথ্য না পেলে সে চিকিৎসা করবে কী করে?

তৌহিদ সোফায় বসে আছে। ইরফানকে লক্ষ্য করে সে বলল, "আপনি কি কিছু অনুমান করছেন?"

"আমি অনুমানের উপর কিছু বলতে চাচ্ছি না। আগে আমি আমার কাজ শুরু করি তারপর দেখা যাবে।"

BanglaBook.org

"কী কাজ শুরু করবেন? আফসারার কী হয়েছে?"

"আমার ধারনা ওর উপর জাদু করা হয়েছে," খুব শান্ত ভঙ্গিতে বলল ইরফান।

"জাদু?" চমকে উঠল তৌহিদ এলাহি। "আমি বুঝতে পারছি না," বলল সে।

"খুব খারাপ ধরনের জাদু করা হয়েছে আপনার মেয়ের উপর।"

"কিন্তু ওর তো রাতে দুঃস্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কোন সমস্যা নেই।"

"রাতে দুঃস্বপ্ন দেখার সাথে পুতুলটা যোগ হওয়ায় আমি মোটামুটি নিশ্চিত। গতকালই আমি ধারনা করেছিলাম কিছু একটা করা হয়েছে আফসারার উপর, কিন্তু শুধু অনুমান থেকে কিছু বলতে চাইনি, তাই আপনাদের প্রাথমিক কাজগুলো করতে বলেছিলাম।"

"কিন্তু কে জাদু করবে আমার মেয়েকে?" বলল তৌহিদ। তার চেহারা দেখে বুঝা যাচ্ছে খুব ভয় পেয়েছে সে।

"সেটা আমি বলতে পারছি না, তবে এই জাদুর সাথে পুতুলটার সম্পর্ক আছে এটা বুঝতে পারছি।"

"কী সম্পর্ক?"

"আমি জানি না, আফসারার সাথে আমাকে কথা বলতে হবে। ওর সাথে কথা না বলে আসলে কিছু বুঝা যাবে না। ওর স্কুল থেকে আসতে কতক্ষণ লাগবে?"

"দুটা বেজে যাবে।"

ইরফান মনে মনে হিসাব করে নিলো। "আচ্ছা, আমি সন্ধ্যার পর আসবো তাহলে। মেয়েকে বাসায় একা রাখবেন না।"

"আর পুতুলটার কী করবো?"

"ওটা ধরবেন না। যেখানে আছে, আপাতত সেখানেই রেখে দিচ্ছি। আমি তো আসছিই আজ। আর মেয়েকে একা রাখবেন না।"

তৌহিদ কিছুই বলল না। তার নিজেরও কাজ আছে। অফিসে যেতে হবে। মেয়ের চিন্তায় ব্যবসা পাতি সব লাটে উঠেছে। তাছাড়া ইরফানের উপর সে ভরসাও করতে পাছে না। লোকটি এই কাজের জন্য উপযুক্ত কিনা কে জানে।

আর কোন কথা না বলেই বের হয়ে গেলো ইরফান। খুব ভালো করে কিছু ভাবনা ভাবতে হবে। একটু একা বসে ভাবতে হবে সব। কোথায় যাওয়া যায় এখন?

BanglaBook.org

বাসায় যেতে ইচ্ছে করছে না। পার্কে কী যাওয়া যায়?

পার্কের বেঞ্চে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে হবে। গভীর চিন্তা। নতুন এক জাদুর সাথে হয়তো পরিচয় হতে যাচ্ছে তার। এমন জাদু করার ক্ষমতা কে রাখে? বেশ চিন্তার ব্যাপার।

আসলেই চিন্তার ব্যাপার।

তবে তার চাইতেও চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে কেন মেয়েটাকে জাদু করা হয়েছে? কোন রাগ? কোন ক্ষোভ? নাকি টাকা পয়সার লোভ? নাকি পেছনে আরও বড় কোন কারণ আছে।

তবে একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে, এই জাদুর সৃষ্টির পেছনে এই বাড়ির কারও যোগ আছে। কিন্তু কী সেটা, খুঁজে বের করতে হবে, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

ইরফান সকাল থেকেই ব্যস্ত ছিল। খুব সকালে তৌহিদের বাড়িতে যেতে হয় তাকে, আজ আবার তার হিজামা করানোর দিনও ছিল।

ঢাকা শহরে হিজামা চিকিৎসা সেবা দেয় মাত্র হাতে গোণা কয়েকটা প্রতিষ্ঠান। অথচ দেশের বেশিরভাগ মানুষ এই চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা রাখে না। তারা জানেই না যে হিজামা নামে কোন চিকিৎসা রয়েছে যা তাদের নবি নিজে গ্রহণ করেছেন।

দুপুরের মধ্যেই চিকিৎসা শেষ করে বাসায় গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছে ইরফান। হিজামা নেয়ার পর থেকেই শরীর ও মন অনেক হালকা লাগছে। শুভপুর থেকে আসার পর থেকেই সে চিন্তা করছিল হিজামা করাবে। কিন্তু সময় হয়ে উঠছিল না। আজ আরবি মাসের সতেরো তারিখ, আগেই সে এপয়েন্টমেন্ট দিয়ে রেখেছিল হিজামা করানোর। তাই তৌহিদের বাড়ি থেকে বের হয়ে সে চলে যায় ধানমন্ডি, হিজামা সেন্টারে।

হিজামা শেষ করার পর এক ধরণের শিথিলতা নেমে এলো সারা শরীরে। আরাম অনুভূত হচ্ছিল, সেই সাথে এক ধরণের পুলকতা মনকে ঘিরে রেখেছে যেন। শরীরের পেশিগুলো খুব দ্রুত সাড়া দিচ্ছিল। সেই সাথে মনটাও।

শুভপুর থেকে আসার পর অনেক দিন ধরেই ভার হয়ে ছিল তার মন। শুভপুরের জঙ্গলের সেই দৃশ্য এখনও ঘুমের মধ্যে তাকে হানা দেয়। সেই সাথে একাকীত্ব বিষিয়ে তুলেছে তার মনকে।

তবে হিজামা চিকিৎসা নেয়ার পর এখন অনেকটাই হালকা লাগছে। বাসায় এসে খানিকটা ঘুম দিয়ে নিয়েছিল। ঘুম থেকে উঠার পর প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে জেগে উঠে সে। কারণ সকাল থেকে না খেয়ে থাকতে হয়েছিল হিজামা করানোর জন্য। ঘুম থেকে উঠে খেতে বসে চিন্তা করে আফসারার কথা। সেই অদ্ভুত পুতুলটার কথা।

সে নিশ্চিত খুব শক্ত কোন জাদু এটা, কিন্তু বাংলাদেশে এমন কে আছে যে এতো উঁচু ক্ষমতা ধারণ করে!

BanglaBook.org

ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগে তার কাছে। কারণ আরবে এবং বাংলাদেশে সে অনেকগুলো জাদুর মুখোমুখি হয়েছিল। অনেক দুষ্ট জিনের পাল্লায়ও পড়তে হয়েছিল তাকে। কিন্তু এই ধরণের জাদুর মুখোমুখি এর আগে তাকে হতে হয়নি। তবে জাদু সম্পর্কে তার পড়াশোনা বলে, এই ধরণের জাদুর চর্চা বেশি হয় পূর্ব ইউরোপ, আফ্রিকার উপজাতি গোষ্ঠীদের মধ্যে এবং দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অঞ্চলে।

ইরফানের মনে হচ্ছে, এই জাদু বাংলাদেশে যদি কেউ চর্চা করে থাকে তাহলে তার চোখে পড়ার বা জানার কথা ছিল। তবে এটাও ঠিক, সে এখনও পুরো বাংলাদেশের সব জাদুকরের ব্যাপারে হয়তো সঠিক ধারণা পায়নি।

যতটুকু সে জানতে পেরেছে, চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় পুতুলের জাদু করা হয়। কিছু উপজাতি এই জাদু চর্চা করে থাকে। কিন্তু তাদের জাদুর প্রক্রিয়ার সাথে এর আগে তার পরিচয় হয়েছে। সাধারণ ভুডু ধরণের পুতুলের জাদু, পিন বসিয়ে বসিয়ে পুরো পুতুলকে জর্জরিত করে ফেলা হয়, ফলে যার উপর জাদু করা হয় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

কিন্তু তৌহিদের বাসার পুতুলের অবস্থা সেরকম না। তবে যেহেতু একটা সূত্র পাওয়া গেছে যে, তৌহিদের বড় ভাই রাঙামাটি থেকে আসার সময় এই পুতুল নিয়ে আসে। তাহলে কী রাঙামাটিতেই জাদু করা হয়েছে? হতেও পারে, তৌহিদের ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে হবে। সে কী সেটা কিনেছে নাকি অন্য কোথাও থেকে সংগ্রহ করেছে।

ইরফান খাওয়া দাওয়া শেষ করে একটা বই নিয়ে বসে। বেশ মোটা আকারের বই, চামড়ার মলাট, বাঁধাই বেশ পুরনো। তার কাছে বেশ প্রাচীণ জাদু সম্পর্কিত প্রচুর বই আছে। আল হাসনাইন মৃত্যুর আগে তাকে এগুলো দিয়ে যান। বাসার দোতলায় বিশাল এক রুমে জাই সে লাইব্রেরি বানিয়ে নিয়েছে।

BanglaBook.org

বইটি পুতুলের জাদু নিয়ে লেখা। এই ধরণের বই একেবারেই বিরল। পুরো বইয়ে বিভিন্ন ধরণের পুতুলের ছবি আর জাদুর বর্ণনা দেয়া। বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগলো সে। কিন্তু আফসারার উপর যে জাদু করা হয়েছে সেরকম কিছুর দেখা পাওয়া গেলো না।

তবে হতাশ হল না সে। পুতুলের উপর কিছু হাতে লেখা কাগজ আছে। অনেক পুরনো পাতলা কাগজের উপর লেখা, খুব সাবধানে বের করে আনল

সে। হাতে গ্লাভস পরে মেলে ধরলো টেবিলের উপর। টেবিলের উপর ঝুলতে থাকা বাতি জ্বালিয়ে দিলো সে।

খুব সাবধানে মনোযোগের সাথে পড়তে শুরু করলো।

একটা জায়গায় এসে থমকে গেলো সে। বারবার ঘুরে ফিরে পড়তে লাগলো সেই জায়গাটা। পুতুলের জাদুর মূল উদ্দেশ্য আর কিভাবে করা হয় সে ব্যাপারে বিস্তারিত বলা আছে সেখানে। কিন্তু আফসারার পুতুলের মতো কোন কিছুর সন্ধান নেই। তবে সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লেখা আছে, পুতুলের জাদুর সাথে রাশিচক্রের গভীর সম্পর্ক আছে।

তার বইয়ের তাক থেকে আর একটা বই বের করে আনল। রাশিচক্রের উপর লেখা বইটা। যদিও এসব বইয়ের বেশীরভাগ সাধারণ মানুষের জন্য পড়া নিষিদ্ধ।

রাশিচক্রের বই উল্টিয়ে সে কয়েকটা জায়গা ভালো করে পড়ে নিলো। আর সেই সাথে সেই কাগজের লেখা আর ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ।

নিবিড় মনে চিন্তা করতে লাগলো সে। কপালে ভাঁজ পড়েছে। নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে।

কী হতে চলেছে এটাই ভাবছে সে। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছে, বেশ খারাপ এবং জটিল কিছু অপেক্ষা করছে তার সামনে। সে কী পারবে সেটা মোকাবেলা করতে?

সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি নামবে, আকাশের অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে মুষলধারেই ঝরবে সে। ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগছে গায়ে। ইরফান তাকিয়ে আছে দূরে। ধেয়ে আসছে বৃষ্টির ধারা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর তৌহিদের বাড়িতে হাজির হল ইরফান। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করেই তার মনে হলো বাড়িতে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। কাজের মেয়ে দরজা খুলে দিয়েছে, সোফায় এসে বসলো সে।

তৌহিদ এসেছে মাত্র। তার মুখ দেখেই বুঝতে পারলো সমস্যা গুরুতর। জিজ্ঞেস করবে না করবে না করেও সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে, "কি হয়েছে ভাই? কোন সমস্যা?"

"আর বলবেন না, আপনার ভাবির সাথে ঝগড়া হয়েছে," বলল তৌহিদ।

এ ব্যাপারে আর কিছু জিজ্ঞেস না করার সিদ্ধান্ত নিলো সে। কিন্তু তৌহিদ নিজেই বলতে লাগলো, "আফসানা আসার পর তাকে পুতুলের ব্যাপারে বললাম যে আপনি সন্দেহ করছেন জাদু করা হয়েছে। ব্যস শুরু করে দিলো ঝগড়া।"

ইরফান অবাক হল কিছুটা। "জাদুর কথা শুনে ঝগড়া?"

"আরে না। পুতুলে জাদু করা হয়েছে শুনেই আমার ভাইজানকে সন্দেহ করে কথা বলা শুরু করলো। আমারও মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো।"

"আপনার ভাইকে আপনি খুব সম্মান করেন তাই না?"

"কেন করবো না বলুন, আর আমার ভাইকে আমি খুব ভালো করেই চিনি। তিনি এ ধরণের কাজ করার কথা মাথাতেও আনবেন না। আর আফসারাকেও তিনি অনেক আদর করেন।"

ইরফান কী বলবে বুঝতে পারলো না। চুপ করে রইলো। আফসারাকে দেখতে পেলো, পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে। ইরফান তাকে দেখে ডাক দিলো, "এসো।"

মেয়ে প্রথমে সেই ডাকে সাড়া না দিলেও কিছুক্ষণ পর এক দৌড়ে এসে বাবার পাশে দাঁড়ালো। তৌহিদ মেয়েকে দেখে কোলে টেনে নিলো।

মেয়েটার মুখের দিকে তাকালো ইরফান। চোখে এক ধরণের ক্লান্তির ভাব আছে। এমনিতে আর কোন সমস্যা নেই।

BanglaBook.org

"কেমন আছো মামনি?" জিজ্ঞেস করলো ইরফান।

কিছুই বলল না সে। তৌহিদ তাকে খুব মোলায়েম স্বরে বলল, "বল আম্মু, উনি তোমার মামা হোন।"

মেয়ে কী বুঝল সেটা বুঝা গেলো না। তবে ইরফানের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসি দিলো। ইরফান নিজেও মুচকি হাসি ফিরিয়ে দিলো।

ইরফানের আজ বেশ ভালো লাগছে। হিজামা চিকিৎসা কাজ করছে। এতো দিনের মাথা ভার হয়ে থাকা ভাব অনেকটাই কমে গেছে। মাথা কাজও করছে চমৎকার।

"কেমন আছো, আফসারা?" স্পষ্ট নাম উচ্চারণ করে জিজ্ঞেস করলো ইরফান।

এবার কথা বলল আফসারা। খুব নিচু স্বরে বলল, "ভালো।"

ইরফান বেশ খুশি হল। যাক, মেয়ের জড়তা কেটে গেছে। আর এটার খুব দরকার ছিল।

"তোমার স্কুল কেমন চলে?"

একটু সময় নিয়ে সে বলল, "ভালো।"

মেয়ের কণ্ঠ অতি সুমধুর। মেয়েটাকে খুব আদর করতে ইচ্ছে করছে। "আম্মু, তুমি রাতে যে স্বপ্নগুলো দেখো, সেগুলো বলতে পারবে?"

একটু আগের মুচকি হাসির রেখা এবার মিলিয়ে গেলো মেয়ের মুখ থেকে। চুপ করে রইলো সে। ইরফান ব্যাপারটা বুঝতে পারছে, আফসারা স্বপ্নের ব্যাপারটা মনে করতে চাচ্ছে না, কিংবা এ ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছে না।

তবে তাকে তো চেষ্টা করেই যেতে হবে। সে বলল, "বল মা, রাতে কী ধরণের স্বপ্ন দেখো। বা স্বপ্নে তুমি যে জিনিসকে দেখো সেটা কেমন?"

আফসারা কোন উত্তর দিলো না। এমন সময় আফসারার মা এসে ঢুকল রুমে।

ইরফান তাকে দেখে সালাম দিলো। আফসানা সালামের জবাব দিয়ে পাশের সোফায় বসলো। তৌহিদের দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকালো একবার। আফসারা বাবার কোল থেকে নেমে মায়ের কোলে চলে এলো।

ইরফান আবার আগের প্রশ্নই জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু আফসারা এবারও কোন উত্তর দিলো না।

ইরফান চিন্তা করছে কী নিয়ে জিজ্ঞেস করা যায় যাতে সে একটু স্বস্তি

BanglaBook.org

পায়। একটু চিন্তা করে বলল সে, "আচ্ছা, তোমার ঘরের পুতুলগুলো যে সরিয়ে নেয়া হয়েছে তুমি রাগ করোনি?"

মায়ের কোলে বসেই মাথা নাড়লো আফসারা।

এতে অবাক হল ইরফান। "কেন? তোমার সব খেলনা নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তোমার খারাপ লাগছে না?"

আবারো মাথা নাড়লো আফসারা। তবে এবার সেই সাথে কথাও বলল, "আমার কুরুকারা আছে না?"

"কুরুকারা?" একবার ইরফান ভাবল সে ঠিক শুনছে তো। তাই আবার উচ্চারণ করলো, "কুরুকারা?"

আফসারার মা কথা বলল এবার, "ঐ পুতুলের নাম।"

"কোন পুতুল"

"যে পুতুল তার শ্রদ্ধেয় ভাইজান এনে দিয়েছেন," তৌহিদের তাকিয়ে উত্তপ্ত দৃষ্টি নিয়ে বলল আফসানা।

"দেখো, ভাইজানকে এর মধ্যে টেনে আনবে না," বলল তৌহিদ।

"কেন আনবো না। তোমার ভাই জাদু করেছে। তোমার ভাই পুতুল এনে দিয়েছে, আর এই পুতুল সব নষ্টের মূল। তোমার ভাই, উনি ছাড়া আর কেউ না। তোমার ভাই এই কাজ করেছে, আমি একশত ভাগ নিশ্চিত।"

"কী যা-তা বলছ। ভাইজান এই কাজ করতে যাবেন কেন?"

"সম্পত্তির লোভ, আর কী? তুমি কী অস্বীকার করবে যে পুতুলটা তোমার ভাই এনে দেয় নি?"

"তাতেই কী প্রমাণ হয়ে যায় ভাইজান এই কাজ করেছে? আর ইরফান সাহেব যা বলছেন তা তো সত্যি নাও হতে পারে।"

ইরফানের নিজের কাছে খুব বিব্রত লাগছে। সে তৌহিদের দিকে তাকিয়ে শুধু বলল, "আপনার ভাইয়ের সাথে কথা বলা যাবে?"

"না," জবাবে বলল তৌহিদ।

"কেন না?"

"কারণ উনি ব্যবসার কাজে থাইল্যান্ড গেছেন।"

"কবে আসবেন?"

"এক সপ্তাহ তো লাগবেই।"

"উনার সাথে যোগাযোগ করা যাবে না?"

BanglaBook.org

"না," বলল তৌহিদ।

"স্কাইপ বা ভাইবারে সম্ভব না?"

তৌহিদ একটু ভেবে বলল, "ভাইজান এসব ব্যবহার করেন না। একটু আগের দিনের মানুষ তো। তবে তিনি তিন চারদিনের মধ্যে চলে আসবেন।"

ইরফান কী বলবে ভেবে পেলো না।

আফসারা মায়ের কোলে লেপটে আছে। ইরফানের দিকে তাকাচ্ছে মাঝে মধ্যে। ইরফান তাকালে আবার দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছে।

"আপনারা এক কাজ করুন, বাইরে থেকে কোথাও ঘুরে আসুন। আপনার ভাই এলে উনার সাথে কথা বলে দেখতে হবে আমি ঠিক বলছি কিনা, মানে জাদুর ব্যাপারে আমার কথা মিলছে কিনা," বলল ইরফান।

"কোথায় যাবো বাইরে?" জিজ্ঞেস করলো আফসানা।

"যে কোন কোথাও। ঢাকার বাইরে হলে সবচেয়ে ভালো হয়। এক সপ্তাহ কাটিয়ে আসুন। দেখবেন ভালো লাগছে। তাছাড়া একজন ডাক্তার হিসেবে প্রেস্ক্রাইব করছি বলতে পারেন।"

আফসানা বা তৌহিদ কেউ কিছু বলল না। তবে তাদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে উপদেশটা তাদের পছন্দ হয়েছে।

ইরফান আবার বলে, "আপনাদের একটু একাকি সময় বাইরে কোথাও কাটানো দরকার। আপনারা অনেক দিন মনে হয় একসাথে বাইরে কোথাও ঘুরতে যান না।"

এবারও কিছুই বলল না তৌহিদ বা আফসানা।

"মা, চল, নানু বাড়ি যাই," কথা বলল আফসারা।

মেয়েটার কথা শুনে স্বস্তি পেলো ইরফান।

তৌহিদ বলল, "আচ্ছা চলো, তোমার বাবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।"

আফসানা কোন কথা বলল না।

ইরফানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো তৌহিদ, "পুতুলের কী হবে?"

"ওটা যেখানে আছে থাকুক। এটা নিয়ে আরও ভাবতে হবে আমাকে। ও ভালো কথা, তাবিজের ব্যাপারে যে বলেছিলাম, খুলে ফেলেছেন সেগুলো?" জিজ্ঞেস করলো ইরফান।

আফসানা বলল, "ওগুলো না খুললে হয় না? বাচ্চা মানুষ। নজর টজর লাগবে।"

BanglaBook.org

"না না, খুলে ফেলুন, নজরের চাইতেও অনেক বেশি কিছু লেগে গেছে আপনার মেয়ের উপর।"

তৌহিদ বা আফসানা কেউ কিছু বলল না। ইরফান আবার বলল, "তাবিজ খুলে ফেলুন, আর ঘুরতে যাবার সময় সবসময় মেয়ের আশেপাশে কাউকে রাখবেন। একা থাকতে দিবেন না ওকে।"

হ্যা সূচক মাথা নাড়লো আফসানা। ইরফান আর কিছু বলল না। আরও একটু ভাবনা ভাবতেই হবে। কিছু পড়ালেখাও করতে হবে। আজ বিকেলের পড়ালেখা শেষ হয়নি, তবে কিছু একটা বের হয়ে যেতে পারে এর মধ্যে।

বাসা থেকে বের হল সে। বাইরে বাতাস বইছে, সেই সাথে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। মনটাই ভালো হয়ে গেলো তার। সেই সাথে মাথার ভেতরে পুতুলের চিন্তা দূর হলো ক্ষণিকের জন্য। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বের হল সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

"মা, দেখো দেখো, কত্ত পাখি," আকাশে পাখির ঝাঁক দেখিয়ে বলল আফসারা। অনেক দিন পর মা বাবার সাথে ঘুরতে যাচ্ছে সে, তাই তার আনন্দ ধরছে না। ট্রেনে করে যাচ্ছে সবাই।

আফসানার বাবার বাড়ি সিলেটে। গতরাতে ইরফান চলে যাবার পর তৌহিদ ফোন করে পরেরদিন সিলেট যাবার ট্রেনের টিকেট কেটে ফেলে।

পারাবত এক্সপ্রেস ছুটে চলেছে বন বনানীর মাঝ দিয়ে। ঢাকা ফেলে এসেছে অনেক সময় হয়েছে। রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া, যদিও রোদের তেজ বেশি নেই। সবুজের মধ্যে দিয়ে ঝম ঝম শব্দে ছুটে চলছে ট্রেন, অপার সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে ছুটে চলছে সে কয়েক শত যাত্রি নিয়ে।

তৌহিদ আর আফসানা কেবিনের ভেতরে চুপচাপ বসে আছে। আফসারা জানালার সামনে অনেক সময় ধরে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পর পর সে চিৎকার করে উঠছে আনন্দের আতিশয্যে। কখনও পাখি, কখনও গরু কিংবা কখনও বিশাল বিলে ফুটে থাকা শাপলার দল দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠছে।

তৌহিদ আর আফসানা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ইরফান লোকটা কতটুকু সফল হতে পারবে সেটা জানা নেই, কিন্তু তারা দুজনে একটু কাছাকাছি আসতে পেরেছে। বেশ কয়েকদিন ধরেই তাদের মধ্যে একটু দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। তৌহিদ ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত থাকে সবসময়, আর আফসানা মেয়েকে নিয়ে। দুজনের একটু কাছে আসার মতো সময় আর সুযোগ হয়ে উঠছিল না। এখন সেই সময়টা এসেছে।

আফসানার হাতের উপর হাত রাখল তৌহিদ। আফসানাও হাত সরিয়ে নিলো না। তার বাহুতে ধরে কাছে টেনে আনল তৌহিদ। আফসানাও সেই ডাকে সাড়া দিলো। তৌহিদের কাঁধে মাথা রেখে আছে সে, মেয়ের আনন্দ দেখছে দুজনেই।

BanglaBook.org

বিকাল হয়ে গেছে। সূর্য ডুবতে বসবে আর কিছুক্ষণ পর। ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করেছে। দূর দিগন্তে লাল আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। দুপাশে পাহাড়ি এলাকা এমনভাবে উঁচু নিচু হয়ে আছে, দেখলে মনে হয় শিল্পীর তুলিতে আঁকা কোন ছবি। পাহাড়ের আড়ালে চলে যাচ্ছে সূর্য, আবার ভেসে আসছে। আলো আঁধারির খেলা চলছে যেন।

আফসারা এবার ক্লান্ত হয়ে গেছে। বাবা মায়ের মাঝখানে এসে বসলো সে। মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল কিছুক্ষণ পর। বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। ট্রেনের ভেতরের বাতি জ্বলে উঠেছে আরও আগে। মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মায়ের কোলে।

বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। লোকালয় দেখা যায় অনেক পর পর। অন্ধকারের মধ্য দিয়েই ছুটে চলছে ট্রেন, প্রাণের স্পন্দন নিয়ে।

আফসানা মেয়ের কপালে হাত বুলিয়ে দিলো। তার চোখে পানি চলে এসেছে। তার মেয়ে এমন অসুস্থ হয়ে পড়ল কেন? আর যদি ইরফানের কথা সত্যি হয়েই থাকে তাহলে কে এমন খারাপ কাজ করলো তার মেয়ের উপর। কার এতো ক্ষোভ বা রাগ তাদের উপরে?

সিলেট জংশনে ট্রেন পৌছল রাত দশটায়। মেয়েকে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে এলো তৌহিদ আর আফসানা। তাদের জন্য জংশনের বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছিলো। জংশন থেকে বের হয়ে সোজা গাড়িতে উঠলো তারা।

সিলেট মূল শহরেই আফসানাদের বাড়ি। বিশাল বাড়ি। বাইরে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। অনেক গাছ গাছালি। জমিদারি ভাব আছে বাড়িটার মধ্যে।

তাদের অভ্যর্থনা জানাতে আফসানার মা আকলিমা রৌশন এসে দাঁড়ালেন। বাড়ির কাজের ছেলে চলে এসেছে ব্যাগ নিয়ে যেতে। গাড়ি থেকে নেমে আসলো তৌহিদ। আফসারা মায়ের সাথে করে বের হল গাড়ি থেকে। বের হয়েই আশেপাশে তাকাতেই তার চেহারায় কেমন যেন পরিবর্তন চলে আসলো।

তার চেহারা দেখে মনে হলো মেঘ জমেছে হঠাৎ। সেই সাথে প্রচন্ড ভয় যেন চেপে ধরছে চারপাশ দিয়ে।

আফসানা মেয়ের মুখের এই পরিবর্তন ধরতে পারলো। জিজ্ঞেস করলো সে, "কী হয়েছে, মা? শরীর খারাপ লাগছে?"

BanglaBook.org

আফসারা কোন কথা বলল না। তার চোখ কেমন যেন লাল হয়ে যাচ্ছে। ঘোর লেগে আসছে চোখে। আশেপাশে আবার তাকালো সে, যেন কাউকে খুঁজছে।

তৌহিদ মেয়ের এই অবস্থা দেখে তার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, "আম্মু, তোমার কী শরীর খারাপ লাগছে?"

আফসারা সেই কথারও জবাব দিলো না। মায়ের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে কোন রকমে শুকনো মুখে শুধু বলল, "বাড়ি যাবো, মা।"

তারপরেই জ্ঞান হারাল সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

গত রাত থেকে শুধু পড়াশোনার ভেতরেই আছে ইরফান। বেশ কয়েকটা বই আর অনেকগুলো হাতে লেখা কাগজ পড়ে শেষ করেছে এর মধ্যেই।

পুতুলের কিছু জটিল আর ভয়ানক জাদুর ব্যাপারে পড়াশোনা করছে সে। যদিও আফসারার *কুরুকারা* পুতুলের মতো কোন পুতুলের দেখা মেলেনি, তবে এর কাছাকাছি কয়েকটা পুতুল সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে।

পুতুলের জাদুর মূল উদ্দেশ্য থাকে প্রতিশোধ। আর এসব পুতুলের সাথে রাশিচক্রের এক গভীর সম্পর্ক আছে।

এসব জ্ঞান লাভ করা সাধারণ মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ করা হলেও শুধুমাত্র যারা এসব জাদু বা খারাপ কোন শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেন তাদের জন্য এসব শিক্ষার দরকার আছে। ইরফান খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে।

তার বাসার কাছে একটা রেস্টুরেন্টে ফোন করলে তারা এসে হোম ডেলিভারি দিয়ে যায়। হোম ডেলিভারির এই সিস্টেম খুবই পছন্দ ইরফানের। খাবারের জন্য বাইরে যেতে হয় না, আবার বাসায় কোন বাবুর্চি বা কাজের লোক রাখতে হয় না রান্নার জন্য। একা মানুষের জন্য এই সার্ভিসটা খুবই উপকারী।

গত রাত থেকে খাবার আর নামাজ বাদে প্রায় বাকিটা সময় সে পড়াশোনার মধ্যেই ছিল। আফসারাদের তো আজ ঢাকার বাইরে যাবার কথা। এখানেও ইরফানের একটা কৌশল ছিল। যেহেতু সেই পুতুল ট্রাংকের মধ্যে তালা মারা অবস্থাতেও বের হয়ে শোকেসে ফিরে আসতে পেরেছে, তাই সে দেখতে চেয়েছে আফসারা দূরে কোথাও গেলে পুতুলটা কী করে।

পুতুল যদি এই লম্বা পথ পারি দিতে পারে তাহলে বুঝতে হবে জাদুর গভীরতা ব্যাপক।

রাত হয়েছে অনেক আগেই। ইরফান নামাজ শেষ করে খুব পাতলা ধরণের হাতে লেখা কয়েকটা কাগজ বের করে। এই কাগজগুলো বেশ

BanglaBook.org

প্রাচীন ভাষায় লেখা। পড়তে কষ্ট হলেও থেমে থেমে পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে একটা জায়গায় এসে থমকে যায় সে।

আফসারার পুতুলের মতো না হলেও কাছাকাছি এক ধরণের পুতুলের জাদুর কথা লেখা আছে সেখানে। মানুষের রাশির উপর নির্ভর করে পুতুল বানানো হয়, তারপর যার উপর জাদু করা হবে তার কোন একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে পুতুলে আঁকা হয়। সাধারণ পুতুলের জাদুতে এই আঁকার ব্যাপারটা গুরুত্ব দেয়া হয় না। কিন্তু এই জাদুর ক্ষেত্রে এই আঁকার ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আর একটা ব্যাপার হচ্ছে, এই জাদুতে যার উপর জাদু করা হয় আঁকার মধ্যেই তার নাম লেখা থাকে। যদিও খালি চোখে সেগুলো দেখা যায় না।

এই জাদুর মূল বৈশিষ্ট্য থাকে স্বপ্ন জগতে প্রবেশ। স্বপ্ন জগতে প্রবেশের মাধ্যমে রোগির মনন আর মস্তিষ্কে জায়গা তৈরি করে নেয়া হয়। তারপর শুরু হয় মস্তিষ্কে চাপ প্রয়োগ করা, ফলে এক সময় রোগি প্রচণ্ড অস্থিরতা এবং মানসিক বেদনা অনুভব করে। ফলে এই জাদুতে রোগির স্মরণশক্তি কিংবা শারীরিক ক্ষতি হয় অনেক।

ইরফান বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকে। এক জায়গায় এসে সে ভয় পেয়ে যায়। এই জাদু যার উপর করা হয় সে মূল লক্ষ্য থাকে না। মূলত জাদুর পোষকের মতো কাজ করে সে। তার থেকে জাদু তখন অন্যান্য মানুষের উপর ছড়াতে থাকে। এবং এতে আশেপাশের মানুষেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই পুতুলের জাদুতে রোগির রোগের লক্ষণের সাথে আফসারার সব লক্ষণ মিলে যাচ্ছে, ভাবে ইরফান। কিন্তু কাগজে লেখাটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। এই জাদু থেকে কী করে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে কিছুই বলা নেই।

ভালো করে উল্টে পাল্টে দেখে ইরফান, কিন্তু কাগজে আর কিছুই নেই।

হতাশ হয় সে। পড়া শেষ করে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। বাইরে বেশ বাতাস। ঠাণ্ডা বাতাসে কেমন যেন ভেজা গন্ধ। আশেপাশে কোথাও ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে বোধহয়।

ইরফানের মনে চিন্তা হচ্ছে, গভীর চিন্তা। কী করবে সে? আফসারার চিকিৎসা সে কোন পদ্ধতিতে করবে এটা নিয়েই ভাবছে। আর রোগ যদি

BanglaBook.org

আশেপাশে ছড়াতে শুরু করে তাহলে প্রথমেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে আফসারার বাবা মা। আর যে জাদু করেছে তার উদ্দেশ্য হয়তো এটাই।

এমন সময় ফোন বেজে উঠে। ফোন রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে তৌহিদের গলা শুনতে পেলো সে।

"হ্যালো ইরফান সাহেব?" বলল তৌহিদ।

"হ্যা, কেমন আছেন তৌহিদ সাহেব?"

"ভালো না," বলেই আফসারা তার নানুর বাসায় আসার পরেই কী করে অজ্ঞান হয়ে যায় সেই বর্ণনা করে সে।

ইরফান জিজ্ঞেস করে অজ্ঞান হবার আগে আফসারা কিছু বলেছে কিনা। তৌহিদ জানায়, অজ্ঞান হবার আগে শুধু বলেছে, সে বাড়ি ফিরতে চায়। ডাক্তার ডাকা হয়েছে। একটু আগে তার জ্ঞান ফিরেছে। জ্ঞান ফিরে মোটামুটি স্বাভাবিক আছে। এখন কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না তারা।

ইরফান তাদের ভয় না পেতে বলে। আজ রাতটা পারলে যেন জেগে থাকা যায় সেটাই বলল সে। রাতটা কোনরকমে পার করুক, কাল সকালে দেখা যাবে। আর রাতে যদি অবস্থা খারাপ হয় তাহলে যেন তাকে ফোন করা হয়।

তৌহিদ তাকে জিজ্ঞেস করে ইরফান জাদুর ব্যাপারে কিছু বের করতে পেরেছে কিনা। ইরফান তাকে জানায় অনেকখানি অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু সে যা জানতে পেরেছে এই ব্যাপারে কিছুই বলে না।

ফোন রেখে আবার গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়। এই জাদুর শেকড় খুঁজে বের করতে হবে। আর এই জাদুর সাথে এখন পর্যন্ত যেহেতু একমাত্র যোগ আছে তৌহিদ এলাহির বড় ভাইয়ের, তাই তিনি দেশে ফেরার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

তবে আর একটা কাজ অবশ্য করা যায়। এই ভাবনা মাথায় আসতেই মোবাইল হাতে তুলে একটা নাম্বার বের করে সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

"নানু, এই পানিটুকু খেয়ে নাও," বেশ আদুরে সুরে বললেন আফসারার নানি আকলিমা রৌশন।

আফসারা কোন প্রতিবাদ না করে কয়েক চুমুক দেয় পানির গ্লাসে। তার পাশে বিছানায় বসে আছে আফসানা। তৌহিদ একটু বাইরে হাঁটতে বের হয়েছে।

গতকাল রাতে জ্ঞান ফিরে আসার পর আর কোন সমস্যা হয়নি তার। এখন পর্যন্ত বেশ স্বাভাবিক আছে। মাঝখানে একবার শুধু বলেছিল, "আম্মু, বাড়ি যাবো।"

রাতে ঘুমানোর সময়ও তেমন কোন ঝামেলা করেনি সে। ঢাকায় যেমন রাতে মা বাবা কাউকে সাথে ঘুমাতে দেয় না, কিন্তু কাল একেবারে স্বাভাবিক অবস্থায় মা বাবার মাঝখানে ঘুমিয়েছে, একেবারে লক্ষী মেয়ের মতো।

সকালেই তার নানি আকলিমা গিয়েছিলেন লহমত শাহ বাবার দরগায়। সেখান থেকে পানি পড়া নিয়ে এসেছেন তিনি। আকলিমার বয়স প্রায় পঞ্চান্ন, তবে শরীরের গড়ন এখনও শক্ত। স্বামী হারিয়েছেন গত বছর। তবে একাই সামলে চলছেন পুরো সাম্রাজ্য।

সাম্রাজ্যই বলতে হবে। আফসানার বাবা ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম বড় চা ব্যবসায়ি। চা রপ্তানির বেশিরভাগ বাজার ছিল তার দখলে। আর সেখান থেকেই আসে প্রচুর টাকা, গড়ে উঠে রৌশন সাম্রাজ্য। এই বিশাল বাড়ি, সিলেট এবং হবিগঞ্জে বেশ কয়েকটা চা বাগানের মালিক তিনি। দুই ছেলে আর এক মেয়ে রেখে মারা যান। ভাই বোনদের মধ্যে আফসানা সবার ছোট। আর বেশ আদুরে মেয়ে বলেই তার মেয়ে আফসারার প্রতি যত্নও যেন একটু বেশি।

তাইতো সকালে ঘুম থেকে উঠে লহমত শাহ বাবার দরগারে ছুটে গেছেন আকলিমা। বাবার কাছে যেয়ে সব খুলে বললেন, বাবা পানি পড়া দিয়ে বলেন নাতনিকে তার কাছে নিয়ে যেতে। তিনি একবার দেখতে চান তাকে।

BanglaBook.org

আকলিমা সেই কথা আফসানাকে বলেছেন। আফসানা অবশ্য হ্যা বা না কিছুই বলেনি।

তবে রৌশন ভিলায় যেন আনন্দের বাণ ডেকেছে। সকাল থেকেই হৈ হুল্লোড় চলছে। গত রাতে আফসারা অজ্ঞান হয়ে পড়ায় আনন্দ শুরু করা সম্ভব হয়নি। তবে এখন সে স্বাভাবিক হওয়ায় আনন্দ আর হৈ হুল্লোড় শুরু হয়েছে পুরো মাত্রায়।

গান বাজনা বাজতে শুরু করেছে। আফসারার মামাতো ভাই বোনেরা এর মধ্যেই তাকে ঘিরে রেখেছে। সবার মধ্যমণি যেন সে। তবে আফসারা একেবারে চুপচাপ। কথা বার্তা বলছে খুবই সামান্য।

বিকেলে তাকে নিয়ে লহমত শাহ বাবার দরগায় এসেছেন আকলিমা রৌশন ও আফসানা। তৌহিদ আসতে রাজি হয়নি। সে এসব পীর ফকিরদের উপর তেমন ভরসা করতে পারে না।

লহমত শাহ বাবার দরগা বিশাল। চার তলা বাড়ির সামনে বিশাল তোরণ, আর সেখানে বড় করে লেখা *লহমত শাহ বাবার দরগা*।

লাল কাপড় মাথায় বাঁধা লোকজন মূল গেটে পাহারা দিচ্ছে। বাবার দরগার ভেতরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ কড়া। কিন্তু আকলিমাকে দেখে তাদের কেউ আটকাল না। আকলিমা শুধু বাবার একজন মুরিদ না, তিনি বাবার সবচেয়ে বড় ডোনার। প্রতি বছর বাবার ওরশে তিনি জোড়া মহিষ দান করেন আর প্রচুর টাকার পরিমাণ তো আছেই। তাই এখানে আলাদা খাতির যত্ন পেয়ে থাকেন।

তাকে দেখেই এক মহিলা খাদেম তাদের বিশাল এক রুমে নিয়ে এলো। রুমটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। রুমে আরও কয়েকজন পুরুষ এবং মহিলা বসে আছে। এই রুমের পাশের রুমটিই হচ্ছে লহমত শাহ বাবার।

একটু পরেই ডাক পড়ে আকলিমা রৌশনের। মেয়ে আর নাতনিকে নিয়ে বাবার ঘরে প্রবেশ করেন তিনি।

রুমের মাঝখানে লহমত শাহ বাবা একটা লুঙি পরে জলচৌকির উপর বসে আছেন। বাবার শরীর কুচকুচে কালো, বেশ শুকনো মানুষ। চুলগুলো সাদা কালোর মিশ্রণ, চোখের দৃষ্টি বেশ প্রখর। পাশেই একটা হুঁকো রাখা, আর তার নল বাবার মুখে। রুমে আলো আঁধারির খেলা। কোন জানালা নেই রুমে, কিন্তু এসির বাতাসে ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

BanglaBook.org

বাবার সামনে এসে বসলেন আকলিমা, তার পাশে মেয়ে আর নাতনিকে বসতে ইশারা করলেন। এক খাদেম বাবার কানে কানে কী যেন বলে গেলো। বাবা কিছু বললেন না, শুধু মাথা নাড়লেন। চলে গেলো খাদেম। পুরো ঘরে শুধু চারজন মানুষ।

"কি হয়েছে রে মা," হুঁকোর নলে টান দিয়ে বললেন লহমত শাহ।

"আমার নাতনির সমস্যা বাবা, সকালে এসেছিলাম, আপনি বললেন তাকে নিয়ে আসতে। তাই নিয়ে এসেছি তাকে," বলেই আফসারাকে নিজের কোলে নিলেন আকলিমা।

আফসারার দিকে ভালো করে তাকালেন বাবা। তারপর চোখ বন্ধ করে বললেন, "ভয়ানক সমস্যা।"

এই কথা শুনে আকলিমা আর আফসানা দুজনেই ভয় পেয়ে গেলো। আকলিমা বললেন, "কী সমস্যা বাবা?"

"বদ নজর পড়েছে। খুব কঠিন নজর। কালো জাদু।"

এই কথা শুনে আরও বেশি ভয় পেয়ে গেলেন আকলিমা। কিন্তু আফসানার মুখের ভাব বেশি পরিবর্তন হল না। ইরফানের কাছ থেকে এর আগেই এ ব্যাপারে জানতে পেরেছেন তিনি।

"কী বলেন বাবা, কালো জাদু? আমার নাতনিকে কে জাদু করবে?"

"কে করেছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। তবে তার আগে জাদু কাটাতে হবে," বাবা চোখ বন্ধ রেখেই বললেন।

"কী করতে হবে বাবা?"

"বেশ কঠিন কিছু কাজ। জোগাড় যন্ত্র বেশ কঠিন। মহিষের মাথার শিং আর কালো গরুর অণ্ডকোষ, শূকরের রক্তে মিশিয়ে সেই রক্ত দিয়ে গোসল করাতে হবে। আর দুটা তাবিজ দেবো, সেগুলো গলায় পরতে হবে। আশা করি সুস্থ হয়ে যাবে। আর মেয়ে সুস্থ হলে পরে যে জাদু করেছে তাকে খুঁজে বের করে শায়েস্তা করতে হবে। কতো বড় সাহস, আমার মুরিদের নাতনিকে জাদু করে," বলে থামলেন লহমত শাহ বাবা।

এই কথা শুনে অনেক ভয় পেয়ে গেলেন আকলিমা। তবে আফসানা বেশ অবাক হয়েছে। কী বলে লোকটা, তার নিজের কখনও পীর ফকিরের বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু আফসারার জন্মই তো হয়েছে পীর ফকিরদের কাছে দৌড়িয়ে। তাছাড়া মায়ের উপর কথাও বলতে পারে না সে। তাই কিছুই বলল না।

BanglaBook.org

"কবে গোসল করাবেন বাবা?" জিজ্ঞেস করলেন আকলিমা।

"আজকেই করাতে হবে। দেরি করা ঠিক হবে না। আমার খাদেমকে বলে দিচ্ছি, ও জোগাড়যন্ত্র করবে। আপনারা পাশের ঘরে অপেক্ষা করুন। জোগাড়যন্ত্র হলেই আমি নিজে গোসল করাবো," বলে আবার হুঁকোয় টান দিলেন বাবা।

আকলিমা কিছু বললেন না আর। উঠে বের হয়ে এলেন রুম থেকে। তারা বের হতেই এক খাদেম ভেতরে প্রবেশ করলো। বাবা তার কানে কানে কী যেন বললেন। সেই খাদেম বের হয়ে তাদের একটা ছোট রুমে নিয়ে গেলো। সেখানে সোফা আছে।

খাদেম তাদের বলল, "এখানে বসুন। আর আপনাদের কাজের জন্য প্রায় দেড় লাখ টাকা লাগবে। শূকর, কালো গরু আর মহিষ জোগাড় করতে হবে।"

আকলিমা রৌশন যেন জানতেন এমন হবে। তিনি টাকা সাথে করে নিয়ে এসেছেন। ব্যাগ থেকে টাকার বান্ডিল বের করলেন তিনি। তারপর গুণে গুণে খাদেমের কাছে তুলে দিলেন টাকা।

খাদেম চলে গেলে আফসানা বলল, "এতগুলো টাকা দিয়ে দিলে মা?"

আকলিমা যেন অবাক হলেন মেয়ের এমন কথা শুনে। তিনি বললেন, "এর চাইতেও অনেক বেশি টাকা দিয়েছি। বাবা অনেক কামেল মানুষ। দেখ, আজকের পর তোর মেয়ে সুস্থ হয়ে যাবে।"

"কিন্তু আমার কেমন যেন লাগছে। শূকরের রক্ত, একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেলো না?"

"কী বলিস? এর চাইতেও কঠিন কতো কাজ আছে। তুই চিন্তা করিস না। আফসারা, নানু, তোমার কেমন লাগছে এখন?" আফসারার দিকে তাকিয়ে বললেন আকলিমা।

আফসারা কিছুই বলল না। সে মায়ের মোবাইলে গেমস খেলছে। তার পুরো মনোযোগ মোবাইলের পর্দায়।

প্রায় দুই ঘণ্টা পর তাদের ডাক পড়ল। বাড়ির ছাদে নিয়ে যাওয়া হল তাদের। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। বাইরে অন্ধকার, পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় সন্ধ্যা একটু আগেই এসে পড়ে। কিন্তু ছাদে বেশ আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশাল বাতিতে পুরো ছাদ ঝলমল করছে।

BanglaBook.org

ছাদে আয়োজন চলছে। একটা বিশাল বাথটাবে রক্ত ঢালা হল। তাতে মহিষের শিঙের গুঁড়া মেশানো হল। তারপর মেশানো হল কালো গরুর অণ্ডকোষের পেস্ট। সেগুলো খুব ভালো করে মেশানোর পর লহমত শাহ বাবা এলেন। খাদেমরা বাবাকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

বাবা এসেই আফসারাকে ইশারা করলেন কাছে নিয়ে আসতে। আকলিমা নাতনিকে নিয়ে গেলেন বাবার কাছে।

আফসারা সবকিছু দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছে। সে মায়ের কোল ছাড়তে চাইছে না। মাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

মেয়ের এমন আচরণে মাকে বলল আফসানা, "মা, এসব না করলে হয় না?"

"আরে কী বলিস, কিছু হবে না। তুই কী চাস না, মেয়ে সুস্থ হোক?" বললেন আকলিমা।

তারপর একপ্রকার জোর করে আফসারাকে টেনে কোলে নিলেন তিনি। আফসারা কান্না শুরু করে দিয়েছে।

লহমত শাহ বাবা আফসারাকে নিয়ে একটা পিঁড়িতে বসাতে বললেন। আফসারাকে সেখানে বসাতেই দুজন মহিলা খাদেম তাকে জোর করে ধরে রাখল।

আফসারা কান্না করে যাচ্ছে। আর বাবা লহমত শাহ বাথটাব থেকে রক্তের মিশ্রণ ঢালতে শুরু করলেন আফসারার মাথায়। রক্ত ঢালার সময় বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে শুরু করলেন তিনি।

যতই পানি ঢালছেন আফসারার কান্না ততোই বেড়ে যাচ্ছে। মেয়ের কান্না শুনে নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না আফসানা। তাকে ধরে রেখেছে আকলিমা।

BanglaBook.org

পুরো রক্ত ঢেলে গোসল করাল লহমত শাহ। আফসারা তখনও কান্না করে যাচ্ছে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে কান্না করছে সে। গলা যেন চিড়ে যাবে এমনভাবে কান্না করছে সে।

গোসল শেষ হয়ে এলে কান্না থামিয়ে দিলো আফসারা। হঠাৎ শান্ত হয়ে গেছে যেন সে।

লাল রঙের একটা কাপড় নিয়ে এলো এক মহিলা খাদেম। সে আফসারাকে নিয়ে গেলো পাশের রুমে। সেখান থেকে সেই লাল কাপড়

পরিয়ে নিয়ে এলো। আফসারা কোন কিছুতেই কোন বাঁধা দিচ্ছে না। কোন কথাও বলছে না সে, একেবারে শান্ত হয়ে গেছে।

মেয়ের এমন আচরণে ভয় পেয়ে গেলো আফসানা। তবে আকলিমা কিছু বললেন না। গোসল পর্ব শেষ করে লহমত শাহ দুটো তাবিজ নিজে আফসারার গলায় পরিয়ে দিলেন।

লহমত শাহ বাবার দরগা থেকে ফেরার পথে গাড়িতেই আফসারার শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করলো। মেয়ের শরীরে হাত দিয়ে ভয় পেয়ে গেলো আফসানা।

প্রচন্ড জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে যেন আফসারার শরীর।

তারা যখন বাসায় ফিরে এলো তখন আফসারা জ্বরে আবোল তাবোল বকা শুরু করে দিয়েছে। তার চোখের দৃষ্টি ঘোলা হয়ে গেছে। তার মুখ থেকে শুধু একটা কথাই বের হচ্ছে, "কুরুকারা! কুরুকারা! কুরুকারা!"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

সিদ্দিকুর রহমান নামের এক লোককে এর মধ্যেই কাজে লাগিয়ে দিয়েছে ইরফান। পুতুল আর রোগির বর্ণনা জানিয়ে খোঁজ নিতে বলেছে। রাঙামাটি বা তার আশেপাশের এলাকায় সেই জাদুকরকে পাওয়া যাবে বলে প্রাথমিক ধারণা দিয়েছে সে।

সারা রাত ভালো ঘুম হয়নি তার। হিজামার কারণে পিঠে চুলকানি হচ্ছিল হালকা, এপাশ ওপাশ করে কাটিয়েছে রাতটা। সকালে ফজরের নামাজ পড়ে তাই আবার ঘুমাতে গেলো সে।

মোবাইলের শব্দে ঘুম ভাঙল ইরফানের। "হ্যালো," ঘুম জড়িত কণ্ঠে বলল সে।

ওপাশ থেকে তৌহিদের শঙ্কিত কণ্ঠ শুনতে পেলো, "হ্যালো, ইরফান সাহেব?"

"জি, বলুন, কেমন আছেন?" তৌহিদের কণ্ঠ শুনে ঘুম কেটে গেছে চোখ থেকে। বিছানায় উঠে বসেছে সে।

"ভালো না, রাত থেকে আফসারার প্রচণ্ড জ্বর।"

তৌহিদের কণ্ঠে শঙ্কা বেশ ভালো করেই টের পেলো ইরফান। শুধু বলল, "কী হয়েছে? হঠাৎ জ্বর? ডাক্তার দেখিয়েছেন?"

"আর বলবেন না, কাল রাতে অনেক ঝামেলা হয়েছে। ঢাকায় এসে সব বলবো। ডাক্তার দেখিয়েছি, তিনি বলেছেন হাসপাতালে ভর্তি করতে। আফসারার রক্ত চলাচল নাকি স্বাভাবিক না," বলল তৌহিদ।

ইরফান বুঝতে পারলো শুধু জ্বর হওয়া মূল ব্যাপার না, এর পেছনে বড় কোন ঘটনা আছে, তা না হলে এতো সকালে তাকে ফোন দিতো না ভদ্রলোক। তাই সে জিজ্ঞেস করলো, "শুধু জ্বর, নাকি আরও কোন সমস্যা আছে?"

তৌহিদ কিছুটা সময় নিল ফোনে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে সে বলল, "জ্বরের ঘোরে শুধু *কুরুকারা* বলছে, আর মাঝে মধ্যে বলছে বাড়ি ফিরে যাবে। আমি কী করব বুঝতে পারছি না। এখানে হাসপাতালে নিয়ে যাব নাকি ঢাকায় নিয়ে আসব বুঝতে পারছি না।"

BanglaBook.org

ইরফান দ্রুত চিন্তা করলো। লম্বা পথ জ্বর নিয়ে ভ্রমণ করা মোটেই ঠিক হবে না আফসারার। তাই বলল, "এক কাজ করুন, সিলেট মেডিক্যালে নিয়ে যান, সেখানে জ্বর কমাবার ব্যবস্থা করুন। জ্বর কমলে দ্রুত সময়ে ঢাকা নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন।"

"আচ্ছা," বলে চুপ হল তৌহিদ। কিছু সময় পর সে বলল, "আচ্ছা, ইরফান সাহেব, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"

"জি, করুন।"

"আফসারা কী সুস্থ হবে?"

এই প্রশ্নের উত্তর কী হবে সেটা জানে না ইরফান। সুস্থতা বা অসুস্থতা তো তার হাতে না। তবে নিজের উপর বিশ্বাস রেখেই সে বলল, "ইনশাআল্লাহ্, আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন, আর আমাকে একটু সময় দিন। জ্বর কমলেই দ্রুত তাকে ঢাকা নিয়ে আসুন। পারলে প্লেনে করে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন।"

"আচ্ছা, পরবর্তী আপডেট আপনাকে জানাবো," বলেই ফোন রেখে দিলো তৌহিদ।

ইরফান ফোন রেখে বিছানা থেকে নামে, হাত মুখ ধুয়ে সে বারান্দায় এসে বসে। বাইরে মেঘ জমেছে, মেঘলা আবহাওয়া। রাতে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছে, নিচের রাস্তা ভেজা দেখা যাচ্ছে। নিচের হোটেলে ফোন দেয় সকালের নাস্তার জন্য।

ইরফান বসে বসে ভাবে আজ সারা দিনে তার কী কী কাজ আছে। বেশ কয়েকটা কাজের লিস্ট করে ফেলে সে। তৌহিদের বড় ভাইয়ের সাথে কথা বলতে হবে, জাদুকরকে খুঁজে বের করতে হবে, কী ধরণের জাদু করা হয়েছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে, তারপর শুরু করতে হবে চিকিৎসা।

কী ধরণের জাদু করা হয়েছে সেটা মোটামুটি বুঝে ফেলেছে সে। তবে একটা ব্যাপার শুধু নিশ্চিত হতে হবে চিকিৎসার আগে। আর তার জন্য জাদুকরকে খুঁজে বের করা কিংবা তৌহিদের ভাইয়ের সাথে কথা বলা জরুরি।

চিকিৎসা নিয়ে বেশি ভাবছে না সে, চিকিৎসা জটিল হলেও তার কাছে এটা বেশ সহজ একটা কাজ।

সে বরং ভাবছে জাদুকরের কথা। এমন কঠিন জাদু যে জানে সে খুবই ভয়ঙ্কর লোক, আর তার অস্তিত্ব থাকাটাই হচ্ছে ভয়ের কথা। এই ধরণের

BanglaBook.org

জাদু যারা করতে পারে তারা মানুষের মন নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। আর এটা সত্যিই খুবই ভয়ঙ্কর কথা।

এ ধরণের জাদুকর থাকলে তার মোকাবেলা কী করে করতে হবে সেটা নিয়েই ভাবছে ইরফান। জাদুকর মানেই তার নিজের জাদু রক্ষা করতে চাইবে, তাই যখন সে চিকিৎসা শুরু করবে তখন সেই জাদুকরের প্রতিক্রিয়া কী হয় সেটাই চিন্তার বিষয়।

তবে আফসারার জ্বর নিয়েও একটু ভাবছে সে। কুরুকারার নাম নিচ্ছে জ্বরের ঘোরে, এটা মোটেই ভালো লক্ষণ না। এর মানেই হচ্ছে, জাদুকর মেয়ের মন নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হচ্ছে। তবে পুতুল যেহেতু সিলেট পর্যন্ত যেতে পারেনি, গেলে অবশ্যই তৌহিদ থাকে ফোনে জানাত, তাই একটা ব্যাপার বুঝা যাচ্ছে পুতুলের ক্ষমতা একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত। তবে পুতুল দিয়ে যে মন নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে।

দরজায় কলিং বেলের আওয়াজ শুনতে পেলো, নাস্তা চলে এসেছে বোধহয়। নাস্তা করে আবার পড়া শুরু করলো। একেবারে দুপুর পর্যন্ত টানা পড়াশোনা করে তৌহিদের ফোন পেয়ে উঠলো সে।

তৌহিদ জানালো, আফসারার জ্বর কমছে না। সে শুধু বলছে বাড়ি যাবে। তাই ডাক্তাররা পরামর্শ দিয়েছে তাকে ঢাকায় নিয়ে আসতে। একটু পরেই হেলিকপ্টারে করে রওনা দিবে তারা, একেবারে হাসপাতালে চলে আসবে।

ইরফান জানায় সে হাসপাতালে থাকবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

ইরফানের আর হাসপাতালে যেতে হয়নি। ঢাকায় নিয়ে আসার কিছুক্ষণ পরেই আফসারার জ্বর যেমন অস্বাভাবিকভাবে এসেছিলো ঠিক তেমনি অস্বাভাবিকভাবে চলে যায়। ইরফানকে ফোন করে ব্যাপারটা জানায় তৌহিদ।

হাসপাতালের ডাক্তাররা আফসারাকে ছাড়তে রাজি না হলেও, আফসারার জোরাজুরিতে তাকে রিলিজ দিতে বাধ্য হয় ডাক্তাররা। সে শুধু বলছিল, বাড়ি যাবে, বাড়ি যাবে।

বাড়িতে এসেই আফসারা নাকি একেবারে স্বাভাবিক। জ্বর কিংবা অস্বাভাবিক কোন আচরণ নেই তার মধ্যে।

ইরফান তাই একেবারে আফসারাদের বাসায় চলে যায়। মাত্র দুই দিনেই আফসারার চেহারায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখ ঢুকে গেছে ভেতরে। চোখের নিচে কালিও পড়েছে।

আফসারা শুয়ে আছে তার রুমে। তার পাশে গিয়ে বসলো ইরফান। তৌহিদ আর আফসানা ভ্রমণ আর মেয়ের চিন্তায় ক্লান্ত। তাদের চেহারায়ও ক্লান্তির ছাপ চোখে পড়ছে।

ইরফান আফসারার কপাল ছুঁয়ে দেখল। জ্বর নেই, তবে ত্বক কেমন যেন খসখসে। এটা মোটেই ভালো লক্ষণ না।

তৌহিদ এবং আফসানা দুজনেই রুম থেকে বের হয়ে হয়ে যায়। রুমের মধ্যে শুধু ইরফান আর আফসারা।

আফসারার মুখের কাছে নিজের মুখ নিয়ে বলে ইরফান, "কেমন আছো?"

আফসারা কোন প্রকার জড়তা ছাড়াই উত্তর দেয়, "ভালো।"

ইরফান তাকে বলে, "আচ্ছা, কুরুকারা কে?"

আফসারা শোকেসে থাকা একমাত্র পুতুলের দিকে আঙুল তুলে দেখায়। ইরফান তাকায় সেই পুতুলের দিকে, যার হাসিতে শরীরে হিম বয়ে যায়। অপার্থিব হাসিতে সেই পুতুল চেয়ে আছে তাদের দিকে। যেন বোঝাতে চাইছে তার ক্ষমতা।

BanglaBook.org

"কুরুকারা কী তোমার বন্ধু?" জিজ্ঞেস করে ইরফান।

"হ্যা," উত্তর দেয় আফসারা।

"কেমন বন্ধু সে?"

"ভালো।"

"আচ্ছা, স্বপ্নে যে তোমাকে ভয় দেখায় সে দেখতে কেমন?"

কিছুটা ভাবে আফসারা। তবে আগের মতো ভয় পায় না। অন্তত তার চেহারায় সেরকম কোন কিছু দেখতে পায় না ইরফান।

ভেবে উত্তর দেয় আফসারা, "অনেকটা কুরুকারার মতো।"

"কুরুকারার মতো?" অবাক হয় ইরফান।

"হ্যা, কিন্তু ও কুরুকারা না। কুরুকারা ভালো।"

"আচ্ছা। তোমার এখন কেমন লাগছে?"

"ভালো।"

"তুমি যখন তোমার নানুর বাসায় ছিলে তখন কী কোন ধরণের খারাপ লেগেছিল?"

"হ্যা, ঐ বাজে লোকটা আমাকে যখন পচা পানি দিয়ে গোসল করাচ্ছিল তখন আমার খুব খারাপ লাগছিলো।"

"বাজে লোক? গোসল? মানে কী?"

"আমি সব বলতে পারবো না। আম্মু বলতে পারবে।" আর কিছু বলে না আফসারা।

"আচ্ছা, আমি তোমার আম্মুকে জিজ্ঞেস করবো। তোমার নানু বাড়িতে কী কুরুকারার সাথে তোমার কথা হয়েছে?" এই প্রশ্নটা করেই ফেলল ইরফান।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আফসারা বলে, "কুরুকারা তো সব সময় আমার সাথে কথা বলে।"

এবার সত্যি অবাক হয় ইরফান, সেই সাথে কিছুটা আতঙ্কিতও হয় সে। "সব সময় মানে?"

"আমি যখন বাসায় থাকি না তখন ও আমার পাশে থাকে, আমার সাথে কথা বলে।"

"বাসায় যখন থাকো তখন কথা বলে না?"

"না, তখন কথা বলবে কেন? ও তো বাসাতেই আছে।"

ইরফান চুপ হয়ে থাকে। ব্যাপারটা আসলেই খারাপের দিকে আগাচ্ছে।

BanglaBook.org

পুতুলের ভেতর যে জাদু আছে তা এখন মোটামুটি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করেছে আফসারাকে। কিন্তু এখানেই থামবে না সে।

ইরফান সিদ্ধান্ত নেয়, আফসারার মায়ের সাথে কথা বলবে। সে আফসারাকে বলে, "তোমার আম্মুকে ডাক দাও তো।"

আফসারা তার মাকে ডাক দিলে আফসানা আর তৌহিদ দুজনেই ঘরে ঢুকে। তবে তাদের চেহারা অনেক থমথমে। আবার ঝগড়া হয়েছে বোঝা যাচ্ছে।

"কী মা?" জিজ্ঞেস করে আফসানা? "কী হয়েছে?"

ইরফানকে দেখিয়ে আফসারা বলে, "উনি তোমাকে ডাকতে বলেছেন।"

ইরফান তাদের লক্ষ্য করে বলে, "আফসারা কী যেন বলছিল, এক লোকের কথা, পচা পানি দিয়ে গোসলের কথা। কী হয়েছে বলুন তো?"

আফসানা মুখ খুললেও কথা বলে তৌহিদ, "আমার শাশুড়ি নিয়ে গিয়েছিল এক পাগলের কাছে। নিজেও যেমন পাগল, নিয়ে গেছে এক পাগলের কাছে।"

এ কথা শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে আফসানা। "খবরদার, আমার মাকে নিয়ে আজে বাজে কথা বলবে না।"

"কেন বলবো না? তিনিই তো আফসারাকে ঐ বাবা না কী ভণ্ড, তার কাছে নিয়ে যাননি? ঐ লোক কিসব করেছে, আর তারপর থেকেই তো মেয়ে আমার অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

"ও, আমার মা নিয়ে গেছে। আর তোমার ভাই যে মেয়েকে জাদু করে অসুস্থ করে তুলেছে তার কী হবে?"

"আমার ভাইকে নিয়ে কথা বলবে না।"

"কেন বলবো না? তিনিই জাদু করেছেন, আমার মেয়েকে অসুস্থ করে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছেন তিনি। আফসারা মারা গেলে কার লাভ বল? তোমার ভাই আর ভাইয়ের ছেলে মেয়েদের। তাই না?"

"এসব উল্টা পাল্টা কথা বলবে না। আমার ভাইকে আমি চিনি। তিনি এমন করতে যাবেন না। আর তিনি আফসারাকে কতোটা ভালোবাসেন তুমি নিজেও তা জান।"

"উপর দিয়ে ভালোবাসা দেখালেই হয় না, ভেতরে তলে তলে কতো কি করছে কে জানে?"

BanglaBook.org

দুজনের এরকম ঝগড়া দেখে ইরফান কী বলবে কিছুই বুঝতে পারে না। সে বসে থাকে আফসারার পাশে। আফসারাও নির্বিকার, মা বাবার তর্ক দেখছে সে।

ইরফান তাদের শান্ত হতে বলে, অন্তত আফসারার সামনে এমন কথা না বলার অনুরোধ করে সে।

ইরফানের কথায় অথবা আফসারাকে দেখে, শান্ত হয় দুজনেই।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ হয়ে থাকে। পিন পতন নীরবতা বিরাজ করছে রুমে। সেই নীরবতা ভাঙে তৌহিদ। "আর জাদুর ব্যাপারটা তো সত্যি নাও হতে পারে। ইরফান সাহেব যা বলছেন তা তো ভুলও হতে পারে। হয়তো আফসারার মানসিক কোন অসুখ করেছে।"

ইরফান একবার তাকায় তৌহিদের দিকে, আরেকবার তাকায় আফসানার দিকে। তারপর বলে, "আমি সত্যি বলছি কিনা তা বোঝা যাবে কয়েক দিনের মধ্যেই," এরপর হেঁটে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

বাইরে অন্ধকার, কিন্তু ব্যস্ত ঢাকা শহর। বাতাস বইছে প্রচুর। আজও হয়তো বৃষ্টি নামবে। বাইরে চঞ্চলতা, কিন্তু ঘরের ভেতরটা কেমন যেন বিষন্ন।

ফোনের আওয়াজে সচকিত হয় সবাই। ইরফান মোবাইল ফোন বের করে দেখে, সিদ্দিকুর ফোন দিয়েছে।

"হ্যালো," বলল সে।

"স্যার, আমি পুরা রাঙামাটি খুঁজ চালাইছি, কিন্তু আপনি যেরকম কবরেজের কথা কইছেন হেইরকম খুইজা পাইলাম না," ওপাশ থেকে বলে সিদ্দিকুর।

"আচ্ছা, পুতুল নিয়ে যারা কাজ করে তাদের সাথে কথা বলেছিলে?"

"হ স্যার। তারা এই কাম করে নাই।"

"তুমি নিশ্চিত?"

"হ স্যার, পুতুল নিয়া কাম করে মাত্র দুইজন। দুইজনই মাইয়া। আমি দুইজনের লগেই কথা কইছি।"

"আচ্ছা, তাহলে আশেপাশে কোথাও খোঁজ কর। অন্তত আরও দুইদিন খোঁজ চালাবে।"

"জে আচ্ছা স্যার," বলেই সিদ্দিক ফোন রেখে দেয়।

ইরফান ভেবে পায় না কী করবে। চিকিৎসা শুরু করবে কিনা এটা

BanglaBook.org

নিয়েই ভাবছে। তবে তার আগে তৌহিদের ভাইয়ের সাথে কথা বলতে হবে। সে তৌহিদকে জিজ্ঞেস করে, "আপনার ভাই আসবেন কবে?"

"আমি আজ আমার ভাতিজার সাথে কথা বলেছি। আগামিকাল ল্যান্ড করার কথা তার।"

"আচ্ছা, তাহলে কাল যে করেই হোক আপনার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে হবে। তার সাথে কথা বললে অনেক বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। আর তারপরেই আমি চিকিৎসা শুরু করবো।"

"চিকিৎসা এখন শুরু করলে কী সমস্যা?" জিজ্ঞেস করে তৌহিদ।

এটা নিয়ে ইরফান নিজেও ভেবেছে। কিন্তু এখন চিকিৎসা শুরু করা যাবে না কেন সেটা বলল না সে, শুধু বলল, "আছে, একটু সমস্যা আছে। রোগের কারণ না জেনে আমি চিকিৎসা কী করবো বলুন? আন্দাজে চিকিৎসা করে রোগির অবস্থা আরও খারাপ করে দেবার কোন মানে হয় না।"

তৌহিদ নিজেও কোন কথা বলে না।

ইরফান এবার বলে, "আমি আজ আসি। কাল আপনার ভাই আসলে আমাকে জানাবেন, তার সাথে যে করেই হোক কথা বলতে হবে," বলে উঠে দাঁড়ায় সে।

রুম থেকে বের হতে যাবে এমন সময় আফসানা তাকে বলে, "আপনার সাথে আমার কথা আছে একটু। পাশের ঘরে একটু আসুন দয়া করে।"

তৌহিদ আর ইরফান দুজনেই অবাক হয়। আফসানা কী বলবে? তবে রাজি হয় ইরফান। পাশের ঘরে এসে দাঁড়ায় দুজনে।

পর্দা টেনে দেয় আফসানা। তারপর বলে, "আপনাকে একটা কথা বলবো বলবো করেও বলা হচ্ছিল না। কিন্তু আজ ভাবছি বলাই উচিত।"

"অবশ্যই, বলুন।"

"কাউকে বলবেন না তো? কথা দিন, এমনকি আমার স্বামিকেও না।"

"আচ্ছা কথা দিলাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

কিছুক্ষণ ইতস্তত করলো আফসানা। মনের সাথে যুদ্ধ করছে যেন। তারপর সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলল, "গত দুই রাত ধরে আমিও বাজে স্বপ্ন দেখছি। আফসারা যেমন দেখে অনেকটাই তেমন।"

ইরফান হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলো আফসানার চেহারার দিকে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

গতরাত থেকেই ইরফান বেশ চিন্তামগ্ন। আফসানার কথা শুনে তার চিন্তার রেখা আরও প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। এটা মোটামুটি নিশ্চিত, পুতুলের জাদু আফসারার মন নিয়ন্ত্রণ করে জাদুর রেশ ছড়াচ্ছে আশেপাশে। আর এর প্রভাব পড়েছে আফসানার উপর।

এই জাদুর প্রভাব আরও বাড়তে থাকবে, প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় পতিত হবে আশেপাশের মানুষজন। যদিও আফসারা হয়তো ততোটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কিন্তু তারপরেও বলা যায় না, বাচ্চা মেয়েটারও ক্ষতি হতে পারে।

সুতরাং সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজ তৌহিদের ভাইয়ের সাথে কথা বলে চিকিৎসা কিভাবে শুরু করবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

প্রস্তুত হচ্ছে সে।

তৌহিদ ফোন দিয়েছিল, তার ভাই ঢাকায় চলে এসেছে। সে আর তৌহিদ দুজনে মিলে যাবে তার ভাই তৌফিক এলাহির বাসায়।

তৌহিদ গাড়ি নিয়ে চলে এসেছে ইরফানের বাসার নিচে। ইরফান দেরী না করে বের হয়ে আসে। গাড়িতে চড়ে বসে সে। হালকা কুশলাদি বিনিময় হয় তাদের মধ্যে।

গাড়িতে পুতুল নিয়ে কথা হয়। তৌহিদ পুতুলটা ছিঁড়ে ফেলতে বলে, কিন্তু ইরফান রাজি হয় না। যদি এই পুতুলে জাদু করা হয়ে থাকে তাহলে এটা ছিঁড়তে গেলে আফসারার ক্ষতি হতে পারে। যদিও সে নিশ্চিত পুতুলটাতেই জাদু করা হয়েছে, কিন্তু এই পুতুলটা নষ্ট করতে গেলে আগে জানতে হবে কী ধরণের জাদু করা হয়েছে।

মানুষ সাধারণত জানে রাশিফল বের করা হয় জন্মের তারিখ দেখে। কিন্তু জাদুকরেরা মানুষের জন্মের তারিখ দেখে রাশিফল বের করে না। এই রাশি পত্রিকায় বা টেলিভিশনে দেয়া রাশিফলের রাশি নয়, এটা হচ্ছে সত্যিকারের রাশি।

জাদুকরেরা রাশিচক্রের হিসাব করে এই রাশি বের করে। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে প্রকৃতির আদি চারটি উপাদানের বৈশিষ্ট্য আছে। আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস, এই চারটি উপাদানের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক এক

BanglaBook.org

জনের উপর এক একটা উপাদানের প্রভাব থাকে বেশি। আর এটা হিসাব করে বের করেই নির্দিষ্ট জাদু করা হয়। আর ঠিক নির্দিষ্ট কী জাদু করা হয়েছে সেটা না জেনে চিকিৎসা করতে গেলে রোগির ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। এতক্ষণ ধরে তৌহিদ এলাহিকে এসব কথাই বুঝাচ্ছিল ইরফান।

তৌহিদ জিজ্ঞেস করে, "আপনি কী করে বুঝবেন যে কিসের জাদু করা হয়েছে?"

"এটা বুঝতে পারাই তো আমার কাজ। কিন্তু এর জন্য কয়েকটা কাজ করতে হবে," ইরফান বলল।

"কী কাজ?"

"জাদু আসলে অনেকভাবে করা হয়, কিন্তু আমার যা মনে হয়েছে, আপনার মেয়ের শরীরে সরাসরি এই জাদু করা হয়নি। মানে এই জাদুর প্রভাব সারাদিন থাকে না। শুধু রাতে ঘুমাতে গেলে তার উপর প্রভাব পড়ে। তবে এই জাদুর প্রতিক্রিয়া অন্যান্য জাদুর চাইতে বেশি। ধরেন যদি সর্বক্ষণ জাদু কাজ করে তাহলে সেটা ধরে চিকিৎসা করা অনেক সহজ, কিন্তু যে জাদু কয়েক মিনিট কিংবা কিছু সময়ের জন্য কাজ করে সেটা চিকিৎসা করা খুব কঠিন। "

"তার মানে?"

"চিন্তা করবেন না। এখনও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে। আর আল্লাহ মানুষকে এমন কোন সমস্যা দেন না যার সমাধান নেই। নিশ্চয় এই সমস্যার সমাধানও আছে। একটু ধৈর্য ধরতে হবে।"

"আচ্ছা, আমার মেয়ের উপর যে জাদু করা হয়েছে বললেন, এর ফলাফল কীরকম হতে পারে? মানে বলতে চাইছিলাম শুধু স্বপ্ন দেখলে তো আর কোন সমস্যা নেই।"

"না ঠিক বললেন না কথাটি। এই জাদুর প্রভাব কাজ করে সরাসরি মস্তিষ্কে। আপনার মেয়ের মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলেছে, এখনও আপনার মেয়ের উপর জাদুর প্রভাব বেশিদিন কাজ শুরু করেনি। কিন্তু এই স্বপ্ন দেখার মাত্রা দিন দিন বাড়বে, এক সময় সে দিনের বেলায়ও ভয় পাবে। আর তার চাইতে বড় কথা এই জাদু মস্তিষ্কে কাজ করে বিধায় আপনার মেয়ে পাগল কিংবা মস্তিষ্কে সমস্যার কারনে মারাও যেতে পারে। আর এই জাদুর আসল কাজ হচ্ছে মন নিয়ন্ত্রণ করা, এবং সেখান থেকে আশেপাশের মানুষদের ক্ষতি করার চেষ্টা করা।"

BanglaBook.org

এই কথা শুনে চমকে উঠল তৌহিদ এলাহি। "আপনি শুধু বলুন আমাকে কী করতে হবে, আমি সব করতে রাজি আছি।"

"আপনার ভাইয়ের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন?"

"খুব ভালো। আমার স্ত্রির কথায় আবার আমার ভাইকে অপরাধী ভাববেন না। আমার ভাই এরকম কিছু করতে পারে না।"

"আপনার ভাইয়ের ছেলে মেয়ে কয়জন?"

"দুই ছেলে, দুই মেয়ে। আপনি কী উনাদের নিয়ে কিছু ভাবছেন? দয়া করে এমনটা ভাববেন না। আমার ভাই আমাকে ছোটবেলা থেকে অনেক কষ্ট করে মানুষ করেছেন। উনি এরকম কাজ করতে পারেন না।"

"আচ্ছা। বুঝতে পেরেছি। আপনাদের বাসায় কাজের লোক কয়জন?"

"দুজন বুয়া আছে, দুজনেই ছুটা বুয়া। সকালে আসে একজন, আরেকজন আসে বিকেলে, এসে কাজটাজ করে দিয়ে চলে যায়।"

ইরফান আর কিছু বলে না। গাড়ি এসে থামে একটা পাঁচ তলা ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে। গেটে দারোয়ানকে পরিচয় দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে তারা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

বেশ কয়েক রাত ধরে ঠিকমতো ঘুমাতে পারছে না আফসানা। একে মেয়ের চিন্তা তারপর আবার কয়েকদিন ধরে সে নিজেই রাতে দুঃস্বপ্ন দেখছে।

তবে নিজের দুঃস্বপ্ন নিয়ে যতই না ভাবছে সে তার চেয়ে মেয়েকে নিয়েই চিন্তা বেশি তার। মেয়ে কবে সুস্থ হবে সেটাই তার একমাত্র ভাবনা।

সারাদিন ঠিকমতো ঘরের কোন কাজ করতে পারে না। আফসারাকে স্কুলে নিয়ে গিয়ে বসে থাকতে হয়। আগে স্কুলে দিয়ে ফিরে আসলেও এখন আর ভরসা করতে পারে না। তার উপর প্রায় রাতেই আফসারার কান্না শুনে জেগে উঠতে হয়।

তবে এর চেয়েও সবচেয়ে কষ্টের ব্যাপার হচ্ছে তৌহিদ তাকে একদমই সময় দিচ্ছে না। মাঝ বয়সে সব দম্পতির মধ্যে এক ধরণের ক্রাইসিস যায়, কিন্তু তৌহিদ ব্যাপারটা একেবারেই আমলে নিচ্ছে না। সে পড়ে আছে তার ব্যবসা নিয়ে। আফসারা অসুস্থ হওয়ায় মেয়েকে একটু সময় দিচ্ছে, কিন্তু তার সময়? তার জন্য আবার সময় কিসের! সে তো মেয়ে মানুষ, ঘর দোর সামলাবে, স্বামীর ইচ্ছে হলে আদর করবে, ইচ্ছে না হলে খোঁজও নেবে না।

এসব ভাবনা ভাবতে ভাবতেই গোসলে ঢুকে আফসানা। মেয়েও তার সাথে সারাদিনে কথা বলে না ঠিকমতো, স্বামীর সাথেও কথা হয় না। মাঝে মধ্যে মনে হয় দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে সে।

তাও চলছিল সব, কয়েকদিন হল শুরু হয়েছে দুঃস্বপ্ন দেখা। আফসারা ভয় পেয়ে চিৎকার দিয়ে উঠে, কান্না শুরু করে। কিন্তু সে ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙে দেখে তৌহিদ পাশ ফিরে শুয়ে আছে। ভয়ে আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে আসে তার। কিন্তু এই কথা কাকে বুঝাবে সে?

একরাতে তৌহিদকে ডেকেছিল সে, তৌহিদ ফিরেও তাকায়নি। সেও কী আফসারার মতো অসুস্থ হয়ে যাবে? জাদু কী তার উপরেও করা হয়েছে? এমন সব ভাবনা চেপে বসেছে তার মনের ভেতরে।

বাথরুমে ঢুকে চুলগুলো হাত দিয়ে পেছনে টেনে নেয়। এমন সময়

BanglaBook.org

দেখতে পায় আশ্চর্য জিনিসটা। ভয় পেয়ে ভালো করে আয়নায় ঘাড়টা ঘুরিয়ে দেখে সে। একটা কালো দাগ। চিকন হাতের দাগ তার ঘাড়ে। ভয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে আসে সারা শরীর বেয়ে।

আবার উল্টে পাল্টে ভালো করে দেখে নিল ঘাড়টা। পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করলো দাগ, কিন্তু উঠছে না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে, সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের স্মৃতি জেগে উঠতে শুরু করেছে তার মনের গভীরে।

ভয়ে গোসল না করেই বের হয়ে আসে সে। ড্রয়িং রুমে গিয়ে দাঁড়ায়। আফসারা টিভি দেখছে। তারপর তার মনে পড়ে পুতুলের কথা।

আফসারার রুমে যায় সে। দাঁড়ায় শোকেসের সামনে। পুতুলটার দিকে তাকালো, পুতুলটার হাসিটা যেন কেমন, এই পৃথিবীর সাথে এর কোন যোগ নেই। কোন যোগ থাকতে পারে না। অপার্থিব কোন জগতের হাসি এটা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

তৌফিক এলাহি একটু মোটা গড়নের লোক। ছোট ভাইয়ের সাথে তার চেহারার সামান্য মিল আছে, কিন্তু তিনি একটু কালো। তবে নাকের নিচে বেশ পুরু গোঁফ তার চেহারাকে দশাসই করে তুলেছে। দেখলেই মনে হয় এই বুঝি বেত নিয়ে মারতে আসবেন। তার চেহারা যতো না গম্ভীর, কথা বার্তায় তিনি ততোটাই আমুদে। ইরফান আর তৌহিদ দুজনেই বসে আছে তার সামনে।

ঘন্টাখানেক আগে বাসায় এসে পৌঁছেছেন তিনি। তিনি পৌঁছার সাথে সাথেই তৌহিদ আর ইরফান রওনা দেয় তার বাসার উদ্দেশ্যে। তারা মোটেও দেরী করতে চায় না।

তবে তৌফিক এলাহি বেশ অবাক হয়েছেন। তিনি একটু খোশ গল্প জুড়ে দিয়েছেন। "বুঝলে তৌহিদ, ব্যাংককে গিয়ে আমি একেবারেই হতাশ। আমাদের এখানকার মানুষ কেন যেন থাইল্যান্ড নাম শুনেই পাগল। কিন্তু আসল ঘটনা কি জানো? সেখানের লোড শেডিংয়ের অবস্থা আমাদের চাইতে খারাপ। রাস্তা ঘাট খুব নোংরা, আর খুবই সরু। আমার মোটেই ভালো লাগেনি। তার চাইতে মালদ্বীপ অনেক সুন্দর। এক কাজ করি চল, সামনের শীতে আমরা সবাই মিলে মালদ্বীপ থেকে ঘুরে আসি।"

তৌহিদ এই ধরণের আলোচনায় যেতে মোটেই আগ্রহি না। তাই সে সরাসরি বলল, "ঠিক আছে ভাইজান, সেটা পরে দেখা যাবে। কিন্তু একটা ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলা খুব জরুরী।"

"কী ব্যাপার?" এই প্রথম তৌফিক এলাহি বুঝতে পারলেন তার ভাইয়ের সাথে আরও একজন লোক আছে। ইরফানের দিকে তাকালেন তিনি। এতো সৌম্য চেহারার মানুষ তিনি অনেকদিন দেখেননি।

"ভাইজান, ইনি হচ্ছেন ইরফান আহমাদ," ইরফানকে দেখিয়ে বলল তৌহিদ।

তৌফিক হাত বাড়িয়ে দিলেন ইরফানের দিকে।

"ইরফান হচ্ছেন আফসারার ডাক্তার।"

BanglaBook.org

এবার একটু অবাক হলেন তৌফিক। তিনি বললেন, "আফসারার ডাক্তার? কী হয়েছে ওর?"

"অনেক কিছু। সে ব্যাপারে পরে কথা বলবো। আগে কয়েকটা ব্যাপার সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার।"

"কী ব্যাপার? কী হয়েছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।" সত্যিই অবাক হয়েছেন তৌফিক। তবে ইরফান তাকে খুব ভালো করে লক্ষ্য করছে।

"আচ্ছা, আপনি যে রাঙামাটি থেকে আফসারাকে একটা পুতুল এনে দিয়েছিলেন সে ব্যাপারে আপনার মনে আছে?" প্রশ্ন করলো তৌহিদ।

এই প্রশ্ন শুনে কিছুটা সময় চুপ করে রইলেন তৌফিক। হয়তো মনে করার চেষ্টা করছেন পুরো ব্যাপারটা, বা বুঝতে চেষ্টা করছেন। ইরফানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সার্বক্ষণিক নজর রেখে চলেছে। ইরফান বুঝতে পারছে লোকটা ক্লান্ত, জেট ল্যাগ হয়তো।

কিছু সময় পর তৌফিক বললেন, "কালো রঙের পুতুলটা?"

"হ্যা, হ্যা," বলল তৌহিদ।

আবার কিছুটা সময় নিলেন চিন্তা করার জন্য। তারপর বললেন, "আমি রাঙামাটি গিয়েছিলাম একটা রিসোর্টের কাজে। ব্যক্তিগতভাবে কোন রিসোর্ট করা যায় কিনা সেটা যাচাই করার জন্য। আমি উঠেছিলাম জিবতালি লেকভিউ রিসোর্টে," বলে কিছুটা থামলেন তিনি। হয়তো আবার মনে করছেন সবকিছু। অবশ্য দুই মাস আগের ঘটনা, সব মনে না থাকাটাই স্বাভাবিক।

"রিসোর্টে আমি সব ঘুরে ফিরে দেখছিলাম, আর আমার রিসোর্ট কেমন হবে সেটা প্ল্যান করছিলাম। আমার মনে চিন্তা ছিল একেবারে জঙ্গলের মধ্যে একটা রিসোর্ট হবে। সেখানে বৃষ্টি দেখার জন্য বেশ কয়েকটা আলাদা পরিকল্পনা ছিল আমার। পুরো কাচের ঘর, এমনকি ছাদটাও হবে কাঁচের, এমন পরিকল্পনা করছিলাম। যাতে ছাদে বৃষ্টি পড়লে সেই বৃষ্টিও দেখা যায়।"

তৌহিদ ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে পড়েছে। ভাইজানের এই এক সমস্যা, ব্যবসার কথা শুরু করলে জীবনে যা করেছেন বা যা করেননি সবকিছু বলা শুরু করেন।

"ভাইজান, পুতুল পেলেন কিভাবে সেটা বলেন?"

BanglaBook.org

"ও, সেই রিসোর্টে এক মহিলার সাথে আমার পরিচয় হয়," এটুকু বলে আবার থামলেন তৌফিক।

নতুন চরিত্রের আগমনে ইরফান এবার কৌতূহলি হল।

আবার বলা শুরু করলেন তৌফিক এলাহি, "মহিলা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিলেন। বয়স হবে এই মনে করো আফসানার মতন, কিংবা একটু বেশি হবে হয়তো।"

তৌহিদ বা ইরফান কেউ কিছু বলছে না, তারা সব মন দিয়ে শুনছে।

তৌফিক বলে চলেছেন, "অনেক দিন বিদেশে ছিলেন মহিলা। কোন দেশের কথা যেন বললেন," মনে করার চেষ্টা করে বললেন তিনি, "ভুলে গেছি। আচ্ছা যাই হোক, মহিলা একা একা ঘুরছে, আমিও একা, বারে কথা হল দুজনের মধ্যে। সেখানেই পরিচয় হয় আর কি। বিদেশে থাকার কথাও সেখানেই বলেন তিনি।"

"তারপর?" জিজ্ঞেস করে তৌহিদ।

"আমি একদিন প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিলাম, পাহাড়ে জমির দাম কেমন, জমি পাওয়া যাবে কিনা এসব ব্যাপারে খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম। তো মহিলাকে একদিন দেখি জঙ্গলের মধ্যে একা একা ঘুরছে। মহিলা কেমন যেন চাপা স্বভাবের, ঠিকমতো কথা বলে না। আমি তার সাথে ভাব জমাবার চেষ্টা করেছিলাম। এ কথা আবার তোমার ভাবীকে বল না," বলে মুখ চেপে হাসলেন তিনি।

ইরফান আর তৌহিদ এবারো কিছু বলল না।

তৌফিক বলে চলেছেন, "তো মেয়েটার সাথে ভাব জমাতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু সে পাত্তা দিচ্ছিল না মোটেই।"

এই প্রথম ইরফান খেয়াল করলো মহিলা থেকে মেয়েতে নেমে এসেছে তৌফিক সাহেবের বর্ণনায়।

"আমিও আর এ নিয়ে মাথা ঘামাইনি, আমি বরং ব্যবসার কাজেই ব্যস্ত ছিলাম। একদিন খুব গভীর জঙ্গলে গিয়েছিলাম কয়েকজন পাহাড়ি লোক নিয়ে। সেখানে পাহাড়ের উপরে একটা জায়গা আছে নাকি খুব সুন্দর দেখতে। আমি তাদের সাথে নিয়েই যাই সেখানে। ঘন জঙ্গল আর পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় আমার হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। যাই হোক অনেক কষ্ট করে সেখানে পৌঁছাই। পৌঁছার পর মেজাজ আমার চূড়ান্ত রকম খারাপ হল। এতো ঘন জঙ্গল যে রোদ পর্যন্ত পৌঁছায় না। এমন জায়গায় রিসোর্ট করলে

BanglaBook.org

এক দিনও চলবে না। আমার দরকার পাতলা জঙ্গল টাইপ জায়গা, কিন্তু সেটা হতে হবে পাহাড়ের উপর।"

তৌহিদ মনে মনে ভাবে, আবার শুরু করেছেন ব্যবসার প্যাঁচাল। "ভাইজান, পুতুলের কথা বলেন।"

"আরে বলছি তো। এতো অস্থির হচ্ছিস কেন। মজার কথাটা শোন। সেই ঘন জঙ্গল থেকে বের হবার পথেই ঐ মেয়ের সাথে দেখা। আমি তো অবাক, এই ঘন গভীর জঙ্গলে একা একা সে কী করছে। তাকে জিজ্ঞেস করতেই বলল, ঘুরতে এসেছে নাকি। তখন প্রায় বিকাল হয়ে গেছে। আমরা ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তাই আমি বললাম আমাদের সাথে যাবে নাকি। কিন্তু সে বলল আরও কিছুক্ষণ ঘুরে দেখতে চায় জঙ্গলটা। আমি আর কথা না বাড়িয়ে রিসোর্টে ফেরা শুরু করলাম।" বলে থামলেন তৌফিক।

কিছুটা দম নিয়ে তিনি আবার বলা শুরু করলেন, "রিসোর্টে এসে আমার মন খারাপ। ভাবলাম এসব রিসোর্ট ফিসোর্ট করে কিছু হবে না, তার চাইতে ঢাকা ফিরে যাই। পরের দিন ঢাকায় ফিরে আসবো এটাই পাকা করে ফেলেছি। রাতে ঘুম হল বেশ ভালো। সারাদিনের পরিশ্রম আর ক্লান্তিতে শোবার সাথে সাথেই ঘুম এসেছে। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে গেছিলাম, তাই সকালে ঘুমও ভাঙল তাড়াতাড়ি। আমি বাইরে হাঁটতে বের হলাম। সকালের দৃশ্যটা আসলেই মনোমুগ্ধকর। পাখির কিচিরমিচিরে মুখরিত পুরো এলাকা। সামনেই কাপ্তাই লেকের বিশাল জলরাশি, সব কিছু শান্ত পবিত্র। এমন সময় একটা দৃশ্য দেখে আমি অবাক হই, অবাক না বলতে পারো, আমি ধাক্কা খাই।"

"কী?" এই প্রথম প্রশ্ন করলো ইরফান।

একটু ইতস্তত করে তৌফিক বললেন, "আমি দেখি, ঐ মেয়েটা জঙ্গলের মধ্য থেকে বের হচ্ছে। যেখান দিয়ে আমি আগের দিন ফিরে এসেছিলাম। তার মানে কী মেয়েটা সারা রাত জঙ্গলে ছিল?"

নিজেই প্রশ্ন করে থামলেন তৌফিক। তৌহিদ আর ইরফান দুজনেই পুরো ঘটনা মন দিয়ে শুনছিল।

"আমি তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার, এতো সকালে কোথা থেকে আসলেন?" আবার বললেন তৌফিক। "মেয়েটা জবাবে বলল, সকালে হাঁটতে বের হয়েছিল। কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে মেয়েটার

BanglaBook.org

পরনে গতকালের পোশাক আর সে জঙ্গলের মধ্য থেকে আসছে। আমি আর তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। মেয়েটাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আমি কেমন আছি জিজ্ঞেস করলো সে। আমাদের পরিচয় হবার পর এই প্রথম এই কথাটা জিজ্ঞেস করলো সে।"

"তারপর?" অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো তৌহিদ।

"আমি বললাম ভালো আছি। তারপর বললাম, আজ বিকেলেই আমি চলে যাবো ঢাকায়। আমার এই কথা শুনে সে কেমন যেন বিরক্ত বোধ করলো। তারপর বলল, আচ্ছা, আমি রুমে যাচ্ছি। ফ্রেশ হতে হবে। আমিও আর কিছু বললাম না। যে মেয়ে সারা রাত জঙ্গলে থাকে তার সাথে কথা বাড়াতে চাইছিলাম না আসলে।"

এবার থেমে টেবিলের উপর রাখা কাঁচের বোতল থেকে পানি পান করে নিলেন একটু। আসলেই অনেক কথা বলে ফেলেছেন লোকটা, ভাবল ইরফান।

পানি পান করে তৌফিক বলতে শুরু করলেন, "আমি সারাদিন রুমেই কাটালাম। কাপড়চোপড় গোছগাছ শুরু করলাম দুপুরের পর থেকে। এমন সময় আমার দরজায় টোকার আওয়াজ পেলাম। দরজা খুলেই দেখতে পেলাম সেই মেয়েটা। আমাকে বলল, ভেতরে আসতে পারি? আমি হ্যা না কিছু না বলেই দরজা ছেড়ে দিলাম। সে ভেতরে প্রবেশ করলো। রুমের ভেতরে বিছানার উপর বসলো সে। আমি একটু ভয়ে ভয়ে দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে আছি। আসলেই, আমি তাকে ভয় পেতে শুরু করেছি। মেয়েটা আমাকে বসতে বললে আমি সোফায় বসলাম। এরপর মেয়েটা গল্প শুরু করলো। তার জীবনের গল্প। ছোটবেলার হাবিজাবি কথা বলতে লাগলো। আমাকে জিজ্ঞেস করলো আমরা কয় ভাই বোন। আমি তাকে বললাম আমরা দুই ভাই। তারপর মেয়েটা হঠাৎ কেন যেন শুধু তোমার কথাই জিজ্ঞেস করলো," তৌহিদের দিকে তাকিয়ে বললেন তৌফিক।

"মানে?" বিস্ময়ের সুরে বলল তৌহিদ।

"আমিও বুঝতে পারলাম না, শুধু তোমার কথাই জিজ্ঞেস করছিল। তুমি কী করছ, বিয়ে শাদি করেছ কিনা। তোমার ছেলে মেয়ে আছে কিনা এসব আর কী।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী, আমি বললাম, এক মেয়ে আছে। মেয়ের ছবি আছে

BanglaBook.org

কিনা জানতে চাইলে আমি মোবাইলে আফসারার ছবি দেখালাম। সে ছবির দিকে অনেক সময় নিয়ে তাকিয়ে রইলো। খুব ভালো করে দেখল ছবিটা। আমি ভয় পেয়ে মোবাইল সরিয়ে নিলাম। কিন্তু মেয়েটা ততক্ষণে আবার বিছানায় বসেছে। এবার সে আমার কথা জিজ্ঞেস করলো। আমি কী করি, আমার ছেলে মেয়ে কয়জন এসব। তারপর মেয়েটা তার দুঃখের কথা বলল। জীবনে প্রতারণার শিকার হয়েছে অনেকবার সেটাও বলল। এবার আমি তার প্রতি এক ধরণের করুণা বোধ করলাম। মেয়েটা কান্না শুরু করলো। একটু আগে যে আমি তাকে ভয় পাচ্ছিলাম সে জন্য নিজের উপর রাগ হচ্ছিল। একা একটা মেয়ে বিদেশ বিভূঁইয়ে একা পড়ে আছে, তার কোন বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। আর তাছাড়া হয়তো মেয়েটা সকালে সত্যিই হাঁটতে বের হয়েছিল। হয়তো গতকালের জামা সে আর খুলেনি। এসব ভাবনা ভাবতে ভাবতে মেয়েটার সাথে বেশ খানিক সময় আলাপ হল। এরপর মেয়েটা আমাকে বলল আজকের রাত থেকে যেতে। সেও নাকি পরের দিন বিদেশ চলে যাবে, তাই এক রাত সে আমাকে থাকতে বলল গল্প করার জন্য। আমিও মেয়েটার প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে পারলাম না।"

তৌফিকের কথা খুব মন দিয়ে শুনছিল ইরফান। নিজের মনে ভাবনাও ভেবে চলেছে সে। মেয়েটার আবির্ভাব রহস্যের সৃষ্টি করলেও আসল ঘটনা কী সেটা ধরতে পারছে না। তার মন বলছে মেয়েটাই পুতুলটা দিয়েছে তৌফিককে, কিন্তু কেন? সেটাই বুঝতে পারছে না সে।

তৌফিক এলাহি আবার বলা শুরু করেছেন, "আমি সারা রাত তার সাথে গল্প করি। অনেক রাত পর্যন্ত রিসোর্টের পার্কে আমরা গল্প করছিলাম। আকাশের নক্ষত্রদের দেখছিলাম আমরা। মেয়েটা নক্ষত্রদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে। অনেক নক্ষত্র নিয়ে সে আমাকে গল্প শুনাচ্ছিল। কী করে নক্ষত্ররা মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে বলছিল। আমিও চুপ চাপ শুনছিলাম। দুজনেই ড্রিঙ্ক করতে করতে মাতালের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম। তখন আমার মনে হয়েছিল এবার থামা দরকার। তাই আমি বিদায় নিয়ে রুমে ফিরে আসি। পর দিন সকালে মেয়েটা আমার রুমের দরজায় আবার টোকা দেয়। আমি দরজা খুললে দেখি সে বিদায় নিতে এসেছে। আজ বিকেলেই তার ফ্লাইট। সে চলে যাচ্ছে। আমার সঙ্গ তার খুব ভালো লেগেছে বলে সে। তারপর আমার হাতে সেই পুতুলটি ধরিয়ে

BanglaBook.org

দিয়ে বলে তোমার মেয়েকে দিতে, তোমার মেয়েকে যেন দেই এটা বিশেষ করে বলে সে। আমি অবাক হলেও ভেবেছিলাম, হয়তো আফসারার ছবি দেখে তাকে পছন্দ হওয়ায় দিচ্ছে। তাই আমিও আপত্তি করিনি। তবে পুতুলের চেহারা দেখে অবাক হওয়ায় তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এ ব্যাপারে। সে জানিয়েছিল এই পুতুল ইউরোপের অনেক বিখ্যাত পুতুল। অনেক সৌভাগ্য নাকি বহন করে এটা। আমিও তাই কিছু না বলে পুতুল নিয়েছিলাম। তারপর মেয়েটা বিদায় নিয়ে চলে যায়।" গল্প শেষ করে তৌফিক এলাহি।

"মেয়েটার নাম কী ছিল?" এবার জিজ্ঞেস করে ইরফান।

"ওহ, এতো কথা বলে ফেললাম, অথচ মেয়েটার নাম বলা হল না। দাঁড়ান, একটু মনে করে নেই। মেয়েটার নাম ছিল উমম... আইরিন।"

এবার চমক খেলো তৌহিদ। মেয়ের নাম শুনে সে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। ব্যাপারটা ভালো করে খেয়াল করলো ইরফান। নিজের মনে অনেক কিছুই বুঝে নিয়েছে সে, কিন্তু এখানে কিছু না বলার সিদ্ধান্ত নিল।

তৌহিদের সাথে ইরফান বের হয়ে এসেছে তৌফিকের বাসা থেকে। তৌহিদ আর ইরফান গাড়ির পেছনে বসে আছে। ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে। দুজনেই চুপচাপ। ইরফান তৌহিদের বাসায় যাবে, আফসারাকে দেখা দরকার। আর চিকিৎসার ব্যাপারেও একটা সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

পুরো রাস্তায় ইরফান কোন কথা বলে না। সে শুধু ভেবে চলেছে চিকিৎসার কথা। কিভাবে সে শুরু করবে জাদুর চিকিৎসা সে ভাবনাই মনের গভীরে উঁকি দিচ্ছে।

তৌহিদ একেবারেই চুপচাপ। সে কোন কথা বলছে না। থম মেরে গেছে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে। বাইরে প্রচণ্ড রোদ উঠেছে। সেই সাথে গরম অনেক। কিন্তু গাড়ির ভেতরে এসি থাকায় গরম টের পাওয়া যাচ্ছে না।

রোদের প্রখরতা জানালা দিয়ে গাড়ির ভেতরে আসতে চাচ্ছে। রাস্তায় ভালো জ্যাম আছে। গাড়ি চলছে থেমে থেমে। একটু এগিয়ে সিগন্যালে পড়তে হচ্ছে। প্রায় দেড় ঘণ্টা লেগে গেলো তৌহিদের বাসায় পৌঁছতে।

তৌহিদের ঘরে ঢুকেই ইরফান টের পেলো। এই কয়দিন এই বাসায় এসেছে সে, কিন্তু এই জিনিসটা টের পায়নি সে। তার যে অদ্ভূত ক্ষমতা আছে, অপার্থিব কোন জিনিসের অস্তিত্ব সে টের পায়। কিভাবে টের পায় জানে না সে, এই ব্যাপারে আল হাসনাইন নিজেই কিছু বলতে পারেননি। তবে তিনি শুধু এটুকু বলেছিলেন, ইরফানের এই ক্ষমতা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত বিশেষ নেয়ামত।

কিন্তু ইরফান ভাবছে অন্য কথা। এই কয়দিন এই বাসায় এটা টের পেলো না কেন? কিংবা আজ কেন টের পাচ্ছে?

সোফায় বসলো সে। তার মন বলছে এই বাড়িতে কিছু একটা আছে। কিন্তু কী সেটা? তার পরিচয় কী?

তার অস্তিত্ব সে টের পাচ্ছে, এর মানে কী এতদিন তার অস্তিত্ব খুবই সামান্য পরিমাণে ছিল যার কারণে সে টের পায়নি? এখন কী সেটা শক্তি বৃদ্ধি করেছে? যার কারণে সে বুঝতে পারছে সেটার অস্তিত্ব। এটা মোটেই ভালো কোন খবর না। তার উপর তৌহিদ কোন কথা বলছে না। তার সাথেও কথা বলতে হবে।

তৌহিদ এসেই ভেতরে চলে গেছে। ইরফান একা একা বসে আছে বসার ঘরে।

BanglaBook.org

একটু পর আফসানা এসে ঢুকল রুমে। তাকে দেখে ইরফান বুঝতে পারলো তার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ইরফান তাকে জিজ্ঞেস করলো, "কেমন আছেন?"

"ভালো না।" সোফায় বসে বলল সে। মাথায় ওড়না টেনে দিয়েছে। "তৌহিদের কী হয়েছে? কোন কথা বলছে না, ভাইয়ার বাসায় কী কিছু হয়েছে?"

"কিছু হয়নি। তবে লম্বা কথা, আর তৌহিদের সাথে কথা বলতে হবে আমাদের দুজনের।"

"কেন?"

"আফসারার ব্যাপারে। আচ্ছা, ভালো কথা, ও কী করছে এখন? স্কুলে যায় নি?"

"না, মাত্র জ্বর থেকে উঠেছে, তাই ভাবছি এই সপ্তাহ স্কুলে নেবো না।"

"হুম," বলে চুপ হয়ে যায় ইরফান।

আফসানা ইতস্তত করে। কিছু একটা বলতে চাইছে সে ইরফানকে। তারপর সে গতরাতের দুঃস্বপ্নের কথা বলে।

"আপনাকে তো বলেছিলাম কয়েক রাত ধরে আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি। গতরাতেও আমি দুঃস্বপ্ন দেখেছি," বলে আফসানা।

"কিরকম?" জানতে চায় ইরফান। আগের দিন আফসানা স্বপ্নের কথা বললেও সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানা হয়নি।

"অনেকটা সাধারণ স্বপ্নের মতো। আমরা তিনজন একটা বিয়ে বাড়িতে গিয়েছি। কিন্তু সেখানে কাউকে চিনি না আমি। সবাই অপরিচিত। এমনকি যার বিয়েতে গেছি তাকেও চিনি না। আমার সাথে তৌহিদ এবং আফসারাও গিয়েছিল, কিন্তু তাদের দেখতে পাচ্ছিলাম না। তারা কোথায় গেলো এটা ভাবছি আর খুঁজছি তাদের। আমার মনে হচ্ছিল ভুল কোন কমিউনিটি সেন্টারে চলে এসেছি হয়তো। তাই আফসারা আর তৌহিদকে খুঁজছি যে আমাদের ঠিক কমিউনিটি সেন্টারে যাওয়া দরকার। এমন সময় দেখতে পাই তৌহিদকে। কয়েকজন লোকের সাথে আড্ডা দিচ্ছে সে। আমি তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, এই আফসারার আব্বু, আমরা ভুল সেন্টারে চলে এসেছি," এটুকু বলে থামল আফসানা।

ইরফান চুপচাপ শুনছে। স্বপ্নের পরবর্তী অংশ কী হতে পারে সেটাও আন্দাজ করে নিয়েছে সে।

BanglaBook.org

আফসানা বলল, "তৌহিদ ঘুরেছে আমার দিকে। তাকে দেখেই আমি ভয় পেয়ে গেলোম। সে তৌহিদ না। বীভৎস কোন প্রাণী ওটা, কিন্তু পৃথিবীর কোন প্রাণী না। সেই প্রাণীর সারা শরীর কালো, কুৎসিত তার চেহারা। আমার দিকে তাকাতেই লম্বা হলুদ দাঁত বের হয়ে এলো। অন্য মানুষদের দিকে তাকালোম আমি। দেখলাম সবাই একই প্রজাতির।"

"তারপর?" এমনটাই আন্দাজ করেছিল ইরফান।

"তারপর আমি ভয়ে দৌড় দিলাম সেখান থেকে। আমার চিন্তা হচ্ছিল আফসারাকে নিয়ে। আমার মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে। তাকে খুঁজছি আমি, আর আমার পেছনে ঐ প্রাণীগুলো তাড়া করেছে আমাকে। আমি আফসারাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বড় কমিউনিটি সেন্টারের এপাশ থেকে ওপাশ আমি খুঁজলাম তাকে। কিন্তু সে নেই। রান্নাঘরে, বাবুর্চিদের ঘর, সব খুঁজলাম কিন্তু কোথাও নেই সে। এবার ভাবছি, হয়তো তৌহিদ তাকে নিয়ে বের হয়ে গেছে। এমন ভাবনা ভাবতেই ঘর থেকে বের হতে যাবো এমন সময় চোখে পড়ল জিনিসটা।" আফসানার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এই দিনের আলোতেও সে ভয় পাচ্ছে।

ইরফান বুঝতে পারলো, জাদুর কাজ এটা। আর সে যে পরাবাস্তব কোন কিছুর অস্তিত্ব টের পাচ্ছে এটার কারণও কিছুটা বুঝতে পারছে।

আফসানা বলছে, "আমি দেখি আফসারাকে, সে উপুর হয়ে কী যেন খাচ্ছে। ভালো করে খেয়াল করে দেখি, একটা মরা কুকুরের মাংস খাচ্ছে খুবলে খুবলে। আমি ভয় পেয়ে তাকে ডাক দিলাম, আফসারা। কিন্তু আমার ডাকে যে পেছন ফিরল সে আফসারা না, এক ভয়ঙ্কর প্রাণী, যার মাথা নেই। মাথার জায়গায় শুধু দুটো জিহ্বা, নড়ছে আর লালা বের হচ্ছে সেখান থেকে। আর জিহ্বার আগায় দুটো চোখ আর মাঝখানে ইয়া বড় একটা মুখ। আমাকে দেখেই উঠে পড়ল ঐ ভয়াবহ প্রাণীটি। আমাকে তাড়া করলো। আমিও ছুট লাগালাম সেখান থেকে। স্বামি বা মেয়ের চিন্তা মাথা থেকে দূর হয়ে গেছে। আমার একমাত্র চিন্তা সেখান থেকে বের হওয়ার। আমি প্রাণপণে ছুটছি, কিন্তু রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না।" আবার থামল আফসানা।

ইরফান এবার কিছু বলল না।

সময় নিচ্ছে আফসানা। শুধু স্বপ্ন দেখে তো এতোটা আতঙ্কিত হবার কথা না। কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব আতঙ্কিত সে। তাহলে কী অন্য

BanglaBook.org

কোন ঘটনা আছে এর পেছনে? এর সাথে কী তার সেই অপার্থিব কোন বস্তুর অস্তিত্ব টের পাবার সম্পর্ক আছে? আর এর সবকিছুর সাথে সম্পর্ক আছে রাঙামাটির সেই রহস্যময় মেয়ে আইরিনের, এবং তৌহিদের। সব কিছু কেমন যেন গোলমেলে মনে হচ্ছে।

আফসানা কিছুটা সময় নিয়ে ধাতস্ত হয়ে বলে, "আমি বের হবার রাস্তা খুঁজছি। কিন্তু পাচ্ছি না। বারবার ঘুরে ফিরে একই জায়গায় এসে পৌছাচ্ছি। আর আমার পেছনে সেই প্রাণীগুলো। মাঝে মধ্যেই রক্ত হিম করা চিৎকার দিয়ে যাচ্ছিলো। অবশেষে আমি রাস্তা খুঁজে পেয়েছি, আমি প্রাণপণে দৌড়াচ্ছি। মূল গেইট দেখতে পেয়ে আমি খুব জোরে ছুট দিলাম।"

"তারপর?"

"তারপর যেই আমি গেইট দিয়ে বের হতে যাবো তখনি সেই মাথার জায়গায় জিহ্বাওয়ালা প্রাণীটি লাফ দিলো পেছন থেকে। এক হাত দিয়ে আমার ঘাড়ে চেপে ধরলো। আমিও শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে ঝটকা দিয়ে ছুঁড়ে ফেললাম। এরপর ঘুম ভেঙে জেগে উঠি আমি।"

"এটুকুই?" ইরফান জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা, স্বপ্ন এতোটুকুই। কিন্তু আসল ঘটনা আরও আছে," বলল আফসানা।

"আসল ঘটনা? সেটা আবার কী?" ইরফান অবাক হল, স্বপ্ন শেষ হয়ে গেলে আবার কী রয়ে গেলো। তবে তাকে অবাক করার বাকি ছিল বোধহয়।

আফসানা এবার তার ঘাড়টা ইরফানের দিকে করে ওড়না সরিয়ে দিলো। তারপর মাথার চুল সরিয়ে দিলো সে। ইরফান তাকিয়ে রইলো ঘাড়ের দিকে। সেখানে একটা হাতের ছাপ। কালো চিকন হাতের ছাপ, তবে হাত না বলে কঙ্কাল বলাই ভালো হবে।

ইরফান সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো আফসানার দিকে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

তৌহিদের সামনে বসে আছে ইরফান ও আফসানা। তার মুখে কোন কথা নেই। বড় ভাইয়ের বাসা থেকে আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত কোন কথা বলেনি সে। আফসারা চুপচাপ টিভি দেখছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে অসুস্থ, কিংবা তার জন্য বাড়িতে এতো কিছু ঘটে যাচ্ছে।

আফসানার স্বপ্নের কথা এবং আফসানার ঘাড়ের পেছনে কালো হাতের ছাপের কথা জানালো ইরফান। তৌহিদ কিছুই বলল না।

ইরফান এর মধ্যে তৌফিক এলাহির বাড়ি থেকে কী কী জানতে পেরেছে তার অনেক কিছু বলেছে, শুধু আইরিনের অংশটুকু বাদে। আফসানা সব শুনেও কিছু বলেনি। সে অপেক্ষা করে আছে তৌহিদের জন্য।

ইরফান বুঝতে পারছে আইরিন নামের মেয়েটার সাথে তৌহিদের কোন না কোন সম্পর্ক আছে। আর সেই সম্পর্কের সূত্র থেকেই পুতুল, কালো জাদু এবং আজকের এই অবস্থান।

আফসানাও কিছুই বলছে না। কিন্তু এই নীরবতা ভাঙা দরকার। ইরফান চিন্তা করতে লাগলো কী বলা যায়।

অবশেষে ইরফান বলল, "দেখুন, জাদু, জিন, এসবের অস্তিত্ব আজকালকার মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু সেগুলো বিশ্বাস না করলেও মানুষ অদৃশ্য কারণে রাশিফল বিশ্বাস করে, গণকের কাছে যায় হাত দেখাতে। প্রতিদিন সকালে মজা করে হলেও রাশিফল পড়ে পত্রিকায়। হাতে আংটি পরে ভাগ্য বদলানোর জন্য। কিন্তু তাদেরকেই আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন জিন বলে কিছু আছে, তারা অবিশ্বাস করবে। আপনাকে বলবে গাঁজাখুরি গল্প বলছেন।"

BanglaBook.org

তৌহিদ এবং আফসানা দুজনেই চুপচাপ। ইরফান বলছে, "আপনারা যখন আমাকে বলেছিলেন আপনার মেয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে তখন আমি বুঝেছিলাম খারাপ কিছুর নজর পড়েছে। কিন্তু যখন পুতুলের ব্যাপারটা এলো, আমি তখন একশত ভাগ নিশ্চিত ছিলাম জাদু করা হয়েছে। আর এই জাদু সম্পর্কে আমি যতটুকু পড়াশোনা করেছি তার মানে দাঁড়ায়, এই

জাদু ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তবে এই জাদুর মাধ্যম হচ্ছে আপনাদের মেয়ে, আফসারা। আফসারার মাধ্যমেই ভর করে এই জাদু আস্তে আস্তে আশেপাশের সবাইকে ধ্বংস করে দেবে। যার একটা নমুনা ছিল আফসানার স্বপ্ন।"

ইরফান একটু থেমে বলল, "আমি বুঝতে পারছি, আইরিন নামের মেয়েটার সাথে আপনার একটা সম্পর্ক আছে, তবে সেই সম্পর্ক কী সেটা বুঝতে পারছি না। তবে আইরিন নামের মেয়েটাই যে জাদু করেছে সেটা বুঝতে পারছি। আর এই জাদুর চিকিৎসা আজ রাতেই করবো বলে আমি ঠিক করেছি। এতো কঠিন এবং কালো একটা জাদুকে এভাবে শক্তি বৃদ্ধি করতে দেয়া ঠিক হবে না। তাহলে এটা আমার হাতের মুঠোর বাইরে চলে যাবে।"

এবার অবাক হল আফসানা। "আইরিন? কে আইরিন? আর আইরিন কেন জাদু করবে?"

ইরফান বলল, "এর উত্তর তৌহিদ সাহেবের কাছেই আছে। দয়া করে চুপ করে থাকবেন না, আপনার চুপ করে থাকায় পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। আমি শুধু জানতে চাই এর পেছনে প্রতিশোধের বাসনা আছে কিনা কিংবা শুধুমাত্র চর্চা করার জন্য করা হয়েছে কিনা।"

"কেন? প্রতিশোধের বাসনা থাকলে কী হবে, আর শুধু চর্চা করার জন্য করলে কী হবে?" জিজ্ঞেস করলো আফসানা।

"আমরা যখন কোন কিছু শিখি আমরা সেটা প্রয়োগ করতে চাই, অন্যকে দেখাতে চাই। এটাই মানব বৈশিষ্ট্য। ঠিক তেমনি যারা জাদু শিখে তারাও সেটা প্রয়োগ করতে চায়, তার ক্ষমতা অন্যকে জানাতে চায়। কিন্তু যদি শুধুমাত্র চর্চার জন্য জাদু প্রয়োগ করতে চায় তাহলে এটার প্রভাব খুব বেশি হয় না। কিন্তু যদি এর পেছনে শক্ত কোন কারণ থাকে, যেমন যে জাদু করেছে সে যদি কোন কারণে প্রতিশোধ নিতে চায় তাহলে সেই জাদুর সাথে থাকবে প্রতিহিংসা, জিঘাংসা। এই জাদুর ক্ষমতা বা ব্যাপকতা হবে অনেক বেশী।"

তৌহিদ এবারো কোন কথা বলে না।

ইরফান বলে, "তৌহিদ সাহেব, আপনি যদি না বলেন তাহলে আমি চিকিৎসা শুরু করতে চাই। সে ক্ষেত্রে আমি কিন্তু জানব না জাদুর পেছনের কারণ কী। এতে করে চিকিৎসা ভুল হতে পারে।"

BanglaBook.org

এবার কথা বলল তৌহিদ। "যদি আপনাকে চিকিৎসা করতে না দেই আমি?"

"আপনাদের মেয়ে, আপনাদের সিদ্ধান্তের পেছনে আমার কোন কথা নেই। তবে আমি যদি চিকিৎসা শুরু না করি তাহলে এর ফলাফল কতোটা মারাত্মক হবে সেটা আপনি ধারণাও করতে পারছেন না। আপনার স্ত্রির ঘাড়ের পেছনের দাগ দেখেও কী কিছু বুঝতে পারছেন না?"

তৌহিদ আরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো।

আফসানা এবার বলল, "আমি জানতে চাই আমার মেয়ের উপর জাদু করা সেই মেয়েটা কে?"

ইরফান দেখছে ব্যাপারটি অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। তাই সে বলল, "আমি জানি আমি বাইরের মানুষ। আর আপনার গোপন কথা শোনার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু আমি একজন ডাক্তার, আপনার মেয়ের ডাক্তার। আপনার মেয়ের ভালোর জন্য আপনাকে সব বলতে হবে। জানেন তো, উকিল আর ডাক্তার এদের কাছে কোন কিছু লুকাতে নেই। আপনার মেয়ের জন্য হলেও বলুন, আইরিনের সাথে আপনার সম্পর্ক কী।"

তৌহিদ আরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর বলল, "আইরিন আমার সাবেক প্রেমিকা ছিল।"

আফসানা কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। তবে সে জানত তৌহিদের কোন সাবেক প্রেমিকা ছিল না। সেই তার জীবনের একমাত্র নারী। কিন্তু এটাও তেমন বড় কোন ঘটনা না। প্রেমিকা থাকতেই পারে। কিন্তু প্রেমিকার সাথে জাদুর সম্পর্ক কী করে হল সেটাই সে বুঝতে পারছে না।

তৌহিদ বলছে, "ও আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রেমিকা ছিল। আমার প্রথম প্রেমও বলতে পারেন।"

চুপ করে আছে আফসানা।

তৌহিদ প্রথমে কিছু বলতে চাইল না। তবে তার স্ত্রি কিছুটা আন্দাজ করে নিয়েছে। চুপ হয়ে আছে ইরফান। তৌহিদ নিজে থেকেই বলুক, যেহেতু বলা শুরু করেছে তাই সবকিছুই সে বলবে এখন।

তৌহিদ কিছুক্ষণ পর বলল, "আমি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেই ব্যবসা শুরু করি। আমার পরিবার যেহেতু ব্যবসায়ি পরিবার, তাই এ ক্ষেত্রে আমার প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান না থাকলেও ব্যবসা সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা ছিল। আর

BanglaBook.org

আমার বড় ভাইকে নিজের চোখের সামনে ব্যবসা করতে দেখে নিজেও কিছু শিখে নিয়েছিলাম।"

আবার কিছুটা থেমে তৌহিদ বলল, "বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠার পর সবাই যখন টিউশনি কিংবা পাশ করে কে কী করবে সেটা নিয়ে ভাবছে তখন আমার ব্যবসা দাঁড়াতে শুরু করেছে। এ নিয়ে আমার বন্ধুরা আমাকে বেশ হিংসা করতো।"

"থার্ড ইয়ারে আমার আইরিনের সাথে পরিচয় হয়। আমার ব্যবসা তখন বেশ দাঁড়িয়ে গেছে। আইরিনকে দেখেই আমার খুব ভালো লাগে। আর আমিও দেখতে বেশ ভালোই। তাছাড়া আমার টাকা পয়সার তখন বেশ ভালো অবস্থা শুরু হয়েছে। বাবা মারা যাবার পর ভাইয়ের উপর বোঝা হয়ে ছিলাম এতদিন। তখন ব্যবসা ভালো হবার সুবাদে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি," আবার থামল তৌহিদ।

আফসানা শুধু চুপ করে শুনছে। ইরফানও কথায় মন দিয়ে রেখেছে পুরোটা।

তৌহিদ বলল, "এমন সময় আমাদের প্রেম হয়, আমিই প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আইরিন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। পাঁচ বোনের সংসারে সে তৃতীয়। অভাবে বড় না হলেও স্বচ্ছলতা ছিল না। ছোট বেলা থেকে বেশ কষ্ট করেই বড় হতে হয়েছে তাকে। আমি তার সাথে কথা বলে বুঝতে পারি চমৎকার মনের মানুষ মেয়েটা। কারও প্রতি কোন অভিযোগ নেই, কোন ধরণের অনুযোগ নেই কোন কিছুর প্রতি। আর এটাও আমি বুঝতে পেরেছিলাম সে আমার প্রতি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমিও তার প্রতি শারীরিকভাবে আকৃষ্ট ছিলাম। তার শরীর আমাকে খুব কাছে টানত। এর মধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে যাই আমরা।"

এরপর আর কিছু বলে না তৌহিদ। তবে ইরফান বা আফসানাও কিছু জিজ্ঞেস করে না। প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো চুপ করে থাকার পর কথা বলে তৌহিদ, যেন নিজের সাথে যুদ্ধ করে কথা বলছে সে।

"একদিন আইরিন আমাকে জানায় খুব জরুরী কথা আছে। আমি কাজ ফেলে তার সাথে দেখা করতে যাই। তার থমথমে মুখ দেখে আন্দাজ করছিলাম তার পরিবার থেকে হয়তো বিয়ের চাপ দিচ্ছে। আমি মনে মনে হিসাব করে নিয়েছিলাম, সে যদি বিয়ের কথা বলে তাহলে আমি তাকে বুঝিয়ে বলবো বিয়ে করে ফেলতে। আইরিনকে আমি মন থেকে

BanglaBook.org

ভালোবাসতে পারিনি এটা আমি তখন বেশ ভালোই বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু আমাকে ভুল প্রমাণ করে সে জানায়, সে কনসিভ করেছে।"

এই কথা শুনে আফসানার মুখের এতক্ষণ ধরে জমাট মেঘ বৃষ্টি হয়ে ঝরতে শুরু করেছে। কান্নার ধারা ছুটল তার গাল বেয়ে। ইরফান দেখেও কিছু বলল না। তৌহিদও দেখেছে তার স্ত্রির চোখের জল।

তৌহিদ নির্বিকার ভঙ্গিতে বলছে, "সে আমাকে বিয়ে করতে বলে। আমি এই কথা শুনে হতভম্ব। এমনিতেই আমি চাচ্ছিলাম তাকে ছেড়ে দিতে, শুধুমাত্র শারীরিক আকর্ষণের কারণেই এতদিন তার সাথে প্রেমের অভিনয় করেছিলাম। তার উপর আমার ব্যবসায় তখন কিছু ঝামেলা চলছিল। আমি ওকে বলি আমি বিয়ে করতে পারবো না। আমাকে আরও সময় দিতে হবে। আমি তাকে বেশ ভালো করে বুঝিয়েছিলাম যে বিয়েটা কিছুদিন পরে করতে। ও বাচ্চার কথা বললে আমি বলি এবরশন করে ফেলতে।"

আফসানা চুপচাপ শুনছে আর কান্না করছে। ইরফান পুরো ব্যপারটা বুঝে নিয়েছে। তৌহিদের গল্প শেষ হবার আগেই সে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে আজ রাতে সে কী করে চিকিৎসা করবে সেটা নিয়ে।

তৌহিদ বলছে, "আমার কথায় সে রাজি হয় না। আমার সাথে ওর প্রচণ্ড ঝগড়া হয়, আর এক পর্যায়ে আমি ওর গায়ে আঘাত করি। ওর গালে থাপ্পড় বসিয়ে দিয়েছিলাম।" এই কথা বলে তৌহিদ নিজেও কেঁদে ফেলে। সেটা কী অপরাধ স্বীকার করার কারণে নাকি গ্লানির কারণে সেটা বুঝা যাচ্ছিলো না।

কান্না সংবরণ করে সে বলতে থাকে, "আমি এরপর একপ্রকার জোর করে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই এবং এবরশন করানো হয়। এরপর থেকে আমাদের সম্পর্ক শীতল হতে শুরু করে। আমিও ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাই। আমাদের মধ্যে বেশ দূরত্ব সৃষ্টি হয়। একদিন আমি ওকে জানাই যে আমার পক্ষে রিলেশন চালিয়ে নেয়া সম্ভব না। ও কিছুই বলেনি আমাকে, কোন কথা না। চুপ করে শুধু আমার কথা শুনেছিল, আর চুপ করেই চলে গিয়েছিল সে। তার চোখের জল মুছার কোন চেষ্টা করিনি আমি। কিংবা জানতে চাইনি তার কোন প্রতিক্রিয়া। আমি আমার কথা বলেই খালাস হয়ে গিয়েছিলাম।"

"তারপর?" জিজ্ঞেস করে ইরফান।

BanglaBook.org

"তারপর ওর সাথে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না, এখনও নেই। সে কোথায় আছে, কেমন আছে এসব কিছুই জানি না আমি। ভাইজানের মুখ থেকে শোনার পরও আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, এই আইরিন আর ঐ আইরিন একই মানুষ।"

আফসানা ঝর ঝর করে কাঁদছে। এতো বড় জঘন্য মানুষের সাথে সে সংসার করছে এতদিন ধরে! এই মানুষকেই সে ভালোবেসেছে এতদিন? এই মানুষটার সব অবহেলা সে সহ্য করেছে মুখ বুঝে। কিন্তু আজ আর পারলো না। কান্নার ধারা বাঁধ মানল না।

তবে বিপদে পড়ল ইরফান। সে কী বলবে ভেবে পেল না। তবে বিষয়টা এখন স্পষ্ট। এই আইরিন যখন শুনতে পেয়েছে তৌহিদ বিয়ে করেছে আর তার একটা ফুটফুটে মেয়ে আছে তখনি সে তার সন্তান হারানোর কষ্টের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এই কাজ করেছে।

"আইরিনের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন?" ইরফান বলল। কে জানে, মহিলাকে বললে হয়তো তিনি জাদু সরিয়ে নিতে পারেন বা যে জাদুকর দিয়ে জাদু করা হয়েছে তার নাম ঠিকানা দিতে পারেন।

"কীভাবে যোগাযোগ করব। আমি ওর ঠিকানা জানি না," বলল তৌহিদ।

হতাশ হয় ইরফান। আর কী করা যায়? চিন্তা করছে সে। ইরফান কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "আমি পুতুলের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছিলাম। আর পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট। প্রতিশোধের জন্যই এই জাদু করা হয়েছে। আমাকে এর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।"

তৌহিদ তাকায় তার দিকে। আফসানা কেঁদেই চলেছে।

ইরফান বলে, "ছোট একটা ঘর বানাতে হবে। পুরোটা আয়নার তৈরি। পারবেন না? আমি জানি আপনার জন্য আজ রাতেই এটা ব্যবস্থা করা সম্ভব।"

তৌহিদ কিছু বলে না, শুধু মাথা নাড়ায়।

"ঠিক আছে, আজ রাতেই তাহলে চিকিৎসা শুরু হবে। ঘরটি এমনভাবে বানাতে হবে যাতে ছাদ এবং আশেপাশে সব কিছু আয়নার থাকে। বুঝতে পারছেন?"

বুঝতে পেরেছে তৌহিদ। তার চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। সে আর কাঁদছে না। কে জানে হয়তো একটু আগে যে আবেগ চলে এসেছিলো সেটা মুহূর্তেই চলে গেছে কিনা।

BanglaBook.org

"ঐ রুমটার সাইজ হবে তেরো ফুট বাই তেরো ফুট। উচ্চতা হবে নয় ফুট," বলে ইরফান। "আজকে রাতের মধ্যেই আপনি ব্যবস্থা করুন। আমি রাত বারোটার মধ্যেই সব দেখতে চাই।"

তৌহিদ বা আফসানা কেউ কোন কথা বলে না।

ইরফান আবার বলে, "আর বরই এর পাতার ব্যবস্থা করুন। কম করে সাতটা। এবং কেউ না কেউ আফসারার পাশে থাকবেন সবসময়।" আর কিছু বলে না সে।

উঠে দাঁড়ায় ইরফান। একবার আফসানার দিকে তাকালো। মহিলা এখনও কাঁদছে। ভাবল তাকে একবার সান্ত্বনা দিবে, কিন্তু পরে সেই চিন্তা বাদ দিল। তাদের ঘরের ঝামেলায় অযথা নাক গলানোর কোন মানে নেই। তার কাজ মেয়ের চিকিৎসা করা, কারও ব্যাক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো না।

উঠে দাঁড়িয়ে শুধু বলে, "আমি রাত এগারোটায় আসবো।" বলেই কোন ধরণের উত্তরের অপেক্ষা না করে বের হয়ে যায় সে।

প্রস্তুতি নিতে হবে, মনে মনে ভাবে ইরফান।

কী প্রস্তুতি নেবে সেটা জানে না সে। তবে এটুকু জানে, তার বিক্ষিপ্ত মনকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। তা না হলে এমন কালো শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হবে না।

তবে এটাও ঠিক, সে এমন এক শক্তির বিরুদ্ধে মাঠে নামছে যাকে সে চেনে না। তবে এর একটা ভালো দিকও আছে, ঐ শক্তিও তাকে চেনে না। তার ক্ষমতা বা দুর্বলতা সম্পর্কে কোন ধারণা নেই সেটার। এটাই একমাত্র আশার কথা। তবে তার আগে মনকে শান্ত করতে হবে। মনের ভেতরের অস্থিরতা দূর করতেই হবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

ইরফান বুঝতে পেরেছে যা করার আজকেই করতে হবে। খুব বাজে এক জাদুর পাল্লায় পড়েছে এই পরিবার আর মেয়েটা।

আয়নার ঘরের কথা সে বলে এসেছে। এখন ঠিকমতো সব তৈরি করতে পারলে হয়।

ইরফান নিজের ঘরে এসে মানসিক প্রস্তুতি নিতে থাকে। নিজের মনের মানসিক একাকিত্ব সে ঝেড়ে ফেলতে চায়। নিজের মনকে কেন্দ্রিভূত করতে হবে। আর এজন্য নামাজে দাঁড়ায় সে। সন্ধ্যার পর থেকে এশার নামাজের আগপর্যন্ত পুরো সময় নিয়ে মাত্র দুই রাকাত নামাজ আদায় করে। এটাই তার মন কেন্দ্রিভূত করার কৌশল। এই কৌশলও সে শিক্ষা লাভ করে আল হাসনাইনের কাছ থেকে।

ইরফান জানে, রাকির কাজ করা সবচেয়ে বিপজ্জনক। অনেক রাকিকে এর জন্য জীবনও দিতে হয়েছে। কিন্তু তারা এই কাজ করে পয়সাও নিতে পারে না। সুতরাং এক প্রকার বিনা খরচায় তারা এই ধরণের চিকিৎসা দিয়ে থাকে।

রাকিদের উপর জিনদের অনেক ক্ষোভ থাকে, আর এ কারণে তাদের জীবনটা বিষময় করে তুলে তারা। অনেক রাকির স্ত্রি-সন্তানদের ক্ষতি করে থাকে শয়তান জিনেরা।

এতো কিছু জেনেও শুধুমাত্র অন্যের উপকার করার জন্য এই কাজে নাম লেখায় সে। আর সেই সাথে নিজের সেই অপার্থিব কোন কিছুর অস্তিত্ব বুঝতে পারার ক্ষমতা তো আছেই। তবে এ ধরণের কাজের প্রতি তার যে ভালো লাগা কাজ করে সেটাও অস্বীকার করার কিছু নেই।

এশার নামাজ শেষ করে ইরফান প্রস্তুতি নিতে থাকে। কী ধরণের চিকিৎসা হবে সেই সম্পর্কে প্রস্তুতি। আর সবকিছু ঠিক থাকলে আজ রাতেই মুখোমুখি হবে নতুন এক কালো শক্তির, সে জানে না এই মোকাবেলায় কে জিতবে।

কিন্তু মোকাবেলা তো করতেই হবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

তৌহিদ কোন কিছু ভেবে পায় না। কী সব বলে গেলো ইরফান। কিন্তু আবার অবিশ্বাস করতে পারে না। ইরফানের কথা মতো আয়না আর মিস্ত্রি এনে বিশাল এক রুম বানানো হচ্ছে।

বিশাল ড্রয়িং রুমেই তেরো ফুটের রুম বানানো সম্ভব বিধায় সেখানেই বসানো হচ্ছে এই রুম।

তৌহিদ এক ফোন দিতেই মিস্ত্রি সহ বিশাল মাপের আয়না নিয়ে এসেছে গ্লাস ব্যবসায়ি আব্দুল মতিন। নগদ টাকার কাজ এটা, তাই সব কাজ ফেলে সে চলে এসেছে।

চারজন মিস্ত্রি লাগিয়ে আয়নার একটা ঘর তৈরি করে ফেলা হবে। সে এক ফাকে তৌহিদকে জিজ্ঞেসও করেছিল, এই ঘর দিয়ে কী হবে? তৌহিদ বলেছে, তার মেয়ে বায়না করেছে তাই।

সব কাজ শেষ হতে পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টার মতো লাগলো। মিস্ত্রিরাও অবাক হয়েছে এরকম কাজ দেখে, কিন্তু তারা খুব বেশি মাথা ঘামাল না। বড়লোকের বড়লোকি ভাবনা, এসব নিয়ে গরিবের মাথাব্যথা কীসের।

আফসানা মেয়ের সাথে বসে আছে। তার মন খারাপ ভাব বুঝতে পেরেছে আফসারা। তাই মায়ের কোলে চুপচাপ বসে আছে সেও।

আফসানা শুধু ভেবে চলেছে, এক মেয়ে যার প্রথম সন্তান মারা গিয়েছিলো, সেই মেয়ে তার সন্তান হত্যার প্রতিশোধ নিচ্ছে। আর এসব কিছুর জন্য দায়ী তৌহিদ। মানুষ না সে, একটা আস্ত জানোয়ার।

তৌহিদের সাথে আর থাকবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে আফসানা। আফসারা সুস্থ হয়ে উঠলেই মায়ের কাছে চলে যাবে। দরকার হলে বাকি জীবন মেয়েকে নিয়ে একাই কাটিয়ে দেবে। বাবার কাছ থেকে যতটুকু পেয়েছে তা দিয়ে বাকি জীবন আয়েশেই চলে যাবে তার।

ঘর তৈরি শেষ হলে মিস্ত্রিরা সব বিদায় নেয়। নিজের শোবার ঘরে একা হয়ে যায় তৌহিদ। আইরিনের কথা আবার মনের গহীনে উঁকি দেয়। আইরিনের মুখটা মনে করার চেষ্টা করে একবার। ওর কী সংসার হয়েছে?

BanglaBook.org

কেমন আছে সে? ওর প্রতি তার নিশ্চয় অনেক ক্ষোভ। একবার ওর সাথে দেখা হলে বেশ ভালো হতো। নিজেকে ওর সামনে রেখে বলতে পারতো, আমি যা করেছি ভুল করেছি। শাস্তি দিতে হয় আমাকে দাও, আমি শাস্তির যোগ্য।

কিন্তু এসব আর হবে না। দেখা যাক, ইরফান লোকটা কী করতে পারে। লোকটা যদি সত্যিই মেয়েকে সুস্থ করে তুলতে পারে তাহলে বেশ ভালো হতো।

আফসানার সাথেও তার কথা বলা দরকার। তবে আজ না, আজ সে একা থাকুক। নিজের মনটা একটু শান্ত হলেই সে যাবে তার কাছে। আফসানার সাথেও সে অন্যায় করেছে। এই মেয়েটাও তাকে পাগলের মতো ভালোবাসে। কিন্তু সে সেই ভালোবাসার কোন প্রতিদান দিতে পারেনি। এখন সময় এসেছে ভালোবাসা ফেরত দেবার।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

রাত ঠিক এগারোটায় তৌহিদের বাসায় আসে ইরফান।

প্রস্তুত হয়েই এসেছে সে। তবে মনের ভেতরে একটা অস্থিরতা কাজ করছে। যত যাই হোক, এই ধরনের জাদুর সাথে এর আগে তার কোন পরিচয় হয়নি। এই প্রথম এমন জাদুর মোকাবেলা করতে চলেছে। তবে সেই অস্থিরতাকে পাত্তা দিলো না সে। তার পূর্ণ মনোযোগ এখন আফসারাকে নিয়ে।

বাসায় এসেই সে দেখতে পায় আয়নার তৈরি ঘরটি। সে যেরকম চেয়েছিল সেরকম ভাবেই তৈরি করা হয়েছে। সব দেখে সন্তুষ্ট হয় সে। এবার অপেক্ষার পালা।

ঘরের এক কোণায় ছোট একটা ফুটো করে একটা পাইপের খোলা মাথা ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। পাইপ দিয়ে এসির ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঢুকছে। আর একেবারে নিচের দিকে এক কোণায় ছোট একটা খালি ফুটো আছে, বাতাস চলাচলের জন্য।

আয়নার ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা মাদুর বিছিয়ে তাতে শোয়ান হল আফসারাকে। আফসানা আর তৌহিদ দুজনেই ঘরের ভেতরে। ঘরে কোন জানালা নেই। একটা মাত্র দরজা আছে, সেটাও কাঁচের।

বরইয়ের পাতা রাখা আছে বাইরে। দুই গামলা পানি আনতে বলেছে ইরফান। এক গামলা পানিতে সূরা পড়ে ফুঁ দিলো সে। মোটামুটি সব আয়োজন সম্পন্ন। এবার অপেক্ষার পালা।

অপেক্ষা করতে লাগলো সবাই, তবে ইরফান অপেক্ষা করছে গভীর রাতের। অপেক্ষা করছে সে এক কালো শক্তির, যার জন্ম অন্ধকারে, যে সাথে করে নিয়ে আসে অন্ধকার। আর সেই অন্ধকার ঘুচিয়ে আলো আনার জন্য অপেক্ষা করে আছে সে।

কিন্তু এই জাদুর আসল মালিক কে? কে করেছে এই জাদু? কার এমন অসাধারন ক্ষমতা? এসব ভাবনা ক্রমাগত ভেবেছে ইরফান। কিন্তু কোন উত্তর পায়নি।

BanglaBook.org

আইরিনই কি করেছে? নাকি অন্য কেউ? তবে এটা নিয়ে একটু পরে ভাবলেও চলবে, আগে জাদুর মোকাবেলা করা যাক। হয়তো সেখানেই জাদুর আসল মালিকের পরিচয় মিললেও মিলতে পারে।

সব চিত্র শিল্পী তাদের ছবির নিচে ছোট করে নাম লিখে দেয়। সব লেখক চায় তাদের নামটা বই এর কভার পৃষ্ঠায় ফুটে থাকুক। সব শিল্পী চায় তার নামেই গানকে চিনুক মানুষ, তাইতো গানের লাইনেও নিজের নাম জুড়ে দেয় তারা।

ঠিক তেমনি যে জাদু করেছে সেও চাইবে তার জাদু অন্যের থেকে আলাদা থাকুক। তাই সেই জাদুর ভেতরে সে নিজের পরিচয় তুলে ধরবে। যাতে করে মানুষ বা অন্য জাদুকরেরা বুঝতে পারে এটা কার জাদু।

জাদুর ভেতরেই সে স্বাক্ষর করে রাখবে, সেই স্বাক্ষরটাও হবে জাদুর। আর সেই স্বাক্ষর থেকেই খুঁজে বের করতে হবে সেই জাদুকরকে। বুঝতে হবে তার জাদুর ক্ষমতা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

গভীর রাত। দুটোর কাছাকাছি বাজে। ইরফান বসে আছে আফসারার পাশে। মেয়েটা ঘুমাচ্ছে। পুরো ঘর অন্ধকার। ইরফান অপেক্ষা করছে তার জন্য। সে আসছে।

ঘুমের মধ্যে নড়ে উঠল আফসারা। ইরফান তাকিয়ে আছে আয়নার দিকে। পুরো ঘরের মাঝখানে একটা ডিম লাইট জ্বলছে শুধু। তার মৃদু আলোয় ঠিক অন্ধকার দূর হচ্ছে না। বরং আরও চেপে বসছে যেন। এই আলো আঁধারির খেলায় আয়নায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

আফসারার পায়ের কাছে তৌহিদ আর আফসানা বসে আছে। একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে না তারা। সারাদিনে কোন কথাও হয়নি তাদের মধ্যে। আফসানা এক মনে দোয়া পড়ে যাচ্ছে। চুপ করে বসে আছে তৌহিদ।

ইরফান অপেক্ষায় আছে। কার জন্য অপেক্ষা করছে জানে না সে, তবে জানে এমন কারও জন্য অপেক্ষা করে আছে সে, যার ক্ষমতা অনেক। আর তাকে চালনা করছে অনেক দূরে বাস করা কোন নারী। আসলেই কী আইরিন জাদু করেছে? নাকি অন্য কেউ? আইরিনকে জঙ্গলের মধ্যে থেকে আসতে দেখে তৌফিক এলাহি। কিন্তু এর মানে তো এরকমও হতে পারে, হয়তো ঐ জঙ্গলে কোন জাদুকর আছে, আর সেই জাদুকরের কাছেই সে গিয়েছিল। হয়তো অনেক দামের বিনিময়ে সেই জাদু সে কিনে নিয়েছে।

তাহলে তার লোক কেন জাদুকরকে খুঁজে পেলো না। এর মানে হতে পারে, গহীন জঙ্গলে হয়তো সেই জাদুকর নিজেকে সবার থেকে আড়াল করে রেখেছে। হয়তো তার জাদু সবার সামনে প্রকাশ করে না সে। এটাই সারাদিন ভেবেছে ইরফান।

আয়নার চিকিৎসার কথাও ভেবেছিল ইরফান, যেহেতু পুতুলের জাদু করা হয়েছে, সুতরাং এর মধ্যে রাশিফল বের করেই করা হয়েছে জাদুটা। এবং এই জাদু যেহেতু কোন কিছু দিয়ে লেখা হয়নি। তাই এমন কিছু

BanglaBook.org

একটা দরকার হবে যেটা দিয়ে ভাসমান হবে জাদুটা। আর সেই জাদুর দেখা যাবার প্রক্রিয়া হল আয়না।

আয়নায় সেই জাদু দেখা যাবে। যে শক্তিশালী জিন দিয়ে এই জাদু করা হয়েছে সেই জিন এই আয়নায় নিজেকে ধরা দেবে। আর সেখান থেকেই জাদুর চিকিৎসা করা হবে। হঠাৎ নড়াচড়া হল যেন আয়নার ভেতরে।

নড়াচড়া লক্ষ্য করে ইরফান সতর্ক হয়ে উঠলো। তার এই সতর্কতা খেয়াল করেছে তৌহিদ আর আফসানা।

ইরফান আশেপাশে ভালো করে আয়নায় তাকালো। মনে হল সে দেখতে পেয়েছে তাকে। আফসারার পায়ের কাছের আয়নায় সাদা রেখা দেখা দিয়েই সরে গেলো নিমিষেই। ইরফান ভাবল চোখের ভুল বোধহয়।

আবার তাকালো সে। সতর্ক দৃষ্টি তার পুরো আয়না ঘরেই। এবার দেখতে পেল সে স্পষ্ট। আয়নায় দেখা গেলো সাদা রেখা, কিছুক্ষণ পরেই আবার মিলিয়েও গেলো সেটা।

ইরফান আওয়াজ করে উঠতেই মূল বাতি জ্বলে উঠলো, যেটা অন্ধকার করে রাখা হয়েছিল। তৌহিদ দাঁড়িয়ে পড়েছে দরজার কাছে। সেই বাতির সুইচ টিপে দিয়েছে।

ইরফান এবার এই কাঁচের ঘরে দেখতে পেল সেই পুতুলটা। বসে আছে, আর হাসছে, যেন উপহাস করছে তাদের দেখে।

ইরফান এবার আফসারার দিকে তাকালো। তার চোখের পাতা কাঁপছে। মুখে আতংকের ছাপ দেখা যাচ্ছে। ইরফান সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিল তিনবার। মেয়েটাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে সে। আফসারার ঘুম ভাঙল না।

সে এরপর আয়াতুল কুরসি আর সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়ে ফুঁ দিতে লাগলো। বেশ কয়েকবার আয়াতগুলো পড়ে ফুঁ দিল সে।

আরও কয়েকটা সূরার আয়াত পড়ে ফুঁ দেয়ার পর সে সূরা ফালাক আর সূরা নাস পড়ে বেশ কয়েকবার ফুঁ দিল আফসারার মুখে আর মাথায়। এবার কেঁপে উঠল আফসারা।

আফসারার শরীর কাঁপছে, কিন্তু চোখ খুলছে না সে। আফসারার বাবা মা বসে বসে দেখছে সবকিছু। ইরফান আফসারার কপাল শক্ত করে ধরে

BanglaBook.org

রেখেছে। বেশ কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে ছিটকে গেলো মেয়েটা। ইরফান ধরার চেষ্টা করলো একবার, কিন্তু পারলো না।

আফসারার মা চলে এসেছে, দুইজন মিলে মেয়েকে শক্ত করে ধরে ফেলল এবার।

আফসারার শরীর গুলিয়ে গুলিয়ে খিঁচুনি দিচ্ছে। ইরফান সূরা ফালাক আর সূরা নাস পড়া থামাচ্ছে না। কতক্ষণ পর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসলো আফসারা। ইরফান তাকিয়ে আছে আয়নায়। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখল সে। ঠিক পুতুলটার মতো অবয়বের কিছু একটা বসে আছে বিছানায়। আয়নায় আফসারাকে দেখা যাচ্ছে না, সেখানে দেখা যাচ্ছে ঐ অশরীরীকে। কালো শরীরে লাল রঙের জামা পরনের সেই অদ্ভুত মূর্তি হাসছে। মূর্তিটির মুখ থেকে তরল গড়িয়ে পড়ছে, সাদা তরল। ইরফান বুঝে ফেলেছে কী ধরণের জাদু করা হয়েছে মেয়েটার উপর। তরল জাদু। ইরফান এবার আফসারার মুখে সূরা ফালাক আর সূরা নাস সেই সাথে আয়াতুল কুরসিও পড়ে ফুঁ দিতে লাগলো।

আফসারা দুলে দুলে কাঁপছে বিছানায় বসে। কিন্তু আয়নায় আফসারার প্রতিবিম্ব নেই, সেখানে এক অশরীরী বসে হাসছে।

ইরফান তৌহিদকে ডেকে বলল তাড়াতাড়ি পুতুলটা নিয়ে আসুন। কিছুটা দূরে বসে থাকা পুতুল দেখিয়ে বলল ইরফান। তৌহিদ হুকুম পালন করতে এক মুহূর্ত দেরি করলো না।

আফসানা মেয়েকে ধরে রেখে কাঁদছে।

পুতুলটা হাতে নিয়ে এবার একবার আফসারার মুখে একবার পুতুলটার গায়ে ফুঁ দিচ্ছে ইরফান। আয়নায় দেখতে পাওয়া সেই মূর্তিটির শরীরে কেউ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফাচ্ছে সেই প্রতিবিম্ব। সেই সাথে চিৎকার করছে সে।

এবার এক কাজ হল, যার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। আয়নার ভেতর থেকে একটা হাত বের হয়ে এলো। চেপে ধরলো তৌহিদকে। টেনে আয়নার ভেতরে ঢুকানোর চেষ্টা করছে সেই অপার্থিব জন্তুটি। তৌহিদ চিৎকার করে উঠলো জোরে।

একদিকে আফসারার চিৎকার, এখন সেই সাথে তৌহিদের চিৎকার যোগ হওয়ায় পুরো ঘরে যেন নরক নেমে এলো।

BanglaBook.org

ইরফান কী করবে বুঝতে পারছে না। সে সূরা পড়া থামাল না। তৌহিদ আর সেই জন্তুর মধ্যে টানা হেঁচড়ার লড়াই শুরু হয়েছে। সেই সাথে অপার্থিব এক আওয়াজ ভেসে আসছে আয়নার ভেতর থেকে। সেই আওয়াজের সাথে এবার খিলখিল হাসির আওয়াজ পেলো ইরফান। সেই হাসির আওয়াজ আসছে পুতুলের ভেতর থেকে। যেন কোন এক নারীর সন্তুষ্টির হাসির আওয়াজ।

ইরফান এবার আফসানাকে পানির গামলা এগিয়ে দিতে বলে। জাদুর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত কোরআনের আয়াতগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দেয়া আছে। এই পানি জাদুর বিরুদ্ধে খুব ভালো কাজ করে। গামলা থেকে অল্প পানি সে আফসারাকে খাইয়ে দিল। অল্প পানি ছিটিয়ে দিল আফসারার শরীরে আর পুতুলের গায়ে। এর ফলাফল হল ভয়াবহ। আফসারা শব্দ করে বমি করে দিল মাদুরে।

আয়নার ভেতরের মূর্তিটি রাগে ফেটে পড়ল যেন। তৌহিদকে শক্ত করে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভেতরে। তৌহিদ কিছুতেই ছুটতে পারছে না।

ইরফান এবার সূরা ফালাক আর সূরা নাসের একটা একটা করে আয়াত পড়ে পুতুলের গায়ে ফুঁ দিতে লাগলো আর একটা গ্যাস লাইট জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল পুতুলের গায়ে। আয়নার ভেতরের সেই অদ্ভুত মূর্তিটির শরীরে আগুন লেগে গেলো। জ্বলতে শুরু করেছে সেই মূর্তিটি। সে ছেড়ে দিয়েছে তৌহিদকে। তৌহিদ ছাড়া পেয়ে চলে এলো ইরফানের কাছে। গলা দুই হাত দিয়ে ধরে রেখেছে সে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে গলায়।

ইরফান পড়া থামাল না। একেবারে আগুনে পুড়ে পুতুলটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে সূরা পড়ে যাওয়া চালিয়ে গেলো। আয়নার মূর্তিটিও পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ইরফান হাঁপাচ্ছে। আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল সে। ক্ষণিকের জন্য যেন এক মহিলার মুখের ছবি ভেসে উঠল আয়নায়। ইরফান ভালো করে তাকালো আরেকবার। কিন্তু না, কিছুই নেই। বোধহয় মনের ভুল।

আফসারাকে জড়িয়ে ধরে আছে তার মা। তৌহিদ হতভম্ব হয়ে দেখল সবকিছু।

ইরফান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আর ভয়ের কিছু নেই, জাদু নিঃশেষ হয়েছে। আর কোন ভয় নেই।"

BanglaBook.org

ইরফান আরও এক গামলা পানি এনে রেখেছে বাইরে। আয়না ঘর থেকে সবাই বের হয়ে এলো।

ইরফান এবার সাতটি বরই এর পাতা নিল হাতে। তারপর সেগুলো ছেঁচে পেস্ট বানিয়ে নিলো। গামলায় সেগুলো মিশিয়ে সূরা পড়ে ফুঁ দিলো। তারপর সেই গামলার পানি দিয়ে আফসারাকে গোসল করিয়ে দিতে বলল।

গোসলের আগে অল্প পানি আফসারার মায়ের কাছে দিয়ে বলল, "সাতদিন আপনারা সবাই এই পানি সকাল বিকাল খাবেন, ইনশাআল্লাহ্ আর কোন কিছু কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

তৌহিদের দিকে তাকিয়ে ইরফান বলল, "ছাইগুলো অবশ্যই নদীর পানিতে ফেলার ব্যবস্থা করবেন," পুতুলের পুড়ে যাওয়া ছাই দেখিয়ে বলল সে।

তৌহিদ তখনও নিজের গলা দুই হাত দিয়ে ধরে রেখেছে। বারবার আয়নায় নিজের গলা দেখছে সে, কোন দাগ বসেছে কিনা।

আফসানা কৃতজ্ঞ চোখে তাকিয়ে আছে ইরফানের দিকে। আফসারা মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, তার মাও তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। এক মধুর দৃশ্য।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

সুইডেনের এক গ্রামে একটা বাড়িতে বসে আছে আইরিন। ধ্যানে বসেছে সে। ঘরের ভেতরেও বেশ ঠান্ডা। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। আগুনের আলো ছাড়া ঘরের ভেতরে আর কোন আলো নেই।

ধ্যানে বসে তার একটু আরাম লাগছে। তার দীর্ঘ দিনের জ্বালা মিটছে এখন একটু একটু করে। তৌহিদের মেয়ে কষ্ট পাচ্ছে, তার স্ত্রিকেও কষ্ট দেয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু তৌহিদকে সে এতো সহজে ছাড়বে না। তাকে তিলে তিলে শেষ করবে।

অনেক, অনেক দিন সে কষ্ট সহ্য করেছে। তার গর্ভের বাচ্চাকে নষ্ট করতে হয়েছিল তার কারণে। তার সাথে প্রতারণা করেছিল তৌহিদ। তার প্রেমকে অপমান করেছিল। তার জন্যই স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেনি। তার মতো এতো নম্র মেয়েটাই এখন হয়ে উঠেছে প্রতিশোধপরায়ণা এক নারী।

কিন্তু এখন অনেক হালকা লাগছে নিজেকে।

নিজের ঘরে বসে সাধনা করছে সে। দীর্ঘদিন সাধনা করে এই বিদ্যা সে অর্জন করেছে। তাই তো যখন সে শুনতে পেল তৌহিদের কথা, তার ফুটফুটে মেয়ের কথা, তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি।

তার নিজেরও তো এরকম ফুটফুটে মেয়ে হতে পারত। তার কোল জুড়ে খেলা করতো সেই মেয়ে, হাসত, কখনও কাঁদত। সে মেয়ের কান্না থামাত ভুতের গল্প শুনিয়ে। কিন্তু সেই তৌহিদ তা হতে দেয়নি। আর এখন এর শাস্তি সে পাচ্ছে, এটাই শাস্তির কথা।

BanglaBook.org

এমন সময় মাথায় যন্ত্রণা শুরু হল আইরিনের। কী হচ্ছে তার? চোখ দুটো জ্বালা করতে শুরু করেছে। চোখের সামনে একটা আয়না দেখতে পাচ্ছে সে। তার জাদুকে কে যেন নষ্ট করছে। কে? কার এতো বড় সাহস!

আহ! তার সারা শরীরে যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে, তার জাদু শেষ হয়ে যাচ্ছে, নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এ হতে দেয়া যায় না। কে করছে এই কাজ?

এরকম কাজ করার মতো মানুষ তো বাংলাদেশে থাকার কথা নয়। তাহলে কে সে? যার ক্ষমতা তার জাদুকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে।

চোখের দৃষ্টি সে তার জাদুর পুতুলের ভেতরে নিয়ে গেলো। দেখতে পাচ্ছে, ঐ তো। ফর্সা চেহারা, মুখে দাড়ি, যুবক বয়স। কে এই লোক? তাকে খুঁজে বের করতে হবে। তার কাজে বাঁধা দিয়েছে সে, তাকেও যে শাস্তি পেতেই হবে।

কিন্তু তার আগে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। আর পারছে না সে। এবার থামা দরকার, বুঝাল নিজেকে।

নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে আইরিনের। চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কিন্তু, তার মাথায় সেই যুবকের চেহারাই ঘুরছে শুধু। খুব ক্লান্ত লাগছে তার। খুব ক্লান্ত।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

বাথরুমে গোসল শেষ করেছে ইরফান। সারাদিন বাইরে ছিল সে। বাসায় আসতে আসতে অনেক রাত হয়ে গেছে। শরীরটা খুব ক্লান্ত লাগছিল, তাই ভাবল গোসল করে নেবে।

ভালমতো পানি দিয়ে গোসল করছে সে। ঠাণ্ডা পানি শরীরে পড়তেই এক আরামের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে। সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে যেন পানির ফোঁটার সাথে মিশে। অনেক সময় ধরে শরীরে পানি ঢালল।

গোসল শেষ করেছে এমন সময় হঠাৎ বাথরুম অন্ধকার হয়ে গেলো। বিদ্যুৎ চলে গেছে বোধহয়, ভাবল সে।

মনে মনে বলল, যাক গোসলটা শেষ হয়েছিল। বের হবার জন্য বাথরুমের দরজায় হাত দিল সে, কিন্তু অবাক ব্যাপার, খুলছে না দরজা। অবাক হয়ে গেলো সে। সাথে সামান্য ভয় মিশে গেলো যেন।

বাসায় একা থাকে সে, কে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেবে? আরও কয়েকবার দরজা খোলার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু না, খুলতে পারছে না।

কী হচ্ছে এসব?

বাথরুমের ভেতরে কেমন যেন এক গন্ধ নাকে লাগলো তার। অদ্ভূত এক গন্ধ। পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল সে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না মোটেই। সূরা পড়া উচিত, কিন্তু বাথরুমে তো সূরা পড়া যাবে না।

তাহলে কী করবে সে? সে কী বাথরুমে ঢুকার সময় দোয়া পড়তে ভুলে গিয়েছিল? কিন্তু দোয়া পড়তে তো ভুলে যাবার কথা না। তবুও, মনে হয় ভুলে গিয়েছিল সে। এখন আর সেটা চিন্তা করে লাভ হবে না।

কিছুই মাথায় আসছে না তার। আগে বের হতে হবে এখান থেকে। ভয় চেপে বসেছে মনের গভীরে। সে তো তেমন ভয় পায় না। এইসব ব্যাপারে সে বেশ অভিজ্ঞ, ভয় পাবার কথা না, কিন্তু তবুও ভয় লাগছে কেন? কেউ কী এমনটা করাচ্ছে? হয়তো তাই, কেউ হয়তো তাকে ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। তাকে শক্ত হতে হবে।

BanglaBook.org

হঠাৎ শরীরের পেছনে কেমন যেন শীতলতা অনুভব করল। যেন তার পিঠের উপর বরফের টুকরা ছেড়ে দিয়েছে কেউ।

তারপরেই, অন্ধকারে বাথরুমে যে কাজটি কখনও করা উচিত না, ঠিক সেই কাজটিই সে করে বসলো। আসলে করলো না বলে তাকে কেউ করাল বলাই ভালো হবে। বাথরুমের ভেতরে বেসিনের আয়নায় তাকালো সে, আর তখনই দেখতে পেল তাকে। ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

অন্ধকারেও কালো দেহ আর সেই হাসি চিনে ফেলল মুহূর্তে। মুখ দিয়ে এক তরল গড়িয়ে পড়ছে। আর সেই হাসিটা তো আছেই। সেই মুখ এগিয়ে আসছে ইরফানের দিকে। আতংকে চিৎকার করে উঠল সে।

ইরফান উঠে দেখে, সে বিছানায়, স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ। এতো ভয়ঙ্কর স্বপ্ন! শরীর ঘামে ভিজে গেছে। যাক, অন্তত সেই ভয়াবহ দৃশ্য থেকে সে বের হতে পেরেছে এটাই শান্তি। সত্যি কোন কিছুর পাল্লায় যে পড়তে হয়নি সেটাই অনেক বড় ব্যাপার। ডান কাত হয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল সে।

কিন্তু সে মোটেই খেয়াল করলো না যে, বিছানার পাশে চেয়ারে একটা কালো রঙের পুতুল বসে আছে। পুতুলটার মুখে মৃদু হাসি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG